



হাদীসের
আলোকে
মানব
জীবন

৩য় ও ৪র্থ খণ্ড

এ, কে, এম, ইউসূফ

হাদীসের আলোকে মানব জীবন

حَيَاةُ الْإِنْسَانِ عَلَى ضَوْءِ الْحَدِيثِ

৩য় খণ্ড
আখলাক অংশ

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ
(মুমতাজুল-মুহাদ্দেসীন)

খেলাফত পাবলিকেশন্স

প্রকাশক

খেলাফত পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে

মাহবুবুর রহমান

২২, দেলখোলা রোড, খুলনা

প্রথম প্রকাশ

বাংলা ১৪১০

হিজরী ১৪২৪

ইসায়ী ২০০৩

(গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

মূল্য : ১০০.০০ (একশত টাকা মাত্র)

৩য় ও ৪র্থ খন্ড

পরিবেশক :

জামায়াতে ইসলামী পাবলিকেশন্স

৫০৪, এলিফেন্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা

আধুনিক প্রকাশনী

২৫, শিরিশ দাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা

বর্ণবিন্যাস :

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

৪৩৫/এ-২, মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট

ঢাকা-১২১৭, ৯৩৪২২৪৯, ০১৫২৪২৯৬৪৭

মুদ্রণ :

আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

তৃতীয় খন্ডের ভূমিকা

আল্‌হামদুলিল্লাহ্, বহু প্রতিশ্রুতি “হাদীসের আলোকে মানব জীবন” বইয়ের ৩য় খণ্ড পাঠকদের সামনে হাজির করতে সক্ষম হলাম। ইতিপূর্বে ১ম ও ২য় খন্ডের বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের হাতে পৌঁছে গেছে। ১ম খণ্ডে ছিল শরীয়তের প্রকাশ্য আমলসমূহের ফজিলত (মর্যাদা ও গুরুত্ব) সম্পর্কীয় হাদীসসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। ২য় খণ্ডে ছিল শরীয়তের আমলসমূহের উৎস সম্পর্কীয় হাদীসসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মানুষকে দু’টি প্রবণতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তার একটি জৈবিক প্রবণতা। আর ২য়টি হল নৈতিক প্রবণতা। এর একটির সম্পর্ক হল দেহ তথা অংগ-প্রত্যঙ্গের সাথে, অন্যটির সম্পর্ক হল রুহ বা আত্মার সাথে। মানুষ বিশেষভাবে নৈতিক জীব হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ্ মানুষকে খেলাফতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং তার জন্য শরীয়ত নাযিল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানব সভ্যতার গাড়ী দু’টি চাকাকে অবলম্বন করে চলে। এর একটি হল জৈবিক চাকা আর অন্যটি হল নৈতিক চাকা। এ দু’টি সমান্তরাল চললেই কেবল মানুষ সঠিকভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারে। অন্যদিকে একটির গতি যদি অন্যটির চেয়ে কমে যায় অথবা অচল হয়ে যায়, তাহলেই মানব সভ্যতা তথা খেলাফতের দায়িত্ব পালনে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। মানুষের জৈবিক প্রবণতা একটি ভৌতিক শক্তি। এর গতি খুব দ্রুত। আল্লাহ্ তায়ালার প্রেরিত নবী-রসূলগণ এই ভৌতিক গতিকে নৈতিকতার ব্রেক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছেন। পুস্তকের এই খণ্ডে আমি আখলাক তথা নৈতিকতা সম্পর্কীয় রসূলের বেশ কিছু হাদীস পেশ করে এর অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পেশ করেছি। এই কিতাবখানা দ্বারা প্রিয় রসূলের উম্মতরা সামান্য উপকৃত হলেও আমি মনে করব আমার শ্রম স্বার্থক হয়েছে।

পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড একত্রেই ছেপে একখানা বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হল। ফলে ৩য় খণ্ডের পরে ৪র্থ খণ্ডের জন্য আর পাঠকদের অপেক্ষা করতে হল না। পরিশেষে আমি আবার আমার ঐ মহান রব্বুল আলামিনের অজস্র অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি তাঁর পরম অনুগ্রহ দ্বারা 'হাদীসের আলোকে মানব জীবন' বইয়ের চারটি খণ্ড তৈরি ও প্রকাশ করতে তওফিক দিলেন। আর অসংখ্য দরুদ ও সালাম তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যার হেদায়াত ও নির্দেশনাসমূহ তাঁর উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। মহান প্রভুর দরবারে কাতর আবেদন, তিনি আমার এই ক্ষুদ্র শ্রমকে কবুল করুন এবং কিতাবের পাঠকদের জন্য তাঁর রহমতের দ্বার অবারিত করুন। আর আমাদের সকলকে বিচারের দিনে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে জান্নাতের বাসিন্দা হিসেবে কবুল করুন। আমিন, ছুম্মা আমিন!

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ

সূচিপত্র

১ম অধ্যায় চারিত্রিক গুণাগুণ

১. চারিত্রিক গুণাবলী	৭
২. সত্যবাদিতা	১১
৩. তাকওয়া	১৪
৪. যুহুদ (আড়ম্বরহীন জীবন যাপন)	১৭
৫. হায়া (লজ্জাশীলতা)	১৯
৬. পারস্পরিক ভালবাসা	২৪
৭. অল্পে তুষ্টি	২৮
৮. দয়া	৩০
৯. অনুগ্রহ	৩৩
১০. নম্রতা	৩৫
১১. ছবর	৩৮
১২. শোকর	৪০
১৩. কতিপয় নৈতিক বিষয়ে রসূলের গুরুত্বপূর্ণ নছিহত	৪৩
১৪. জিকর	৪৬
১৫. দোয়া	৫৪
১৬. বিভিন্ন জিকর ও দোয়া সম্পর্কীয় বিবরণ	৫৮
১৭. তওবা	৬১

২য় অধ্যায়

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দৃষ্টিতে চারিত্রিক ক্রটিসমূহ

১৮. মিথ্যা	৬৮
১৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দান	৭১
২০. মিথ্যা কখন জায়েয হয়	৭২
২১. গীবত	৭৩
২২. চুগলখোরী	৭৬
২৩. ঈর্ষা (হাসদ)	৭৭
২৪. অহংকার	৮০
২৫. গোহা	৮৩
২৬. জুলুম	৮৪
২৭. অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা	৮৫
২৮. অপরিচ্ছন্নতা ও অপরিপাটি	৮৭
২৯. রিয়া	৯০
৩০. বখিলি (কৃপণতা)	৯৩
৩১. পাঁচটি অভিশপ্ত কাজ	৯৫
৩২. কিয়ামতের পূর্বে উম্মতের মধ্যে যে পাঁচটি অভিশপ্ত কাজের প্রচলন ঘটবে	৯৭
৩৩. দু'টি বিষয়ে রসূলের সাবধান বাণী	৯৯
৩৪. পাঁচটি অবস্থার আগে পাঁচটি বস্তুর মূল্যায়ন	১০১
৩৫. মুমিনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জিন্দেগী	১০২
৩৬. মুমিনের দৃষ্টিতে পরকালের জিন্দেগী	১০৯
৩৭. বেহেশত ও বেহেশতের নিয়ামত	১১৩
৩৮. দোজখ ও দোজখের আজাব	১১৬

চারিত্রিক গুণাবলী

(১) وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ بَعِثْتُ

لَأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ - (الموطأ)

(১) অর্থ : হযরত ইমাম মালিক (র:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট হযুরের (নিম্নে বর্ণিত) হাদীসটি পৌছেছে, হযুর বলেন, “আমাকে মানুষের চারিত্রিক গুণাবলীকে পূর্ণতায় পৌছে দেয়ার জন্য পাঠান হয়েছে।” (মোয়াত্তা ইমাম মালিক)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম মালিক বর্ণনাকারী ছাহাবীর নাম ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসে আল্লাহর রসূলকে রাসূল হিসেবে পাঠাবার একটি অন্যতম উদ্দেশ্যের কথাই উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ - (الجمعة- ২)

অর্থ : তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে হতে একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। (সূরা জুময়া-২)

আয়াতে যে “তায়কিয়্যার” কথা বলা হয়েছে তার অর্থই হল, চরিত্র সংশোধন করে পূত-পবিত্র করা। চরিত্রবান লোক সমাজের সম্পদ। তার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই উপকৃত হয়। আর তার দ্বারা কারো কোন ক্ষতির আশংকা থাকেনা।

(২) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ (ص) إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا - (بخاری)

(২) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যার চরিত্র উত্তম। (বুখারী)

(৩) وَعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ (رض) قَالَ سَأَلْتُ

رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ
وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

- (مسلم)

(৩) অর্থ : নাওয়াছ বিন ছাময়ান (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলকে (স:) পুণ্য ও পাপ (ভাল ও মন্দ) সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম, হযরত বললেন, পুণ্য হল উত্তম স্বভাব, আর পাপ হল ঐ কাজ যেটা করতে গেলে তোমার মনে খটকা লাগে। আর তুমি মনে মনে চাও, আমি যে কাজটা করছি এটা যেন কেউ টের না পায়। (মুসলিম)

(৪) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ

اللَّهِ (ص) مَا الْإِيْمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتُكَ
سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْإِثْمُ قَالَ إِذَا

حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعَاهُ - (مسند امام احمد)

(৪) অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক

ব্যক্তি রসূলকে (স:) জিজ্ঞেস করল, ঈমান কি? হযুর (স:) বললেন, যদি ভাল কাজ তোমাকে আনন্দ দেয় এবং মন্দ কাজ তোমাকে পীড়া দেয়, তখন তুমি মুমিন। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, হযুর! গুনাহ বা পাপের কাজ কি? রসূল (স:) জওয়াবে বললেন, যে কাজ করার ব্যাপারে তোমার মনে খটকা সৃষ্টি হয় তা ছেড়ে দাও। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

(৫) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ (ص) إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا - (بخارى -

مسلم)

(৫) অর্থ : আবদুল্লাহ বিন আমর হতে (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে উত্তম যার স্বভাব উত্তম। (বুখারী, মুসলিম)

(৬) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(ص) أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا - (ابوداود،

دارمى)

(৬) অর্থ : আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (স:) বলেছেন, মুমিনদের মধ্যে তিনিই ঈমানের দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছেন যার চরিত্র উত্তম। (আবু দাউদ, দারেমী)

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায়, রসূল (স:) মানুষের সুস্থ বিবেককে ভালো-মন্দ বাছাইয়ের মাপকাঠি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সুতরাং মানুষ বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করেই ভালো-মন্দ কাজের পরিচয় নিতে পারে। হযুর (স:) বলেছেন, মানুষের উত্তম স্বভাবই হল নেকী বা ভাল কাজ। আর যে কাজ করতে বিবেকে খটকা লাগে আর মন বলে আমার

কাজটা যেন কারও কাছে প্রকাশ না হয়, এ কাজই পাপ বা অন্যায় কাজ। আর ভাল কাজ যখন মনকে আনন্দ দেয় এবং মন্দ কাজ যখন মনকে বেদনা দেয় তখন বুঝতে হবে, সে ঈমানদার। রসূল (স:) আরও বলেছেন, চরিত্রের দিক দিয়ে যে সর্বোত্তম সেই পূর্ণাঙ্গ মুমিন।

(৷) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ كَانَ آخِرَ مَا
 أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي
 الْغُرْزِ أَنْ قَالَ يَا مُعَاذُ أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ - (মুঘা মালেক)

- (৭) অর্থ : হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা:) বলেন, (ইয়ামান রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে) যখন আমি আমার সোয়ারীর পা-দানিতে পা রেখেছিলাম, তখন আমাকে আল্লাহর রসূল শেষ উপদেশটি যা দিয়েছিলেন তা ছিল এই যে, “হে মুয়ায! লোকের উদ্দেশ্যে তুমি উত্তম চরিত্রের পরিচয় দিবে।” (মোয়াত্তা ইমাম মালেক)

ব্যাখ্যা : হযুরের মাদানী জিন্দিগির শেষ দিকে যখন ইয়ামান মদীনার ইসলামী হুকুমাতের শাসনাধীনে আসল, তখন হযুর (স:) মুয়ায বিন জাবাল আনছারীকে (রা:) ইয়ামানের গভর্নর করে পাঠান। তাঁকে রওয়ানা করার সময় হযুর বেশ কিছু উপদেশ দেন, যা হাদীসের কিতাবে বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে। আলোচ্য হাদীসে উপদেশমালার শেষ বাক্যটি হযরত মুয়ায গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন। কেননা হযুরের (স:) শেষ কথাটি বিশেষভাবে তাঁর মনে দাগ কেটেছিল।

সত্যবাদিতা

(৪) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ إِنَّ
 الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ
 الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا - (بخاری -
 - مسلم)

(৮) অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সত্যবাদিতা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর নেক কাজ লোকদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। আর কোন লোক যখন নিয়তই সত্য কথা বলতে থাকে, তখন আল্লাহর কাছে সে সিদ্দীক হিসেবে পরিগণিত হয়। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : সত্যবাদিতা মানুষের এমন একটি নেক স্বভাব যা তাকে নিয়তই ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করে। আর ভাল কাজ মানুষকে বেহেশতের পথে ধাবিত করে। আর যে লোক নিয়তই সত্য কথা বলে, আল্লাহর দরবারে তিনি সিদ্দীক হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং আল্লাহ সিদ্দীকের মর্যাদায় তাকে ভূষিত করবেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কালামে পাকে মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ - (التوبة
 - (১১৭)

“হে ঈমানদারেরা! আল্লাহকে ভয় কর, আর সত্যবাদীদের সাথে থাক।” (সূরা তওবা : ১১৯)

এ আয়াতে আল্লাহ রক্বুল আলামীন শুধু সত্য বলতেই বলেননি, বরং সত্যবাদীদের সংস্পর্শে থাকারও নির্দেশ দিয়েছেন।

(৯) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَلْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ - (ترمذی الدارمی والدارقطنی)

(৯) অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সত্যবাদী ব্যবসায়ী (পরকালে) নবী, সিদ্দীক এবং শহীদদের সাথে (বেহেশতে) অবস্থান করবেন। (তিরমিযি, দারেমী, দারেকুতনী)

(১০) وَعَنْ عَبْدِ بْنِ صَامِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ إِضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمِنُ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَ أَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا أَثْمَنْتُمْ وَأَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ - (احمد - بيهقي)

(১০) অর্থ : হযরত উবাদা বিন সামেত (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমরা যদি আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দিতে পার, তাহলে আমি তোমাদেরকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দিতে পারব। যখন কথা বলবে সত্য বলবে, যখন ওয়াদা করবে তা পালন করবে, আমানত আদায় করবে, লজ্জা স্থানের হেফায়ত করবে, চোখ সংযত রাখবে এবং হাত সংযত রাখবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : কোন ঈমানদার লোক যদি ফরয-ওয়াজিব আদায় করার পর ছয়টি মৌলিক গুণের অধিকারী হয়, আল্লাহর রসূল তাঁকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

(১১) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ (رض) عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
 (ص) قَالَ التَّجَارُ يُكْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَارًا إِلَّا مَنْ
 اتَّقَى وَبَرَ وَصَدَقَ - (ترمذی - ابن ماجة - دارمی)

(১১) অর্থ : হযরত ওবায়দ বিন রিফায়াহ্ (রা:) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স:) বলেছেন, সাধারণভাবে ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন পাপী হিসেবেই উঠবে। তবে যেসব ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় তাকওয়া ও নেক পথ অবলম্বন করেছিল এবং সত্য কথা বলে ব্যবসা করেছিল তারা এর ব্যতিক্রম। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

ব্যাখ্যা : ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের কাটতি বাড়াবার ও অতিরিক্ত মুনাফার লোভে সাধারণত: অসত্য ও ভিত্তিহীন কথা বলে থাকে। হাদীসে হযুর (স:) তাদের সম্পর্কেই বলেছেন, ব্যবসায়ীদের এটা সাধারণ অভ্যাস। সুতরাং এই কু-স্বভাবের ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন পাপীদের দলভুক্ত হয়ে উঠবে। তবে যেসব ব্যবসায়ী লোভ সংবরণ করে তাকওয়া ও সত্যবাদিতার পথ অবলম্বন করে ব্যবসা করবে, তারা পাপীদের দলভুক্ত হয়ে কিয়ামতের দিন উঠবেন।

তাকওয়া

(১২) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتَقَاهُمْ - (بخاری - مسلم)

(১২) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহকে (স:) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? রসূল (স:) জওয়াবে বললেন, যে ব্যক্তি মুত্তাকি তিনিই সর্বোত্তম।

(বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : মুত্তাকী আরবী শব্দ, এর উৎস হল তাকওয়া। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হল বেঁচে থাকা। আর শরয়ী পরিভাষায় এর অর্থ হল, সতর্কতার সাথে শরীয়তে নিষিদ্ধ বিষয়াবলী হতে নিজকে দূরে রাখা। এক কথায় তাকওয়া মুমিনের এমন একটি অভ্যন্তরীণ গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা তাকে নিয়তই শিরকসহ আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ সব রকমের কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

কুরআনে করিমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বিশেষভাবে তাঁর বান্দাদেরকে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার জন্য বিভিন্নরূপে তাকিদ করেছেন। আল্লাহ কুরআনে করিমে মুমিনদেরকে সঞ্জোধন করে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ - (ال عمران ২)

“হে ঈমানদারেরা! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর ভয়ের হক আদায় করে।” (আলে ইমরান-২)

কুরআনে অন্য এক জায়গায় আল্লাহ বলেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ - (التغابن - ১৬)

অর্থ : “তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করে চল ।” (সূরা তাগাবুন : ১৬)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ

لَا يَحْتَسِبُ - (الطلاق ২-৩)

অর্থ : “যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তার পথ সুগম করে দেন, আর তাকে এমন পথে রিয়ক দান করেন যা তার ধারণার বাইরে ।” (সূরা তালাক-২,৩)

এভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে অসংখ্য জায়গায় মুমিনদেরকে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার তাকিদ দিয়েছেন, আর তিনি এও ঘোষণা করেছেন যে, মুত্তাকী ব্যক্তিরাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন । যেমন আল্লাহ বলেন, **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ**

অর্থ : “আল্লাহর নিকট তোমাদের সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে উত্তম, যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে চলে ।” (সূরা হুজরাত : ১৩)

(১৩) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ

(ص) قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ

فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ - فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ

فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنَى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ - (مسلم)

(১৩) অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) নবী করীম (স:) হতে বর্ণনা করেছেন, হযুর (স:) বলেছেন, অবশ্য দুনিয়াটা লোভনীয় ও চাকচিক্যময় । আর আল্লাহ এই দুনিয়ায় তোমাদেরকে খলিফা নিয়োগ করেছেন যাতে তিনি দেখতে পারেন তোমরা দুনিয়ায় কি ধরনের আচরণ করছ । সুতরাং তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে, আর সতর্ক থাকবে

মহিলাদের ব্যাপারে। কেননা বনি ইসরাইলদের সর্বপ্রথম ফিতনা মহিলাদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : দুনিয়াকে চাকচিক্যময় ও লোভনীয় করে আল্লাহ তৈরি করেছেন। আর মানুষকে এই দুনিয়ায় আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাঁর খলিফা করে। সুতরাং মানুষ যেন তার প্রকৃত পজিসনের কথা মনে রেখে আল্লাহ অর্থাৎ তার মুনিব বা মালিকের মরজিকে কার্যকর করে। লোভনীয় দুনিয়ার আকর্ষণে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে নিজের ইচ্ছা মত দুনিয়াকে ভোগ না করে; এ ব্যাপারে যেমন সাবধান করে দিয়েছেন, তেমনি সাবধান করেছেন মহিলাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে।

(১৩) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ
لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضَلَهُ
بِتَقْوَى - (احمد)

(১৪) অর্থ : হযরত আবুজার (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) তাঁকে বলেছিলেন, “তুমি লাল বর্ণ কিংবা কালো বর্ণের কোন লোক হতেই উত্তম নও, তবে হাঁ তুমি তাদের থেকে উত্তম হতে পার তাকওয়ার ভিত্তিতে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর নবী তাঁর প্রিয় ছাত্রাবী আবুজার গিফারীকে (রা:) উদ্দেশ্য করে বলেন, আবুজার, মনে রাখবে বর্ণ, গোত্র ইত্যাদির মধ্যমে মানুষের মর্যাদা নিরূপণ হয়না। আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা নিরূপণ হয় তাকওয়ার ভিত্তিতে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

— أَتَقَاتِرُ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে মুত্তাকী সেই হল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাশীল।

যুহুদ (আড়ম্বরহীন জীবন যাপন)

যুহুদ (আরবী) শব্দের অর্থ হল আড়ম্বরহীন, উদাসীন। আর শরীয়তের পরিভাষায় যুহুদ শব্দের অর্থ হল দুনিয়ার আকর্ষণ হতে বিমুখ। যাহেদ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি পরকালীন কল্যাণ লাভের আশায় দুনিয়ার আকর্ষণ হতে পরহেয করে চলেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে যুহুদ মুমিন ব্যক্তির একটি উত্তম গুণের নাম। আল্লাহর রসূল তাঁর উম্মতকে যুহুদ ইখতিয়ার করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। নিম্নে এ প্রসঙ্গে প্রিয় রসূলের (স:) কয়েকটি হাদীস পেশ করা হল।

(১৫) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
مَا زَهْدَ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَنْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ
وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَا تَهَا وَدَوَّاءَهَا
وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ - (بيهقي)

(১৫) অর্থ : হযরত আবুজার গিফারী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় যুহুদ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার অন্তরে হেকমতের চারাগাছ জন্মান, আর তার জবানে হেকমত জারি করেন। আর তাকে দুনিয়ার ক্রটিসমূহ প্রত্যক্ষ করার দৃষ্টি যেমন দান করেন, তেমনি তার ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যাপারেও জ্ঞান দান করেন। আর দুনিয়া হতে হেফায়তের সাথে বের করে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : দুনিয়ায় যে মুমিন যাহেদানা অর্থাৎ সাদা সিখে জীবন যাপন করেন এবং দুনিয়ার আকর্ষণ আখেরাতের প্রতি প্রবল ঈমানের কারণে

তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না, আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে হেকমত দান করেন। আর তাঁর জবান হতে হেকমতের কথা বের হয়। আল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিকে এমন সুদূরপ্রসারী করে দেন যাতে তিনি দুনিয়ার ক্রটিসমূহ যেমন অবলোকন করতে পারেন, তেমনি তার চিকিৎসাও করতে পারেন। উপরন্তু আল্লাহ্ তাঁকে ঈমান ও তাকওয়ার সাথে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিয়ে নিরাপত্তা সহকারে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(১৬) وَعَنْ مُعَاذٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) لَمَّا بَعَثَ

بِهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِيَّاكَ وَالتَّنَعَّرَ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيَسُؤُنَّ

بِالْمُتَنَعِّينَ - (مسند إمام أحمد)

(১৬) অর্থ : হযরত মুয়ায (রা:) হতে বর্ণিত, তাঁকে যখন রসূল (স:) ইয়ামানের শাসক করে পাঠিয়েছিলেন, তখন হযুর (স:) তাঁকে বলেছিলেন, মুয়ায, তুমি বিলাসিতা হতে দূরে অবস্থান করবে। কেননা আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দারা বিলাসীদের দলভুক্ত হয় না। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

হায়া (লজ্জাশীলতা)

হায়া বা লজ্জাশীলতা মানুষের এমন একটি মহৎ গুণ যা মানুষকে বহু গর্হিত, অনৈতিক ও অসুন্দর কাজ হতে বিরত রাখে। মানুষ সাধারণত আইন ও শাস্তির ভয়ে অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকে। কিন্তু সে আইনকে ফাঁকি দিয়েও অন্যায় কাজ করে। তবে যার মধ্যে লজ্জাশীলতা আছে তাকে নিয়তই এই লজ্জা অন্যায় ও গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখে। এই জন্যই ইসলামসহ সমস্ত ধর্মে হায়া বা লজ্জাশীলতাকে মানুষের একটি মহৎ গুণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আর আল্লাহর রসূল বিশেষভাবে এ গুণটির প্রশংসা করে এটিকে ঈমানের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহর রসূল (স:) বলেন,

(১৮) وَعَنْ أَبِي عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْكَيْفَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) دَعَهُ فَإِنَّ الْكَيْفَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ - (بخاری - مسلمی)

(১৭) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, একদা রসূল (স:) আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় শুনলেন, সে তার আনসারী ভাইকে হায়ার (লজ্জাশীলতার) ব্যাপারে ভৎসনা করছেন। হযরত (স:) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, কেননা হায়া হল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : আনসারী ছাহাবী তার ভাইকে অতিরিক্ত লজ্জা পরিহার

করার জন্য নছিহত এমন কি ভর্ৎসনা করছিল, ধারণা ছিল অতিরিক্ত হায়া ভাল নয়। হুযর (স:) তাকে শুধু ভর্ৎসনা ত্যাগ করতে বললেননি; বরং বললেন, দেখ লজ্জা হল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত একটি বৈশিষ্ট্যের নাম। সুতরাং তুমি কি তাকে ঈমানের অপরিহার্য একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করতে বলছ? তাকে ধমকাইওনা বরং তাকে লজ্জাশীল থাকতে দাও।

(১৮) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ (ص)
قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرْنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا
رُفِعَ الْآخَرُ - (بيهقي)

(১৮) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, হায়া এবং ঈমান এক সংগেই অবস্থান করে। এদুটি হতে একটি উঠে গেলে অপরটিও চলে যায়। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : হাদীসে আল্লাহর রসূল (স:) ঈমান ও হায়া একটি আর একটির সাথে যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সে কথার দিকে ইংগিত করেছেন। সুতরাং প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তি লজ্জাশীল হবে এটিই স্বাভাবিক।

(১৯) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ (ص) الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ - (بخارى -
مسلم)

(১৯) অর্থ : হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, হায়া অর্থাৎ লজ্জাশীলতা নিয়তই কল্যাণ বয়ে আনে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : সাধারণভাবে কেউ মনে করতে পারে, অতিরিক্ত

লজ্জাশীলতার কারণে কোন কোন সময় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আসলে এ ধারণাটা যে অমূলক একথাই রসূল (স:) আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং বাহ্যিক দিক দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে এটি মনে হলেও পরিণামে হায়া কল্যাণই বয়ে আনে।

(২০) وَعَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوْلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَأَصْنَعْ مَا شِئْتَ - (بخاری)

(২০) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, নবুয়তের অতীত বাণীসমূহের মধ্যে মানুষ যা পেয়েছে তার একটি হল এই যে, “তুমি যখন লজ্জাই কর না, তখন যা ইচ্ছে তাই কর।” (বুখারী)

ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী নবীগণের হেদায়াত ও বাণীসমূহের অনেক কিছুই বর্তমানে যথাযথভাবে রক্ষিত নেই এবং খুঁজে পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে মুশকিল। কিন্তু কিছু কিছু বাণী প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রচলিত আছে, যা বহু শতাব্দীর পরেও মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে। এই ধরনের প্রবাদ বাক্যের একটি হল, “তুমি যখন লজ্জা করনা তখন যা ইচ্ছে তাই করতে পার।” হাদীসে এই প্রবাদ বাক্যটিরই উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

(২১) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قُلْنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا

وَعَى تَكْفَظَ الْبَطْنِ وَمَا حَوَى وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ
 أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ
 اسْتَحْيَى يَعْنِي مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ - (ترمذی)

(২১) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূল (স:) (আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, তোমরা আল্লাহকে সন্ত্রম করে চলবে সন্ত্রমের হক আদায় করে। আমরা বললাম; হে আল্লাহর রসূল! (আমরা আল্লাহকে যথেষ্ট পরিমাণ সন্ত্রম করে চলি এবং এজন্য) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। হযুর বললেন, না তোমরা যা বলতে চাচ্ছ বিষয়টা সেরূপ নয়, বরং আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে সন্ত্রম করে চলার অর্থ হল, তুমি তোমার মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্কে যেসব চিন্তা-ভাবনা আসে তার প্রতি কড়া নজর রাখবে, আর তুমি তোমার উদর এবং উদরে যা গ্রহণ কর তার প্রতি নজর রাখবে, তুমি মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার কথা স্মরণ রাখবে। আর যে পরকালের (নাজাতের) আশা রাখে সে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আখেরাতকে প্রাধান্য দিবে। উপরোক্ত কাজগুলি যে করে সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে পুরোপুরি সন্ত্রম করে চলে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রসূল আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে সন্ত্রম করে চলার তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনটি বিষয়ের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। তার একটি হল মস্তিষ্ক বা ব্রেন। কেননা ভাল-মন্দ কাজের চিন্তা প্রথমতঃ মস্তিষ্কেই আসে। মস্তিষ্কেই হল মানুষের চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রস্থল। মস্তিষ্কের প্রতি খেয়াল রাখার অর্থ হল সব রকমের গর্হিত ও অন্যায কাজের কল্পনা হতে মস্তিষ্ককে হেফাযত করবে। রেল গাড়ী যেমন ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত হয় তেমনি মানুষ মস্তিষ্ক বা ব্রেন দ্বারা পরিচালিত হয়। ভাল বা মন্দ কাজের কল্পনা প্রথমতঃ মস্তিষ্কেই আসে; পরবর্তী পর্যায়ে হাত পা তাকে কার্যে পরিণত করে। সুতরাং যার মস্তিষ্ক ভাল

চিন্তা করবে, তার হাত পা ভাল কাজ করবে। আর যার মস্তিষ্ক মন্দ কাজের কল্পনা বা চিন্তা করবে তার হাত-পা বা অংগ-প্রত্যঙ্গ ঐ মন্দ কাজই করবে। এ জন্যই আল্লাহর রসূল (স:) মস্তিষ্ককে কুচিন্তা মুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনটি বিষয়ের দ্বিতীয়টি হল পেট বা উদর। মানুষ উদরে যে খাদ্য গ্রহণ করে, ঐ খাদ্য নিসৃত শক্তিই মস্তিষ্ককে শক্তি যোগায়। সুতরাং খাদ্য যদি হারাম ও অপবিত্র হয়, তাহলে ঐ হারাম খাদ্য নিসৃত শক্তি কিছুতেই ভাল চিন্তা করতে পারবে না। তাই হুযুর (স:) খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন।

তৃতীয়টি হল পরকাল। কেননা পরকাল বিশ্বাসই মানুষকে দুনিয়ায় পাপ কাজ হতে বিরত রাখে। পরকালের বিশ্বাসহীন লোক মনযিল বিহীন যাত্রীর ন্যায় অলিগলি ঘুরে বেড়ায়, আর রাস্তার প্রতিটি চাকচিক্যই তাকে আকৃষ্ট করে। তেমনি পরকালের বিশ্বাসহীন লোক দুনিয়ার মায়াজালে আকৃষ্ট হয়ে দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়।

পারস্পরিক ভালবাসা

(২২) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ
 الْمُؤْمِنُ مَالِفٌ - وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَالِفُ وَلَا يُؤَلَّفُ -
 (احمد-بيهقى)

(২২) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মুমিন হল মহব্বত ও ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। আর ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণই নেই যে অন্যকে ভালবাসেনা এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসেনা। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ, বায়হাকী)

ক্বাখ্যা : মানুষ পরস্পর পরস্পরকে মহব্বত করবে ও ভালবাসবে, এটাই মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। মানুষের আরবী প্রতিশব্দ হল انسان। আরবী ভাষাবিদদের মতে انسان শব্দের উৎপত্তি হয়েছে انسييت হতে। আর انسييت শব্দের অর্থ হল মহব্বত বা ভালবাসা। যেহেতু انسييت বা ভালবাসা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের মধ্যে আল্লাহ শামিল করে দিয়েছেন, তাই ইনসান (انسان) নামে তাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীসে ঈমানদার ব্যক্তিকে ভালবাসার প্রতীক বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা স্রষ্টার ঐকান্তিক ইচ্ছা, মানুষ পরস্পরকে ভালবাসুক। আর ভালবাসা ঈমানদার ব্যক্তির ভূষণ। সুতরাং যার দেলে অন্যের জন্য ভালবাসা নেই প্রকৃতপক্ষে সে ঈমানদারই নয়।

(২৩) وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(ص) مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلَّهِ إِلَّا أَكْرَمَ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ -
(مسند إمام أحمد)

(২৩) অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আল্লাহর কোন বান্দাহ যখন অন্য একজন বান্দাহকে নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে, সে যেন তার রবকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করল। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

(٢٣) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
إِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ
فِي اللَّهِ - (ابوداؤد)

(২৪) অর্থ : হযরত আবুজার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, (বান্দার কাজসমূহের মধ্যে) আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হল নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসা অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : ২৩ নং হাদীসে বলা হয়েছে, কোন লোক যখন কোন লোককে দুনিয়ার কোন স্বার্থের বিনিময়ে নয় বরং নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে, সে যেন তার মহান রবকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করল। কেননা সে যে তার অন্য ভাইকে মহব্বত করেছে তা করেছে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য।

২৪ নং হাদীসে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহর কোন বান্দা কোন বান্দাকে কোন পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়, বরং নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে। আবার কারও সাথে পার্থিব স্বার্থের দ্বন্দের কারণে নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য শত্রুতা করে। এমন বান্দার এই উভয় কাজটিই আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়।

(২৫) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 (ص) إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيُنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي
 أَيَّوْمًا أَظْلَمُ فِي ظِلِّي يَوْمًا لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي - (مسلم)

(২৫) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন বলবেন, আমার কারণে যারা পরস্পর মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল তারা কোথায়? আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দিব, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কারো ছায়া থাকবেনা। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : কিয়ামতের দিন সকলের উপস্থিতিতে আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের এই ধরনের ঘোষণা এজন্য নয় যে, তারা কোথায় আছেন তা আল্লাহ জানেন না। বরং এটা এই জন্য যে, সকলে শুনে রাখুক যে, যারা নিছক লিল্লাহ-ফিল্লাহ্ পরস্পরকে ভালবেসেছে তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে কত উচ্চে। এখানে আল্লাহর ছায়া বলতে যথাসম্ভব আল্লাহর আরশের ছায়া বুঝান হয়েছে, যেমন অন্য হাদীসে আছে। এই হাদীসটি হাদীসে কুদসী।

হাদীসে কুদসী বলা হয় ঐ হাদীসকে যে হাদীসে আল্লাহর রসূল স্বয়ং আল্লাহর কথা নকল করেছেন। যেমন রসূল বলেন, “আল্লাহ্ বলেন অথবা আল্লাহ একথা বলেছেন” একথা বলার পরে রসূল আল্লাহর কথাটাই পেশ করে দিয়েছেন।

(২৬) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ (ص) يَقُولُ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَبَّتْ مَكْبَتِي
 لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ

وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ - (মোটা আমা মালেক)

(২৬) অর্থ : হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলকে (স:) বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেছেন, যারা নিছক আমার জন্য পরস্পর ভালবাসায় লিপ্ত হয়েছে, যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর উঠাবসা করেছে, যারা আমার জন্যই পরস্পর দেখা সাক্ষাত করেছে আর একই উদ্দেশ্যে তারা পরস্পরের জন্য খরচ করেছে। তাদের জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিও হাদীসে কুদসী। এখানে রসূল (স:) আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন, যারা পরস্পর ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে একত্রে উঠাবসা, দেখা-সাক্ষাত ও পরস্পরের জন্য খরচ-খরচা করেছে তাদের জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। আর আল্লাহ্ যাকে মহব্বত করবেন অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

অল্পে তুষ্টি

(২৭) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ (ص) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزِقَ كِفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا
آتَاهُ - (مسلم)

(২৭) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে তার প্রয়োজন পরিমাণ রুজী (খাদ্য বা পানীয়) দান করা হয়েছে, আর আল্লাহ তাকে যা কিছু দিয়েছেন তার উপরেই সে তুষ্ট আছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : যাকে আল্লাহ সর্বোত্তম নিয়ামত ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য দান করেছেন, সাথে সাথে আল্লাহ তাকে প্রয়োজনীয় রুজিও দান করেছেন, আর আল্লাহ তাকে অল্প-বিস্তর যা কিছু দিয়েছেন তার উপরেই সে সন্তুষ্ট থাকে, সেই প্রকৃত পক্ষে সফল হয়েছে।

(২৮) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ
لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعُرُوضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ
- (بخارى)

(২৮) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে ধনী বানায়না। প্রকৃতপক্ষে সেই ধনী যার দেল ধনী। অর্থাৎ যার দেল মুখাপেক্ষীহীন তিনিই প্রকৃতপক্ষে ধনী।

(২৭) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ

(ص) يَا أَبَا ذَرٍّ تَقُولُ كَثْرَةَ الْمَالِ الْغِنَى - قُلْتُ نَعَمْ قَالَ

تَقُولُ قَلَّةُ الْمَالِ الْفَقْرُ - قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ

قَالَ الْغِنَى فِي الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فِي الْقَلْبِ - (طبرانی)

(২৯) অর্থ : হযরত আবুজার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূল (স:) আমাকে বললেন, কি বল আবুজার, অতিরিক্ত ধন-সম্পদ কি ধনাঢ্যতা? আমি বললাম হ্যাঁ। হযুর বললেন, তুমি কি বলতে চাও কম সম্পদ হওয়া দরিদ্রতা? আমি বললাম হ্যাঁ। এভাবে হযুর তিন বার কথাটা বললেন। অতঃপর হযুর বললেন, (শুনে রেখ আবুজার) ধনী হওয়াটা অন্তরে এবং দরিদ্র হওয়াটাও অন্তরে। (তিবরানী)

ব্যাখ্যা : মানুষের মানবিক গুণাবলীসমূহের মধ্যে একটি মৌলিক গুণ হল “অল্পে তুষ্টি”। আরবী পরিভাষায় এটাকে বলা হয় কানায়াত। অতিরিক্ত চাহিদা যার অন্তরে, সম্পদের প্রাচুর্য তাকে শান্তি দিতে পারে না। কেননা সে যত পাবে তার অন্তরে আরও পাওয়ার চাহিদা বাড়তেই থাকবে। সুতরাং প্রাচুর্য তাকে আরও অধিক পাওয়ার মুখাপেক্ষী করে রাখবে। আর যে ব্যক্তি তার ও তার পরিবারের প্রয়োজন পরিমাণ পেয়ে তুষ্টি থাকে, সে আরো অধিক পাওয়ার জন্য কারো মুখাপেক্ষী হয় না। ফলে সে পরিতৃপ্ত ও অন্তরের দিক দিয়ে ধনী। একথাই উপরে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, তুমি যদি এই হিসাব কর তোমার কি কি প্রয়োজন ও কি কি লাগবে, তাহলে তোমাকে যত অধিক দেয়া হোকনা কেন তোমার দেল পরিতৃপ্ত হবে না। তবে হ্যাঁ তুমি যদি এভাবে হিসাব কর তোমার কি কি না হলে চলে, তাহলে দেখবে তুমি অভাবহীন ও পরিতৃপ্ত। আর এ ধরনের লোকই প্রকৃতপক্ষে মনের দিক দিয়ে ধনী।

দয়া

(৩০) وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)

لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ - (بخاری - مسلم)

(৩০) অর্থ : হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না। (বুখারী, মুসলিম)

(৩১) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ (ص) الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ إِرْحَمُوا مِنِّي

الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَن فِي السَّمَاءِ - (ابوداؤد - ترمذی)

(৩১) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, দয়া প্রদর্শনকারীকে আল্লাহ দয়া করেন। সুতরাং তোমরা জমিনে বিচরণকারীদের উপর দয়া কর, তাহলে আসমানের অধিবাসীরা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : মানুষের মৌলিক মানবীয় গুণের মধ্যে একটি হল “দয়া” অর্থাৎ মানুষ মাত্রই দয়াবান হওয়া উচিত। আর দয়া জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই করতে হবে। প্রথম হাদীসে “রহম” দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে হযরত শেখ সাদীর (র.) একটি সুন্দর নছিহত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “গোলেস্তায়” লিখিত আছে। আমি তাঁর ফারসী লিখিত নছিহতের কবিতা ও তার বাংলা অর্থ নিম্নে তুলে ধরছি :

بنی ادم اعضاء یکے دیگرند * کہ در آفرینش زبک زهورند

جو عضو بدرد آورد روزگار * دیگر عضوهارانماند قرار .

توكز محنت ديگران هے غمی * نشاید كه نامت نهاند آدمی

অর্থ : আদমের (আ.) সন্তানেরা একে অপরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ স্বরূপ। কেননা একই মূল হতে তাদের উৎপত্তি। যখন মানুষের কোন অংশে আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন অন্যান্য অংশেও ঐ বেদনার অনুভূতি জাগে। তুমি যদি অন্যের দুঃখ-বেদনায় দুঃখিত না হও, তাহলে তুমি মানুষ নামের উপযোগী নও। অর্থাৎ তুমি মনুষ্যত্বহীন।

(৩২) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ
الصَّادِقَ الْمَدِينِيَّ (ص) يَقُولُ لَا تَنْزَعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ
شَقِيٍّ - (احمد - ترمذی)

(৩২) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি সাদেক, মাসদূক আবুল কাসেমকে (স:) বলতে শুনেছি। (তিনি বলেন) হতভাগ্য ব্যক্তির দেল হতেই দয়া-মায়া উঠিয়ে নেয়া হয়। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : হাদীসে এখানে রসূলকে সাদেক মাসদূক আবুল কাসেম নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবুল কাসেম হল রসূলের কুনিয়াত। আর সাদেক-মাসদূক হল তাঁর গুণবাচক নাম।

রসূল (স:) বলেছেন, যার অন্তরে দয়ামায়া নেই সে হল চরম ভাগ্যহীন ও হতভাগ্য।

(৩৩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا شَكَأَ إِلَى
النَّبِيِّ (ص) قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ إِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ
الْمِسْكِينَ - (مسند امام احمد)

(৩৩) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি

রসূলের কাছে অভিযোগ করলেন, তার দেল খুব শক্ত। রসূল (স:) বললেন, তুমি ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাবে আর মিসকিনকে খাওয়াবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : জনৈক ছাহাবী রসূলের কাছে নিজের একটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধির ব্যাপারে অভিযোগ করলেন, হৃয়ুর আমি অনুভব করছি, আমার দেল খুব শক্ত অর্থাৎ দয়া-মায়াহীন। এর প্রতিকারের জন্য আমি কি করতে পারি? রসূল তাকে বললেন, “তুমি ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাবে এবং মিসকিনকে খাওয়াবে, তাহলেই তোমার এই ব্যাধি সেরে যাবে এবং তোমার দেল নরম হবে।”

ব্যাখ্যা : সব মানুষের দেল এক রকম নয়; কারো দেল নরম, অন্যের দুঃখ-কষ্টে সহজেই দেল ব্যথিত হয়। আবার কারো দেল কঠিন, শক্ত ও দয়ামায়াহীন। সহজে দেল কারো দুঃখ-কষ্টে প্রভাবান্বিত হয় না। একে হাদীসে ভাগ্যহীন বলে অভিহিত করেছে। তবে কেউ যদি এটি তার ঈমানী তাকিদে অনুভব করে যে, তার দেল অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং সে চিকিৎসা করে দেলকে রোগমুক্ত করে নরম করতে চায়, তাহলে তার ইয়াতিমের মাথায় স্নেহ পরবশ হয়ে হাত বুলানো এবং মিসকিনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য অনুদান করা উচিত।

অনুগ্রহ

(৩২) وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
 أَلْخَلَقُ عِيَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ عَلَى
 عِيَالِهِ - (بيهقى شعب الايمان)

(৩৪) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহর পরিজন স্বরূপ। আর যে আল্লাহর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে সে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। (বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান)

(৩৫) وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
 مَنْ قَضَى لِأَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي حَاجَةً يُرِيدُ أَنْ يَسْرَهُ بِهَا فَقَدْ
 سَرَّنِي وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللَّهُ تَعَالَى وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ -
 (بيهقى شعب الايمان)

(৩৫) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি আমার উম্মতের কারও একটি প্রয়োজন পূরণ করে দেয়; ঐ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য, তাহলে সে যেন আমাকে সন্তুষ্ট করল। আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করল সে যেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল। (প্রতিদানে) আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান)

(৩৬) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ((رض)) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 (ص) لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
 فَلْيَلِقَ أَخَاهُ بِوَجْهِهِ طَلِقٍ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا وَطَبَخْتَ قِدْرًا
 فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَأَغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ - (ترمذی)

(৩৬) অর্থ : হযরত আবুজার (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, অনুগ্রহের সামান্য কাজকেও যেন কেউ ছোট বিবেচনা না করে। (এমনকি দেয়ার জন্য) তার কাছে যদি কিছুই না থাকে, তাহলে যেন সে তার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করে। আর তুমি যখন গোস্ত খরিদ করবে ও রান্না করবে তখন একটু ঝোল বেশি দিবে। আর তা থেকে চামিচ ভরে প্রতিবেশীকে কিছু দিবে (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : হাদীসে আল্লাহর রসূল (স:) স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল নির্বিশেষে সকলকেই অন্যের প্রতি অনুগ্রহের ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলেছেন, দেয়ার ব্যাপারে তোমরা ছোট-খাট বস্তুকে অবজ্ঞা করবে না। অর্থাৎ যার অধিক কিছু নেই সে সামান্য বস্তু দিয়ে হলেও তার প্রতিবেশী ও পড়শীর খোঁজ নিবে। আর যদি দেয়ার জন্য তার কাছে কিছুই না থাকে, তাহলে যেন হাসিমুখে তার ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাত করে। (তিরমিযি)

নম্রতা

(৩৮) وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ
 إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ
 مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ - (مسلم)

(৩৭) অর্থ : হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, অবশ্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজে মেহেরবান। তিনি নম্র স্বভাবকে পছন্দ করেন। আর নম্রতার বিনিময়ে যে পুরস্কার তিনি দেন তা কঠোরতার বিনিময়ে দেন না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর রসূল হাদীসে বলেন, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সৃষ্টির প্রতি খুবই মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি মখলুকের উপর কঠোরতা আরোপ করেন না। আল্লাহ নম্র স্বভাবের লোককে পছন্দ করেন এবং নম্র স্বভাবের উপরে যে বিনিময় দেন কঠোর স্বভাব ব্যক্তিকে তা দেন না। সুতরাং মুমিন মাত্রই কোমল স্বভাবসম্পন্ন ও অন্যের প্রতি দয়াপরবশ হবেন এটাই আল্লাহ চান। স্বয়ং আল্লাহর রসূল ছিলেন খুবই কোমল স্বভাবসম্পন্ন। আল্লাহ রসূলকে লক্ষ্য করে বলেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهْمٌ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا
 الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ - (سورة ال عمران - 159)

অর্থ : আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি তাদের উদ্দেশ্যে নম্রতা প্রদর্শন করছেন। যদি আপনি রুক্ষ মেজাজ ও কঠোর দেল হতেন তাহলে এরা সব আপনার কাছ থেকে সরে পড়তো। (আল-ইমরান-১৫৯)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন কালামে পাকে আরও বলেন,

إِدْفَعْ بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - (سورة حم السجدة - ٣٢)

অর্থ : আপনি উত্তম আচরণের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দিন, তাহলে দেখবেন আপনার সাথে যার শত্রুতা সে পরম বন্ধুতে পরিণত হবে। (সূরা হা-মিম সাজদাহ-৩৪)

ব্যাখ্যা : মুমিন মাত্রই আল্লাহর দ্বীনের দা'য়ী। সুতরাং দা'য়ী যদি কোমল স্বভাবসম্পন্ন ও নম্র আচরণের না হয়, তাহলে সে তার কথা ও আচরণ দ্বারা অন্যকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। উপরোক্ত আয়াতে তারই ইংগিত দেয়া হয়েছে।

(٣٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ (ص) أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرَأُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تَحْرَأُ عَلَيْهِ
النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ - (ابوداؤد - ترمذی)

(৩৮) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির খবর দেব, যাকে দোজখের জন্য হারাম করা হয়েছে, আর দোজখ যার জন্য হারাম করা হয়েছে? (সে এমন ব্যক্তি) যে নম্র স্বভাবের, নরম প্রকৃতির, বন্ধু ভাবাপন্ন ও সহজ-সরল। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

(٣٩) وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةَ وَمَنْ حَرًّا حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ حُرًّا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةَ - (بغوى شرح السنّة)

(৩৯) অর্থ : হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাকে নরম স্বভাবের অধিকারী করেছেন তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর যাকে কোমল স্বভাবের অধিকারী করা হয়নি তাকে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। (বগবী-সরহে সুন্নাহ)

ছবর

(৩০) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرَهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ - (بخاری - مسلم)

(৪০) অর্থ : হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে ছবর করার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ছবর করার তওফীক দিবেন। আর ছবর হতে উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর আর কোন নিয়ামত বান্দার জন্য হতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করাকে বলা হয় ছবর, অর্থাৎ পরম ধৈর্য সহকারে বিপদের মোকাবিলা করা আর ধৈর্য সহকারে লক্ষ্য হাসিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টার নাম ছবর। বিপদ দেখে হাত-পা গুটিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বসে থাকার নাম ছবর নয়। এ ধরনের ছবর বা ধৈর্যগুণের অধিকারী সেই হতে পারে, আল্লাহ তায়ালার উপরে যার পূর্ণ ঈমান ও আস্থা আছে। হাদীসে বলা হয়েছে, যে মুমিন ব্যক্তি বিপদ-আপদে ছবর করার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে ছবর করার তওফীক দান করেন। আর মুমিন বান্দার জন্য ছবরের চেয়ে উত্তম আর কোন নিয়ামত নেই।

(৩১) وَعَنْ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ إِنَّ السَّعِيدَ لِمَنْ جَنَّبَ الْفِتْنََ قَالَ ثَلَاثًا وَلِمَنْ أَتْبَلَى فَصَبَرَ فَوَاهَاً - (ابوداؤد)

(৪১) অর্থ : হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা:) বলেন, আমি

রসূলুল্লাহকে (স:) একথা বলতে শুনছি যে, “ভাগ্যবান হল ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ফিতনা হতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। একথাটা রসূল (স:) তিনবার বললেন। (তিনি আরও বললেন) হাঁ তবে যে ফিতনায় জড়িয়ে গেল, অতঃপর ধৈর্য ধারণ করল, সে কতই না ভাগ্যবান। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : দেশ যখন ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক শাসিত না হয় এবং শাসক নীতিহীন হয় তখনই ঈমানদারদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে যায়; এমতাবস্থায় যাকে আল্লাহ ফিতনা হতে বাঁচিয়ে রাখেন সে ভাগ্যবান বটে। তবে তার চেয়েও ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে ফিতনায় নিপতিত হয়ে ছবর ইখতিয়ার করে।

(৩২) وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ
كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ - (ترمذی)

(৪২) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, জনগণের উপর এমন একটি সময় আসবে, যখন দ্বীনের উপর ধৈর্যধারণ করে থাকা জ্বলন্ত আগ্র হাতের মুঠোয় রাখার সমতুল্য হবে। (তিরমিযি)

শোকর

(২৩) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ مُعَاوِيَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ - فَقَالَ مَا أَجَلَسَكُمْ هُنَا - فَقَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا - (مسلم)

(৪৩) অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, হযরত মুয়াবিয়া (রা:) বলেছেন, একদা আল্লাহর রসূল (সা:) ছাহাবীদের এক সমাবেশের কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, তোমরা এখানে একত্র হয়ে কি করছ? ছাহাবাগণ জওয়াব দিলেন, আমরা এখানে একত্র হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করছি এবং তাঁর গুণকীর্তন করছি, এ কারণে যে, তিনি ইসলামরূপ নিয়ামতের দিকে আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন এবং ইসলামরূপ নিয়ামত দ্বারা আমাদের উপর করুণা করেছেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : শোকর অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা মানুষের একটি উত্তম গুণ যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই প্রশংসনীয়। কোরআন ও হাদীসে শোকর শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। শোকরের আভিধানিক অর্থ হল কৃতজ্ঞতা। আর ইসলামের পরিভাষায় শোকর বলা হয়, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মানুষকে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তাকে আল্লাহর মরজি মোতাবেক ব্যবহার করা। যেমন আল্লাহ মানুষকে সম্পদরূপ নিয়ামত দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের উচিত সম্পদকে আল্লাহর মরজি মোতাবেক ব্যবহার করা। আল্লাহ যাতে রাজী নয় এমন খাতে অর্থ ব্যয় না করা।

(২৪) وَعَنْ صُهَيْبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ - وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا

لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ - (مسلم)

(৪৪) অর্থ : হযরত সুহাইব (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তির অবস্থাটাই চমৎকার। সে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তার সবটাই কল্যাণকর। এটি শুধু মুমিন ব্যক্তির জন্যই। যদি সে বিপদগ্রস্ত হয়, তাহলে ছবর করে। আর এ ছবর তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর সে যদি কল্যাণ লাভ করে, তাহলে শোকর করে। আর এ শোকর তার জন্য অশেষ কল্যাণকর হয়। (মুসলিম)

(৩৫) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) أَنْظَرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ
هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ -
(مسلم)

(৪৫) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমরা তার দিকে তাকাও, যে (ধন-সম্পদে) তোমার চেয়ে নীচে অবস্থান করছে। আর তোমরা তার দিকে তাকিয়ে না, যে তোমাদের চেয়ে উর্ধ্বে অবস্থান করছে, তাহলে আল্লাহ তায়ালার যেসব নিয়ামত এ পর্যন্ত লাভ করেছে তাকে কম বিবেচনা করবে না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : মানুষের স্বাভাবিক একটি স্বভাব যে, সে আল্লাহর যেসব নিয়ামত পেয়েছে তাতে তুষ্ট না হয়ে আরও অধিক পাওয়ার জন্য অস্থির থাকে। আর যে তার চেয়ে অধিক পেয়েছে সে তার দিকে তাকিয়ে নিয়তই পেরেশান থাকে। এ ধরনের অতিকাজ্জী ও লোভী কখনও মানসিক প্রশান্তি পায় না। এজন্য হযুর (স:) তাঁর উম্মতকে পরামর্শ দিয়েছেন, সে যেন স্বাস্থ্য-সম্পদ ইত্যাদির দিক দিয়ে যে তার চেয়ে উপরে অবস্থান করছে তার

দিকে না তাকায়। তাহলে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা তার পক্ষে যেমন সম্ভব হবে না, তেমনি আল্লাহ তাকে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তারও শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব হবে না। অথচ আল্লাহ কোরআনে মানুষকে আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের জন্য শোকরগুজারীর নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
 (سورة ابراهيم - ৫)

অর্থ : “যদি তোমরা শোকর কর, তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে অধিক দিব। আর যদি তোমরা কুফরী কর অর্থাৎ নাশুকরী কর তাহলে মনে রাখবে আমার আজাব খুবই ভয়াবহ।” (সূরা ইবরাহীম : ৭)

হযুর আমাদেরকে উপরের লোকদের দিকে না তাকিয়ে যারা স্বাস্থ্য-সম্পদের দিক দিয়ে নীচে অবস্থান করছে তাদের দিকে তাকাতে বলেছেন। এতে যেমন মনের প্রশান্তি লাভ করা যাবে, তেমনি আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের শুকরিয়াও মন থেকে বের হয়ে আসবে। এ প্রসঙ্গে বাংলাভাষী একজন কবির নিম্নোক্ত কবিতাটি খুবই প্রণিধানযোগ্য।

“একদা ছিল না জুতো চরণ যুগলে,
 দহিল হৃদয় মম সেই ক্ষোভানলে,
 ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুখাকুল মনে,
 গেলাম ভোজনালয়ে ভোজন কারণে।
 তথা একজন দেখি পদ নাহি তার,
 অমনি জুতোর ক্ষেদ ঘুচিল আমার ॥

কবিতায় জনৈক ব্যক্তি জুতো না থাকার জন্য যে মর্মবেদনায় ভুগছিল তার সে বেদনা একজন পদবিহীন লোককে দেখে একেবারেই প্রশমিত হয়ে গেল।

কতিপয় নৈতিক বিষয়ে রসূলের (স:)

গুরুত্বপূর্ণ নছিহত

(৩৬) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(ص) قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا
حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحَسَنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ
- (احمد وبيهقى)

(৪৬) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, চারটি উত্তম চরিত্রের অধিকারী যদি তুমি হতে পার, তাহলে দুনিয়ায় আর কিছু যদি না পাও তবুও তোমার আফসোস থাকা উচিত নয়। (১) আমানতের হিফায়ত (২) সত্যকথা বলার অভ্যাস (৩) উত্তম চরিত্র (৪) পবিত্র খাদ্য। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : আমানত এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হকের আমানত, মানুষের সব রকমের আমানত; মাল-দৌলত হোক অথবা দায়িত্ব-কর্তব্য হোক-এ সবকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যে মুমিন ব্যক্তি সব রকমের আমানতের হেফায়তের সাথে সাথে সত্য কথা বলে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয় এবং হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করে তাঁর মত ভাগ্যবান ব্যক্তি যদি দুনিয়ায় অন্য কিছু নাও পায়, তবুও তার আফসোস করা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম চারটি নিয়ামতই দিয়েছেন, যা দ্বারা সে শুধু এই দুনিয়াতেই নয়, আখিরাতেও লাভবান হবে।

(২৫) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ ثَلَاثَةٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَا وَالْفَقْرِ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوَى مُتَّبَعٌ وَشَحٌّ مُطَاعٌ وَأَعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ -
(بيهقى)

(৪৭) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তিনটি বস্তু মানুষকে মুক্তি দান করে। আর তিনটি এমন আছে যা মানুষকে ধ্বংস করে। মুক্তি দানকারী তিনটি বস্তু হল : (১) প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা (২) সুখ-দুঃখে নিয়তই হক কথা বলা (৩) সচ্ছল হোক কি অসচ্ছল- সর্বাবস্থায় মধ্যপস্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসাত্মক তিনটি বস্তু হল : (১) প্রবৃত্তি (নফস), যার অনুসরণ করা হয় (২) কৃপণতা, যার পায়রবী করা হয় (৩) অহমিকা, যা মানুষের জন্য খুবই ভয়াবহ।

ব্যাখ্যা : প্রিয় রসূল (স:) পরিবেশ ও উপস্থিতিদের অবস্থা ইত্যাদিকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত দান করেছেন। বর্ণিত হাদীসটি এ ধরনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত। রসূল (স:) তিনটি উত্তম আমল যা মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের অকল্যাণ থেকে মুক্তি দান করে তার উল্লেখ করেছেন। তার একটি হল, সর্বাবস্থায় তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা। আর দ্বিতীয়টি হল, কোন কিছুর পরওয়া না করে সর্বত্রই হক কথা বলা। তৃতীয়টি হল, ধনী হোক কিম্বা দরিদ্র থাকুক সর্বাবস্থায় খরচ-খরচার ব্যাপারে মধ্যপস্থা অবলম্বন করা।

ধ্বংসাত্মক তিনটি বস্তু হল : (১) প্রবৃত্তির দাসত্ব করা (২) ব্যয়-বিনিয়োগ ও দান-খয়রাতের ব্যাপারে কুপণতা অবলম্বন করা (৩) নিজকে নিজে বড় মনে করা ।

(৩৮) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ عِظْنِي وَأَوْجِزْ قَالَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُودِعٍ وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْزُرُ مِنْهُ غَدًا وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ - (مُسْنَدُ إِمَامِ أَحْمَد) أ

(৪৮) অর্থ : হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলের (স:) কাছে এসে আরয করলেন, হযুর! আপনি আমাকে সংক্ষেপে কিছু নছিহত করুন। হযুর (স:) তাকে বললেন, তুমি নামায এই মনে করে আদায় করবে যেমন এটি তোমার (জিন্দগীর) শেষ নামায, তুমি লোকদের সাথে এমন কথা বলবে না যার জন্য পরদিনই তার কাছে ঐ কথার জন্য অনুশোচনা করতে হবে। আর মানুষের হাতে যা কিছু তুমি দেখতে পাচ্ছ তা পাওয়ার আশা হতে নিজেকে দূরে রাখবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

জিকর

(২৭) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ - (مسلم)

(৪৯) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যখন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কতক বান্দাহ কোথাও একত্রে বসে আল্লাহর জিকরে মগ্ন হয়, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে চতুর্দিক হতে ঘিরে রাখে, আর আল্লাহর রহমত তাদের উপর ছায়া বিস্তার করে রাখে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। আর আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তীদের (ফেরেশতাকুলের) কাছে তাদের প্রসংগে আলোচনা করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হাদীসে মুমিনদের জিকরের মজলিসের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে :

(১) এই মজলিসকে আল্লাহর ফেরেশতারা বেষ্টনি নির্মাণ করে ঘিরে রাখে।

(২) আল্লাহর রহমত তাদের উপর ছায়া বিস্তার করে রাখে।

(৩) এই মজলিসের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে পরম প্রশান্তি নাযিল হয়।

(৪) আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাকুলের কাছে তাদের প্রসংগে আলোচনা করেন।

হাদীসে আল্লাহর জিকর বলতে যেমন আল্লাহর পবিত্র নামের জিকরের

মজলিস বুঝান হয়েছে, তেমনি আল্লাহর দ্বীন শরীয়ত আলোচনার মজলিস এবং কোরআন-হাদীসের দরস-তাফসীরের মজলিসকেও বুঝান হয়েছে।

ذَكَرَ আরবী শব্দ, এর বাংলা হল স্মরণ করা। ইয়াদ বা স্মরণ সাধারণত: মনের কাজ। তবে যে প্রসংগ বা যার প্রসংগ মনে গেঁথে থাকে তার কথা মুখেও উচ্চারিত হয়। কোরআনে করিমে ও হাদীসে রসূলে জিকর কলবী ও লেসানী উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের উচিত তার সৃষ্টিকর্তার জিকর মনেও রাখবে আর মুখেও করবে, যেমন আল্লাহ কোরআনে করিমে মৌখিক জিকর সম্পর্কে বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَأَمِئًا - (سورة الاحزاب - ২২-২১)

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! আল্লাহকে স্মরণ কর বেশী বেশী করে। আর সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তসবীহ পড়। (আহযাব-৪১, ৪২)

এ আয়াতে সাধারণত: মৌখিক জিকরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ
مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ - (سورة الاعراف - ২০৫)

অর্থ : আর আপন মনে আল্লাহকে স্মরণ কর, ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আর সামান্য আওয়াজ সহকারে সকাল ও সন্ধ্যায়। (সূরা আল-আরাফ-২০৫)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত আয়াতে দেলের সাথে অর্থাৎ মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে হুঁয়া, সকাল সন্ধ্যায় সামান্য আওয়াজ সহকারে জিকরকে অনুমোদন করা হয়েছে। কোথাও কোথাও দেখা যায়, কিছু লোক একত্র হয়ে হালকায়ে জিকরের নামে খুব চীৎকার সহকারে এক জোট হয়ে জিকর করে। কোরআন হাদীসের মধ্যে এই

ধরনের জিকরের কোন অনুমোদন পাওয়া যায়না। আর ছাহাবীরা এই ধরনের চীৎকার সহকারে জিকরের মজলিস করেছেন বলেও কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায়না। সুতরাং মনে মনে আল্লাহকে অব্যাহতভাবে স্মরণ রাখতে হবে। আবার কখনও কখনও হালকা আওয়াজসহকারে মুখেও আল্লাহর জিকর করবে।

(৫০) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَنْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ
اللَّهِ تِرَةً وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَأَيَّنُكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ
مِنَ اللَّهِ تِرَةً - (ابو داؤد)

(৫০) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যদি কেউ কোথাও বসল আর ঐ বৈঠকে আল্লাহকে স্মরণ করল না, তার এই বৈঠকটি অর্থহীন ও ক্ষতিকর। আর কোন লোক যদি কোথাও বিশ্রামের জন্য শুয়ে গেল আর সে শোয়ার সময় আল্লাহকে আদৌ স্মরণ করল না তার ঐ বিশ্রামও তার জন্য অকল্যাণকর। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিয়তই তাঁকে স্মরণ রাখা ও স্মরণ করার জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَتَعُودًا وَعَلَى
جُنُوبِكُمْ (سورة النساء - ১০০)

অর্থ : যখন তোমরা নামায সমাপ্ত করবে, তখন দাঁড়ান অবস্থায় হোক, বসার অবস্থায় হোক, আর শোয়া অবস্থায় হোক (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করবে। (সূরা নিছা-১০০)

স্বয়ং কোরআনে আল্লাহ নামাযকে শ্রেষ্ঠ জিকর বলে অভিহিত করেছেন।

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ - অর্থ : নামায হল সর্বশ্রেষ্ঠ জিকর ।

এতদসত্তেও নামাযান্তে বান্দাহ যেন আল্লাহকে ভুলে না যায় সে জন্যই জিকরের নির্দেশ দিয়েছেন। জুম্মার নামায প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ কোরআনে করিমে বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -
(سورة الجمعة - (۱۱))

অর্থ : যখন তোমরা (জুম্মার) নামায সমাপ্ত করবে, তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযক) অনুসন্ধান করতে থাকবে। আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণ স্মরণ করবে, তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা জুম্মা-১১)

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কোরআনে করিমে আরও এক জায়গায় মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ - (سورة
البقرة - ۱۵۲)

অর্থ : মুমিনগণ! আমাকে তোমরা স্মরণে রাখ তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব। আর আমার শোকর কর, নাশুকরী কর না। (সূরা বাকারা-১৫২)

উপরের আয়াতেও জিকর কলবী জিকরের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তবে কোরআনে করিমে ও হাদীসে রসূলে অসংখ্য জায়গায় মৌখিক জিকরের অর্থেও জিকর ব্যবহার হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا - (سورة الاحزاب - ٤٢-٤١)

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, আর সকাল সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পড়। (সূরা আহযাব : ৪১-৪২)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত আয়াতে জিকর মৌখিক জিকরের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে যেমন মহান আল্লাহকে দেলে অব্যাহতভাবে স্মরণ রাখতে হবে, তেমনি বিভিন্ন সময় যেমন নামাযান্তে ও সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্র নামের জিকর অর্থাৎ তসবীহ পাঠ করতে হবে।

(৫১) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْ تَفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ - (احمد وترمذی)

(৫১) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন বুসর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক আরাবী রসূলের খেদমতে হাজির হয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কোন লোক সবচেয়ে ভাল? হযুর (স:) জওয়াবে বললেন, সে হল ঐ লোক যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং উত্তম আমল করেছে। পুনরায় সে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? হযুর বললেন, তুমি দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় বিদায় হবে যে, তোমার জিহবা আল্লাহর জিকরে শিক্ত থাকবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ ও তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসে যে জিকরের কথা বলা হয়েছে তাও জিকরে লেছানী অর্থাৎ মৌখিক জিকর।

(৫২) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ كَثِيرَةٌ وَلَا اسْتَطِيعُ الْقِيَامَ بِكُلِّهَا فَاخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ أَتَشَبَّهُ بِهِ وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسِيَ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ - (ترمذی)

(৫২) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন বুসর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন লোক বললেন, হে আল্লাহর রসূল! নেক কাজ তো অনেক আছে, আর আমার পক্ষে সব ধরনের নেক কাজ করা সম্ভব নয়। তবে আপনি আমাকে এমন কয়েকটি নেক কাজের সন্ধান দিবেন, যেটা আমি শক্ত করে ধারণ করে থাকব। আর আপনি আমাকে অধিক বলবেন না, হয়ত আমি ভুলে যাব। হযুর (স:) বললেন, শুন, তোমার জিহবা যেন সব সময় আল্লাহর জিকর দ্বারা শিক্ত থাকে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসেও জিকর, জিকরে লেসানী অর্থাৎ মৌখিক জিকরের অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

(৫৩) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي - (ترمذی)

(৫৩) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল

(স:) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার জিকরবিহীন অধিক কথা বলবে না। কেননা, আল্লাহ তায়ালার জিকরশূন্য অধিক কথা দেলকে শক্ত করে। আর কঠিন দেল আল্লাহর রহমত হতে অনেক দূরে অবস্থান করে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : মানুষ তার প্রয়োজনে অনেক কথা বলে। আবার কেউ অহেতুক অধিক কথা বলে। আল্লাহর নির্দেশ হল, মানুষের যে কোন সময়ের কথা বা আলোচনা যেন আল্লাহর স্মরণ ছাড়া না হয়। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বলেছেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ

إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ - (سورة حمر السجدة : ٣٣)

অর্থ : ঐ ব্যক্তির কথা হতে আর কার কথা উত্তম হতে পারে, যে তার কথা দ্বারা আল্লাহর দিকে (লোকদেরকে) আহ্বান করে। অতঃপর সে নিজেও নেক আমল করে, আর ঘোষণা দেয় যে, আমি মুসলমানদের দলভুক্ত। (সূরা হা-মিম সাজদাহ-৩৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, তার কথা হল সব রকমের কথাসমূহের মধ্যে উত্তম কথা যে তার কথা দ্বারা লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে। উপরের হাদীসে আল্লাহর রসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি অধিক কথা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বলে, আর তার কথা বা আলোচনার মধ্যে আল্লাহর কথা আদৌ থাকে না, তার দেল শক্ত হয়ে যায় এবং সে আল্লাহর রহমত হতে দূরে অবস্থান করে।

(৫২) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ لِي

رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ

فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لَأَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

(৫৪) অর্থ : হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল (স:) আমাকে বললেন, “আমি কি তোমাকে এমন কথা বাতলিয়ে দেব যা হবে বেহেশতের সম্পদ? আমি বললাম, হ্যাঁ হজুর অবশ্যই আপনি আমাকে তা বাতলাবেন। হযুর বললেন, তা হল :

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

ব্যাখ্যা : হাদীসে এভাবে বিভিন্ন দোয়ার কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং হাদীসে উল্লেখিত বিভিন্ন দোয়া ও দরুদেদর দ্বারা আল্লাহকে জানা ও স্মরণ করা উত্তম।

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -

অর্থ : হযরত জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সর্বোত্তম জিকর হল : - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

দোয়া

(৫৫) وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ (ص) الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبِّكُمُ ادْعُونِي
 أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
 سَيَخْلَوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ - (احمد - ترمذی - ابوداؤد
 - نسائی - ابن ماجه)

(৫৫) অর্থ : হযরত নুমান বিন্ বসির (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল
 (স:) বলেছেন, (মনে রাখবে) দোয়া হল ইবাদাত। অতঃপর তিনি
 (নিম্নের) এই আয়াত পাঠ করলেন,

وَقَالَ رَبِّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ الْآيَةَ

অর্থ : তোমাদের রবের নির্দেশ হল, “আমার কাছে তোমরা চাও,
 তাহলে আমি তোমাদের আকাংখা পূরণ করব। যারা আমার ইবাদত হতে
 গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে থাকবে, তারা অপদস্ত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”
 (আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : কারো কারো হযরত ধারণা হতে পারে যে, দোয়া হল আল্লাহ্
 রব্বুল আলামিনের কাছে কাম্যবস্তু চাওয়া। সুতরাং কাম্যবস্তু যদি না পাওয়া
 যায়, তাহলে দোয়া নিষ্ফল হয়ে গেল। এই ধারণা অপনোদনের জন্য
 যথাসম্ভব বলা হয়েছে যে, মনে রাখবে, দোয়া একটি ইবাদাতও। সুতরাং
 কাম্যবস্তু পাওয়া যাক আর নাই যাক, দোয়া কখনও নিষ্ফল হবে না।
 কেননা, দোয়া স্বয়ং একটি ইবাদাতও।

(৫৬) وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)

الِدُّعَاءُ مَعَ الْعِبَادَةِ - (ترمذی)

(৫৬) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত। রসূল (স:) বলেছেন, দোয়া হল ইবাদতের মগজস্বরূপ। অর্থাৎ আসল। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : বান্দাহ যখন আল্লাহর দরবারে তার মনের সমস্ত আবেগ মিলিয়ে পূর্ণ আন্তরিকতাসহকারে আবেদন নিবেদন করে তখন তার পূর্ণ আব্দিয়াতের প্রতিফলন তার মধ্যে ঘটে। আর এটাই হল আসল ইবাদত।

(৫৭) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَأَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ - (ترمذی - ابن ماجه)

(৫৭) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়ার চেয়ে প্রিয় বস্তু আর কিছুই নেই। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : উপরের এক হাদীসে বলা হয়েছে, দোয়াই হল ইবাদতের আসল। আর মানুষের সৃষ্টিই ইবাদতের জন্য। সুতরাং ইবাদতের মূল বা আসল বস্তু যে আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

(৫৮) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(ص) مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ - (ترمذی)

(৫৮) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে আল্লাহর কাছে (অনুগ্রহ) চায় না, আল্লাহ তার উপরে নারাজ হন। (তিরমিযি)

(৫৭) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 (ص) سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ -
 وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِتِّظَارُ الْفَرَجِ - (ترمذی)

(৫৭) অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মহান আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা, আল্লাহ চান তাঁর (বান্দাহ) তাঁর কাছে (অনুগ্রহ) প্রার্থনা করুক। আর সর্বোত্তম ইবাদত হল, (বিপদে আল্লাহর কাছে দোয়া করা) বিপদ মুক্তির জন্য অপেক্ষা করা। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : এখানেও উল্লেখিত হাদীসে রসূল (স:) আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন যে, আমরা যেন একমাত্র আল্লাহর কাছেই আমাদের কাম্যবস্তু চাই। আর তা পাওয়ার জন্য আমরা তাড়া-হুড়া না করি অথবা ধৈর্যহারা না হয়ে পড়ি। বরং ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে থাকি। কেননা, আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকাটাও আল্লাহর ইবাদত রূপে গণ্য হয়।

(৬০) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 (ص) إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ
 اللَّهِ بِالدُّعَاءِ - (ترمذی - مسند إمام أحمد)

(৬০) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে মুছিবত নাযিল হয়েছে তা হতে পরিজ্ঞাণ পাওয়ার ব্যাপারে দোয়া যেমন উপকারী তেমনি দোয়া উপকারী ঐ বিপদেও যা এখনও নাযিল হয়নি। (তিরমিযি, মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য মতে বান্দাহকে যে মুছিবত এসে গিয়েছে

তার জন্য যেমন দোয়া করতে হবে তেমনি যে বিপদ এখনও আসেনি কিন্তু আসার আশংকা আছে, তার থেকেও মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়া করতে হবে।

(৬১) وَعَنْ سَلْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)

إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُمَا صِفْرًا - (ترمذی - ابوداؤد)

(৬১) অর্থ : হযরত সালমান (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের রব চিরজাগ্রত ও দয়ালু। তাঁর কোন বান্দাহ যখন দু'হাত তুলে তাঁর কাছে দোয়া করে, তখন ঐ হাত দু'টি খালি ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

বিভিন্ন জিকর ও দোয়া সম্পর্কীয় বিবরণ

(৬২) وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
أَفْضَلُ الذِّكْرِ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ -

(৬২) অর্থ : হযরত জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম জিকর হল - لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ

ব্যাখ্যা : মুমিন বিভিন্ন কালেমা বা কালাম দ্বারা আল্লাহর জিকর করে থাকে। আল্লাহর প্রিয় রসূল (স:) বলেছেন, যেসব কালেমা বা কালাম (বাক্য) দ্বারা মুমিন ব্যক্তিগণ আল্লাহর জিকর করে থাকে সেসব কালেমাসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম কালেমা হল - لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ

(৬৩) وَعَنْ سَمْرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ (ص) أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ - (مسلم)

(৬৩) অর্থ : হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম কালাম হল চারটি (তা হল)

(১) سُبْحَانَ اللَّهِ (২) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (৩) وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
(৪) وَاللَّهُ أَكْبَرُ - (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস ব্যতীত অন্য এক হাদীসে أَفْضَلُ الْكَلَامِ

এর জায়গায় **أَحَبُّ الْكَلَامِ** আছে অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কালাম হল চারটি।

(৬২) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ -
(بخاری - مسلمی)

(৬৪) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** পড়বে তার সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা (আধিক্যের দিক দিয়ে) সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়। (বুখারী, মুসলিম)

(৬৫) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ - (بخاری - مسلمی)

(৬৫) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, দু'টি কালেমা হল এমন, যা জিহ্বার উপরে সহজ, তবে মিয়ানে তা ভারী, আর রহমানের কাছে প্রিয়। তা হল :

(বুখারী, মুসলিম) **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ**

(৬৬) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ - فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لَأَحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - (بخاری - مسلم)

(৬৬) অর্থ : হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কালেমার সন্ধান দিব, যা জান্নাতের খাজানায় রক্ষিত আছে? আমি বললাম, হাঁ হযুর আপনি অবশ্যই আমাকে তার সন্ধান দিবেন। হযুর (স:) বললেন, তা হল :

لَأَحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (বুখারী, মুলিম)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর প্রিয় রসূল (স:) হাদীসের মাধ্যমে দোয়া ও জিকরের জন্য যেসব কালেমা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, সুনুত হল, দোয়া ও জিকরে ঐসব কালেমা ব্যবহার করা। ঐসব দোয়া ও জিকরের কালেমার বাইরে কিছু সংখ্যক সুফী ও তরীকতপন্থী পীর জিকর ও দোয়ায় এমন কিছু কালেমা ব্যবহার করার তালিম দেন যার কোন প্রমাণ হাদীসে নেই। সুতরাং হাদীস বহির্ভূত ঐসব দোয়া ও জিকর হতে পরহেয করাই উত্তম।

তওবা

(৬৫) وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ
إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ - (مسلم)

(৬৭) অর্থ : হযরত ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, “হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। আমি নিজে আল্লাহর কাছে দৈনিক শতবার তওবা করি। (মুসলিম)

(৬৮) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
(ص) يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي
الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً - (بخاری)

(৬৮) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, আমি রসূলুল্লাহকে (স:) একথা বলতে শুনেছি, “আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি দৈনিক সত্তর বারের অধিক আল্লাহর হুযুরে তওবা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।” (বুখারী)

ব্যাখ্যা : তওবার আভিধানিক অর্থ হল ফিরে আসা, প্রত্যাভর্তন করা, আর শরীয়তের পরিভাষায় তওবার অর্থ হল, অনুতপ্ত মনে পাপের কাজ হতে নিজেকে ফিরিয়ে আনা। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের অসংখ্য স্থানে মুমিনদেরকে তওবার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَتَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

(سُورَةُ النُّورِ - ٣١)

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আমার কাছে তওবা কর, তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা নূর-৩১)

আল্লাহ আরও বলেন,

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ - (سُورَةُ هُودٍ - ٣)

অর্থ : তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর হৃদয়ে তওবা কর। (সূরা হুদ-৩)

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে আর এক জায়গায় বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا -

(سورة التحريم - ٨)

অর্থ : “হে ঈমানদারেরা! আল্লাহর কাছে আন্তরিকতা সহকারে খাঁটি তওবা কর। (সূরা তাহরীম-৮)

উপরোক্ত কোরআনী নির্দেশনার প্রেক্ষিতে শরীয়তের বিজ্ঞ আলেমদের সম্মিলিত মত হল, গুনাহ হতে বান্দার তওবা করা ফরজ। নবীগণ ব্যতীত কোন মুমিনের পক্ষে ছগীরা-কবীরা সব রকমের গুনাহ হতে পবিত্র (মাসূম) থাকা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র নবীগণই গোনাহ হতে পবিত্র ও মাসূম। সুতরাং মুমিনদেরকে অবশ্যই গুনাহ হতে তওবা করতে হবে। ছগীরা গুনাহ মহান আল্লাহ বিভিন্ন নেক আমলের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে মাফ করতে থাকেন। তবে কবীরা গুনাহ খালেস তওবা ব্যতীত আল্লাহ কিছতেই মাফ করবেন না।

উপরে বর্ণিত হাদীস দু’টিতে আল্লাহর রসূল (স:) সমস্ত মুমিনদেরকে তওবার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, আমি নবী হিসেবে মাসূম হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক আল্লাহর দরবারে সত্তর বারের অধিক এমনকি একশত বার পর্যন্ত তওবা করে থাকি।

তবে তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

(১) যে গুনাহের কাজে সে লিপ্ত ছিল অচিরেই ঐ কাজটি ত্যাগ করবে।

(২) যে অপরাধমূলক পাপের কাজটি সে করে ফেলেছে তার জন্য চরমভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

(৩) ভবিষ্যতে ঐ ধরনের পাপের কাজে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করবে।

যে অন্যায় বা পাপের কাজটি সে করেছে তা যদি শুধু আল্লাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে তওবা কবুল হওয়ার জন্য উপরের তিনটি শর্ত প্রযোজ্য হবে। আর তা যদি বান্দাহর অর্থাৎ মানুষের হকের ব্যাপার হয়, তাহলে ঐ তিনটি শর্তের সাথে আর একটি শর্ত যোগ হবে। তা হল, (৪) হক যার সাথে সংশ্লিষ্ট তার কাছ হতে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

কোরআনে তওবা সম্পর্কীয় বিভিন্ন আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে উক্ত শর্তসমূহের কথা অবহিত হওয়া যায়, যেমন আল্লাহ বলেছেন,

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - (سورة المائدة - ৭৩)

অর্থ : যে জুলুম করার (পাপে লিপ্ত হওয়ার) পরে পাপ কাজ হতে প্রত্যাবর্তন করবে অর্থাৎ তওবা করবে এবং সংশোধিত হবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালব।

(সূরা মায়দা : ৯৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতে বলা হয়েছে যে, পাপী যদি অনুতপ্ত মনে পাপ কাজ ছেড়ে দেয় এবং নিজকে সংশোধন করে নেয়, অর্থাৎ পুনরায় পাপে লিপ্ত না হওয়ার প্রত্যয় গ্রহণ করে, তাহলে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।

(৬৭) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) عَنِ

النَّبِيِّ (ص) قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ
يُغْرَغِرْ - (ترمذی)

(৬৯) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর বিন খাতাব (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বান্দার রুহ গলা পর্যন্ত পৌছার আগ পর্যন্ত তার তওবা কবুল করে থাকেন। (তিরমিযি)

(৮০) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ
اللَّهُ عَلَيْهِ - (مسلم)

(৭০) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, পশ্চিম আকাশ হতে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তওবাকারীর তওবা কবুল করবেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হাদীসে কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে পশ্চিম গগন হতে সূর্য উদিত হওয়া একটি অন্যতম আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে হযুর (স:) বলেছেন, কিয়ামতের এই সুস্পষ্ট নিদর্শনটি প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ্ বান্দার তওবা কবুল করবেন।

তওবা কবুলের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে যে বিবরণমূলক আয়াত নাযিল করেছেন তা নিম্নে দেয়া হল :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا - وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۗ

حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهَ ۝

(سورة النساء - ১৮-১৯)

অর্থ : অবশ্য আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন যারা অজ্ঞতাবশত পাপের কাজ করে অনতিবিলম্বে তওবা করে। আল্লাহ এই প্রকারের লোকদের তওবা কবুল করেন। আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী; মহা রহস্যবীদ। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের তওবা কিছুতেই কবুল করবেন না, যারা অব্যাহতভাবে পাপের কাজ করতে থাকে। অতঃপর মৃত্যু যখন এসে হাজির হয় তখন বলে যে, “আমি তওবা করলাম।” (সূরা নিসা : ১৭-১৮)

ব্যাখ্যা : ছাহাবায়ে কেলাম এ প্রসঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে, সে জ্ঞাতসারে করুক, অথবা ভুলবশত করুক, উভয় অবস্থায়ই সে জাহেল বা অজ্ঞ। সুতরাং আল্লাহ তার তওবা (যদি খালেস দেলে করে) কবুল করবেন। আয়াতে قَرِيبٌ বা অনতিবিলম্বের যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যুর লক্ষণ জাহের না হওয়া পর্যন্ত। মৃত্যুর সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পর তওবা করলে সে তওবা আল্লাহ কিছুতেই কবুল করবেন না। এ ধরনের তওবা ফেরাউন সাগরের পানিতে ডুবে মরার মুহূর্তে করেছিল, কিন্তু আল্লাহ পরিষ্কার ঘোষণা দিলেন এখন আর তোমার তওবা কবুল হবে না।

(٤١) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)
قَالَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ
وَادِيَانِ وَلَا يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ
تَابَ - (بخاری - مسلم)

(৭১) অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন, আদম সন্তানের কারও যদি সোনা ভর্তি একটি উপত্যকা থাকে, তাহলে সে দু'টি সোনা ভর্তি উপত্যকার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর আদম সন্তানের মুখ মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা যায় না। তবে যে আল্লাহর হুযুরে তওবা করে (অর্থাৎ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে) আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসে স্বভাবত: মানুষের অতি আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ায় মানুষ যতই অধিক পাক, আরও অধিক পাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে। এমনকি একটি ময়দান ভর্তি সোনার মালিক হলে আরো একটি সোনা ভর্তি ময়দান পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। আর এ ধরনের মানুষের গ্রাস কিছু দিয়ে ভরা যায় না। অবশ্য মৃত্যুর পর কবরের মাটিই তার গ্রাস ভর্তি করবে। তবে যিনি আল্লাহওয়ালা, আল্লাহতে নিবেদিতপ্রাণ তিনি এর ব্যতিক্রম। এ ব্যাপারে শেখ সাদী (র.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব গোলেস্তায় সুন্দর একটি কবিতার মাধ্যমে বলেছেন :

هفت اقليم گر بگیرد بادشاه * بچنان دربند اقليم دیگر

نیم نان گر خورد مرد خدا * بزل درویشان کند نیم دیگر

অর্থ : যদি কোন অধিস্বর (বাদশাহ) সাতটি রাজ্যেরও মালিক হয়; তাহলে সে আরও একটি রাজ্য কি করে দখলে আনবে তার ফেকেরে থাকে। অন্য দিকে কোন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি যদি একটি রুটির অর্ধেক সংগ্রহ করতে পারে, তাহলে তার অর্ধেক একজন অভাবীকে দান করে বাকী অর্ধেক খেয়ে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করে।

(৫২) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ

يُضْحَكُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا

الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ

يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيَسْتَشْهُمُ - (بخاری - مسلم)

(৭২) অর্থ : আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, দুই ব্যক্তির প্রসংগ নিয়ে মহান আল্লাহ হাসেন, যারা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করেছে। তারা উভয়ই জান্নাতবাসী হবে। তার একজন হল যিনি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছেন। অতপর হত্যাকারী ব্যক্তি তওবা করে ইসলাম কবুল করল এবং আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করল। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : প্রথম শাহাদাত বরণকারী ব্যক্তি যিনি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে আল্লাহর দুষমনের হাতে জীবন দিলেন তাঁর বেহেশতে যাওয়া তো অবধারিত ও আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু তাঁকে যে হত্যা করল তার তো জাহান্নামী হওয়া অবধারিত ছিল, কিন্তু তিনি তওবা করলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন, অত:পর আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন। ফলে ইনি যদিও এক সময় হত্যাকারী ছিলেন। কিন্তু তওবা ও ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে অতীতের সব গুনাহ মার্ফ হয়ে গেল। অত:পর তিনি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করার ফলে ১ম শহীদের ন্যায় জান্নাতের অধিকারী হলেন। এটাই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আনন্দিত হওয়ার কারণ।

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দৃষ্টিতে চারিত্রিক ক্রটিসমূহ

মিথ্যা

(২৩) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى
الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا
وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى
النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِّبًا
(بخاری - مسلم)

(৭৩) অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সত্যবাদিতা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর নেক কাজ লোকদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। একটি লোক নিয়তই যখন সত্য কথা বলতে থাকে, তখন আল্লাহর দরবারে তার নাম সত্যবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়। আর মিথ্যা লোকদেরকে খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর খারাপ কাজ লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একটি লোক যখন নিয়তই মিথ্যা বলতে থাকে, তখন আল্লাহর দরবারে তার নাম মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : সত্যের মধ্যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এমন উত্তম আসর বা প্রভাব রেখেছেন, যে প্রভাব সত্যবাদী লোককে নেক কাজের

দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে। ফলে সত্যবাদী লোক নেককার লোকে পরিণত হয়, আর নেককার লোকই বেহেশতী হয়। অন্যদিকে মিথ্যার এমন খারাপ প্রভাব বা আসর মিথ্যাবাদীর দেলে পড়ে; যার ফলে সে পাপ কাজ করতে থাকে। আর পাপী ব্যক্তি জাহান্নামী হয়ে থাকে।

(৫২) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ (رض) إِنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ
اللَّهِ (ص) أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَيَكُونُ
بَخِيلًا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا قَالَ لَا
(موطا، بيهقي)

(৭৪) অর্থ : হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম (রা:) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূলকে (স:) জিজ্ঞেস করা হল, মুমিন ব্যক্তি কি ভীরু হতে পারে? জওয়াবে হযুর বললেন, হাঁ (মুমিন ব্যক্তি) ভীরু হতে পারে। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, মুমিন ব্যক্তি কি কৃপণ হতে পারে? হযুর বললেন, হাঁ হতে পারে। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল, মুমিন ব্যক্তি কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? আল্লাহর রসূল (সা:) বললেন, না। (মুয়াত্তা, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : ভীরুতা ও কৃপণতা অবশ্যই কুস্বভাব। একজন দুর্বল ঈমানদারের মধ্যে এ দুটি অথবা এর কোন একটি থাকতে পারে। এ স্বভাব দু'টি খারাপ হলেও ঈমানের পরিপন্থী নয়। তবে মিথ্যা এমন একটি জঘন্য ও ঘৃণিত স্বভাব যা ঈমানের পরিপন্থী। সুতরাং একজন ঈমানদার ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হতে পারে না।

(৫৫) وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ
(رض) كَانَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَتَنَكَّتْ فِي

قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ فَيَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ
الْكَاذِبِينَ (موطا امام مالك)

(৭৫) অর্থ : হররত ইমাম মালেকের (র:) কাছে এই মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, হররত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) বলতেন, মানুষ যখনই মিথ্যা কথা বলে, তখন তার দেলে একটি কালো দাগ পড়ে এবং এভাবেই (মিথ্যা বলার কারণে) তার দেল একেবারেই কালো ও মলিন হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহর দরবারে তার নাম মিথ্যাবাদীদের দলে লিখিত হয়। (মুয়াত্তা মালেক)

মিথ্যা সাক্ষ্য দান

(৫৬) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ أَبِيهِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْأَنْبِيَاءُ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؛ قُلْنَا بَلَى
 يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثَلَاثًا الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ وَعَقْوُقُ الْوَالِدَيْنِ
 وَكَانَ مَتَكِبْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ الْآ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ
 الْآ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا
 لَيْتَهُ يَسْكُتُ (بخاری - مسلم)

(৭৬) অর্থ : হররত আবু বকরা (রা:) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, একদা রসূল (স:) বলেন, আমি কি তোমাদের গুনাহসমূহের মধ্য হতে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হুয়ুর আপনি অবশ্যই আমাদেরকে তা বলবেন। হুয়ুর (স:) বললেন, তা হল, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এ পর্যন্ত হুয়ুর হেলান দেয়া অবস্থায় বসা ছিলেন, হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, সাবধান! আর হল মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া- এভাবে বার বার এই বাক্যটি বলতে থাকলেন, এমনকি আমরা (মনে মনে) বলতে থাকলাম, আহা! হুয়ুর যদি কথা বন্ধ করতেন। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : মিথ্যা কথা বলা গুনাহে কবীরা। তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দান মিথ্যা কথার চেয়েও ভয়াবহ। এ জন্যই হুয়ুর সোজা হয়ে বসে বার বার মিথ্যা সাক্ষ্য দান সম্পর্কীয় বাক্যটি উচ্চারণ করতেছিলেন।

মিথ্যা কখন জায়েয হয়

(২২) وَعَنْ أُمَّ كَلْبُومٍ (رض) أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ
(ص) يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصَلِّحُ بَيْنَ النَّاسِ
فَيَنْبِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا - (بخاری - مسلم)

(৭৫) অর্থ : হররত উম্মে কুলসুম (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূলকে (স:) একথা বলতে শুনেছেন, “পরস্পর দু’জনের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করার জন্য যে অসত্য কথা বলে সে প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী নয়। কেননা সে কল্যাণার্থে অথবা কল্যাণ সাধনের জন্য চেষ্টা করছে।” (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : প্রকৃতির দিক দিয়ে মিথ্যা কথা হারাম। তবে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যদি কখনও মিথ্যা বলতে হয়, তাহলে মহৎ উদ্দেশ্যের কারণে ঐ মিথ্যা বৈধ হয়ে যায়। যেমন ধরুন, কোন ঘাতক কাউকে হত্যা করার লক্ষ্যে যদি কারও কাছে তার ঠিকানা বা অবস্থান সম্পর্কে জানতে চায়, আর সে যদি মিথ্যা বলে হত্যার হাত থেকে এ লোকটিকে বাঁচাতে পারে, তাহলে তার এই মিথ্যা বলা শুধু জায়েযই নয় বরং ওয়াজিব। পরস্পর দু’জনের মধ্যে ঝগড়া মিটাবার উদ্দেশ্যে কোন অসত্য কথা বললে তাও জায়েয হওয়ার ফতওয়া ওলামায়ে কেরাম দিয়েছেন।

গীবত

(২৮) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)
 قَالَ اتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ
 أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟
 قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ
 مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ - (ترمذی)

(৭৮) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (স:) বললেন, তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ জওয়াব দিলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। রসূল (স:) বললেন, গীবত হল তুমি তোমার ভাইয়ের বর্ণনা তার অসাম্প্রদায়িক এমন ভাষায় দিবে যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে। একজন বললেন, হুয়র! আমি যা বলছি সে দোষ যদি তার মধ্যে থাকে? হুয়র বললেন, তুমি যা বলছ সে দোষ যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই হবে গীবত। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তা তবে বৃহতান। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : আলেমগণ গীবত হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত। গীবত করাকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ, কোরআনে করিমে ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ

أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَحِيمٌ - (سورة الحجرات - ১২)

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা কারও ক্রটি অন্বেষণ করবে না। একে
অপরের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের
গোস্ত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তা তোমরা অপছন্দ করবে। আর
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়ালু।

(সূরা হুজুরাত-১২)

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ গীবতকে মৃত মানুষের গোস্ত খাওয়ার
মত ঘৃণিত কাজের সাথে তুলনা করেছেন। অতএব, এ ধরনের জঘন্য কাজ
হতে অবশ্যই আমাদের সকলকে দূরে সরে থাকতে হবে।

(৫৭) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ
الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَيُغْفَرُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ -
(بيهقي)

(৭৯) অর্থ : হররত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল
(স:) বলেছেন, গীবত হল জেনার চেয়ে মারাত্মক। সাহাবারা জিজ্ঞেস
করলেন, হে আল্লাহর রসূল! গীবত জেনার চেয়েও মারাত্মক হল কি করে?
হুযুর (স:) বললেন, একটি লোক জেনা করার পর যখন সে তওবা করে
আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আর গীবতকারীর গুনাহ মাফ করা হবে
না যে পর্যন্ত না যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করে দেয়। (বায়হাকী)

(১০) وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
 إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغَيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ إِغْتَابَتْهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ
 اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ (بيهقي)

(৮০) অর্থ : হররত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, গীবতের কাফফারা হল, তুমি যার গীবত করছ তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করবে, তুমি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ও তাকে মাফ করো। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : ৭৯ নং হাদীসে বলা হয়েছে, গীবতকারীর গুনাহ নিছক আল্লাহর কাছে তওবা করলেও আল্লাহ মাফ করবেন না যে পর্যন্ত না যার গীবত করা হয়েছে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়া হয়। আর ৮০ নং হাদীসে গীবতকারী কিভাবে গীবতের গুনাহ হতে তওবা করবে তার তরীকা বা পন্থা বাতান হয়েছে। এ পন্থা অবলম্বন করবে তখন, যখন যার গীবত করা হয়েছে সে জীবিত না থাকে। জীবিত থাকলে তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে।

চুগলখোরী

(১১) وَعَنْ حُنَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَهَائًا - (بخارى - مسلم)

(৮১) অর্থ : হররত হুয়ায়ফা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, চুগলখোর কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : চুগলখোরী হল, পরস্পরের মাঝে ঝগড়া লাগাবার উদ্দেশ্যে একজনের কথা রং চড়িয়ে অন্যের কাছে বলা। সমাজে বেশির ভাগ ঝগড়া-ফাসাদ চুগলখোরীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। ইসলাম যে ধরনের শান্তিপূর্ণ সমাজ কামনা করে, ঐ সমাজে চুগলখোরের কোন স্থান নেই। আর নবী করীম (স:) সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, চুগলখোর কখনও আল্লাহর বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

(১২) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)

مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلَىٰ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىٰ بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ

لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ - (البخارى)

(৮২) অর্থ : হররত আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল (স:) দু'টি কবরের কাছ দিয়ে যাবার সময় বললেন, এই দু'টি কবরের লোক আযাবে লিপ্ত আছে। তাদের এ আযাব এমন বড় কোন কাজের জন্য নয়। (যা পরিত্যাগ করা তাদের জন্য সম্ভব ছিল না) তবে অপরাধের বিবেচনায় কাজ দু'টি বেশ বড় ছিল। এর একজন চুগলখোরী করত। (ঝগড়া লাগাবার জন্য একের কথা অন্যের কাছে পৌঁছাত) অপর জন পেশাব করে ভাল করে পবিত্র হতনা। (বুখারী)

ঈর্ষা (হাসাদ)

(৮৩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص)
 أَيُّكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ
 النَّارُ الْحَطَبَ - (ابو داؤد)

(৮৩) অর্থ : হররত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই ঈর্ষা হতে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা আগুন যেভাবে শুকনা কাঠকে জালিয়ে ভষ্ম করে দেয়, তেমনি ঈর্ষাও মানুষের নেক আমলকে বরবাদ করে দেয়। (আবু দাউদ)

(৮৪) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ
 أَيُّكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الكَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا
 تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا
 عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا - (بخاری - مسلم)

(৮৪) অর্থ : হররত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমরা আন্দাজ-অনুমান হতে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। কেননা নিছক ধারণার ভিত্তিতে কথা বলার চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করবে না। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষা করবে না, ঘৃণা করবে না, শত্রু জানবে না। আর আল্লাহর বান্দারা সকলেই ভাই ভাই হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : মুসলিম সমাজ যাতে একটি শান্তিপূর্ণ সুন্দর সমাজে

পরিণত হতে পারে, আর যেসব পারস্পরিক দোষক্রটির কারণে সমাজে অশান্তি, ঝগড়া-ফাসাদ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে সেগুলি চিহ্নিত করে তা পরিহার করার জন্য হাদীসে আল্লাহর প্রিয় রসূল বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ হাদীস কোরআনে বর্ণিত সূরা হুজুরাতের নিম্ন লিখিত আয়াতেরই যেন ব্যাখ্যা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরায় হুজুরাতে মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْرٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيِّحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (سورة حجرات - ১৩)

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! তোমরা অধিকাংশ ধারণা পরিহার করবে। কেননা বেশ কতক ধারণা অবশ্যই গুনাহ। আর তোমরা পরস্পর পরস্পরের গোপনীয় ব্যাপার অনুসন্ধান করবে না। তোমরা পরস্পরে গীবত করবে না। তোমরা কি তোমাদের মৃত ভাইয়ের (দেহের) গোস্তু খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তা তোমরা পছন্দ করবে না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা হুজুরাত-১৩)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মারাত্মক তিনটি অপরাধ চিহ্নিত করে মুমিনদেরকে তা পরিহার করার বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন, অপরাধ তিনটি হল :

(১) কারো ব্যাপারে ধারণার ভিত্তিতে কথা বলা; অনুসন্ধান বা তাহকীকের ভিত্তিতে নয়। হাদীসে অনুমান ভিত্তিক কথাকে ‘বড় মিথ্যা’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (২) অন্যের গোপন দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান করা। (৩) গীবত করা অর্থাৎ কারো অসাক্ষাতে তার ব্যাপারে এমন কিছু

বলা যা সে শুনলে অসন্তুষ্ট হত। গীবত অপরাধের দিক দিয়ে এত মারাত্মক যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন গীবত করাকে মৃত মানুষের গোস্ত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। মানুষের গোস্ত ভক্ষণ এমনিতেই হারাম। তার উপরে মরা মানুষের গোস্ত যা খাওয়া বা ভক্ষণ করা একেবারেই চূড়ান্ত হারাম। বর্ণিত তিনটি অপরাধই সামাজিক অপরাধ যা সামাজিক শান্তি ব্যাহত করে। তাই আল্লাহ এই মারাত্মক সামাজিক অপরাধ হতে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

অহংকার

(৪৫) وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كُلُّ مَا شِئْتَ
وَالْبَسَ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ إِثْنَانِ سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ -
(بخاری)

(৮৫) অর্থ : হররত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যা ইচ্ছে তুমি খাও, আর যা ইচ্ছে তুমি পরিধান কর। তবে শর্ত হল, তুমি দুটি বস্তু পরিহার করবে, বাহুল্য ব্যয় ও অহংকার। (বুখারী)

ব্যাখ্যা: বুখারী শরীফে লিখিত হাদীসটি রসূলের (স:) চাচাত ভাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেছেন। ছাহাবীদের কথা ও কাজও হাদীস। তবে ছাহাবীদের হাদীসকে ‘হাদীসে মওকুফ’ বলা হয়। উপরোক্ত হাদীসটি হাদীসে মওকুফ। হাদীসে খাওয়া ও পরার ব্যাপারে একটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। তা হল, হালাল বস্তু হতে মুমিন যা ইচ্ছা তাই খেতে পারে এবং হালাল লেবাস হতে মুমিন যা ইচ্ছা তা পরিধান করতে পারে। তবে শর্ত হল, ইসরাফ অর্থাৎ বাহুল্য ব্যয় এবং অহংকারের মিশ্রণমুক্ত হতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ বাহুল্য ব্যয় যেমন পছন্দ করেন না তেমনি পছন্দ করেন না অহংকার বা গর্বকে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُبْتَذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا - (سورة الاسراء - ২৮)

অর্থ : অবশ্যই বাহুল্য ব্যয়কারীরা শয়তানদের ভাই। আর শয়তান হল আল্লাহর নাফরমান। (সূরা ইসরা, আয়াত নং-২৯)

অহংকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ - (سورة القمان - ١٨)

অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ প্রতিটি অহংকারী গর্বিত ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। (সূরা লোকমান-১৮)

উত্তম খাদ্য ও উত্তম পরিধেয় প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ কোরআনে বলেন,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ - (سورة الاعراف - ٣٢)

অর্থ : হে নবী! আপনি (এদেরকে) বলুন, কে হারাম করেছে তাদের জন্য উত্তম পরিধেয় যা আল্লাহ মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর কেই বা হারাম করেছে তাদের জন্য উত্তম খাদ্য। (সূরা আল আরাফ : ২৩)

(٨٦) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ ثَوْبَهُ حَسَنًا وَنَعْلَهُ حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرٌ الْحَقُّ وَغَمَطُ النَّاسِ - (مسلم)

(৮৬) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যার দেলে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বললেন, ছয়ুর, কেউ যদি তার লেবাস-পোশাক ও জুতা সুন্দর হওয়া পছন্দ করে? (সেটা কি অহংকার হবে না?) ছয়ুর (স:) বললেন, আল্লাহ অবশ্যই সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য

পছন্দ করেন। অহংকার হল আল্লাহর গোলামী হতে বেপরওয়া হওয়া ও মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : যেসব চরিত্রগত ক্রটি মানুষকে মনুষত্বহীন করে ফেলে, তার মধ্যে আত্মাভিমান ও অহংকার হল অন্যতম। মানুষ সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী তো বটেই, বরং পদে পদে সে দুনিয়ায় মুখাপেক্ষী। ফলে তার পক্ষে আত্মাভিমानी বা অহংকারী হওয়া আদৌ শোভা পায় না। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও উত্তম লেবাস পরা বা উত্তম খাদ্য খাওয়া অহংকার নয়। অহংকার হল আল্লাহর বন্দেগী হতে বেপরওয়া হওয়া ও অন্যকে তুচ্ছ তাম্বিল্য করা।

গোঁস্বা

(৯৮) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ إِنَّهَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ
نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (بخاری)

(৮৭) অর্থ : ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে অন্যকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং (প্রকৃত) শক্তিশালী সেই যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : হাদীসে রসূল (স:) যে শক্তির উল্লেখ করেছেন, তা হৈলো নৈতিক ও মানসিক শক্তি। অর্থাৎ শরীরে যখন রাগ উঠে এবং কোন কারণে রাগান্বিত হয়, তখন যে তার মানসিক শক্তি বলে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে প্রকৃতপক্ষে সেই হল শক্তিশালী।

(৯৯) وَعَنْ عَطِيَّةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ
وَأَنَّهَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ -
(ابو داؤد)

(৮৮) অর্থ : হযরত আতিয়া (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, গোঁস্বা হল শয়তানী কাজ। আর শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আগুন পানি দ্বারা নিভান হয়, সুতরাং তোমাদের কারও রাগ উঠলে সে যেন অজু করে নেয়। (আবু দাউদ)

জুলুম

(৮৯) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ (ص)

قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (بخاری - مسلم)

(৮৯) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, জুলুম কিয়ামতের দিন জালেমের জন্য প্রচণ্ড অন্ধকারের কারণ হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(৯০) وَعَنْ أَوْسِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ

اللَّهِ (ص) يَقُولُ مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّبَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ

ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ - (مشكوة)

(৯০) অর্থ : হযরত আউস বিন শুরাহবীল (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলকে (স:) একথা বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি জালেমকে শক্তি দানের জন্য তার পশ্চাদধাবন করবে, অথচ তার জানা আছে ঐ ব্যক্তি জালেম, সে অবশ্যই ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা : হাদীসে বিশেষভাবে ঐ ব্যক্তি যে জেনে শুনে জুলুমের কাজে জালেমকে শক্তি যোগায় তার ব্যাপারে কঠিন ঘোষণা আল্লাহর রসূল (স:) দিয়েছেন যে, এ ব্যক্তি তার এ কাজ দ্বারা ইসলামের সীমা হতে বের হয়ে গিয়েছে।

অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা

(৭১) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ أُخْرَتَهُ بَدْنِيًّا غَيْرَهُ (مشکوٰۃ)

(৯১) অর্থ : হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তি হবে সে, যে অন্যের দুনিয়া বানাতে নিজের আখেরাত ধ্বংস করেছে। (মিশকাত)

(৭২) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدِيَ فَهُوَ يَنْزَعُ بِنَنْبِهِ - (ابو داؤد)

(৯২) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (স:) বলেছেন, অন্যায় বা গর্হিত কাজে কেউ যদি আপন গোত্র বা সম্প্রদায়ের লোককে মদদ দেয় তার দৃষ্টান্ত যেমন একটি উট কুয়ায় পতিত হচ্ছে আর সে তার লেজ ধরে টানছে। (আবু দাউদ)

(৭৩) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ - (ابو داؤد)

(৯৩) অর্থ : হযরত জুবায়ের বিন মুতয়িম (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে ব্যক্তি (জাতি, গোত্র বা দলীয়) সংকীর্ণতার দিকে লোককে উদ্বুদ্ধ করে সে আমার উম্মত নয়। সে ব্যক্তিও আমার উম্মত নয় যে (না হক গোত্রগত) স্বার্থের জন্য লড়াই করে। অনুরূপভাবে যে (নাহক দল বা গোত্র) স্বার্থের কারণে নিহত হল সেও আমার উম্মত নয়। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত তিনটি হাদীসেই অন্যায় ও পাপের কাজে পাপীকে সাহায্য না করার জন্য আল্লাহর রসূল (স:) তাকিদ দিয়েছেন। এমনকি হযুর (স:) বলেছেন, জাতি, গোত্র কিম্বা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ যদি যুদ্ধ করে সে যেমন আমার উম্মত নয়, তেমনি যদি কেউ এই ধরনের যুদ্ধে প্রাণ হারায় সেও আমার উম্মত নয়। তিনি ন্যায় ও হিতকর কাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি অন্যায় কাজে সহযোগিতা না করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُنْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - (سورة المائدة ২)

অর্থ : তোমরা পরস্পর পরস্পরকে নেক ও তাকওয়ার কাজে সাহায্য কর, আর গোনাহ ও সীমা লংঘনের কাজে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্য আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী।

(সূরা মায়দাহ-২)

অপরিচ্ছন্নতা ও অপরিপাটি

(৭৮) وَعَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 (ص) فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ
 فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِإِصْلَاحِ شَعْرِهِ
 وَلَحْيَتِهِ فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَلَيْسَ
 هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ وَهُوَ ثَائِرُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ
 شَيْطَانٌ - (موطأ مالك)

(৯৪) অর্থ : হযরত আতা বিন ইয়াসার (রা:) হতে বর্ণিত, একদা রসূল (স:) মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় একজন লোক মসজিদে প্রবেশ করল যার মাথার চুল এবং দাড়ি এলো-মেলো ছিল। রসূল (স:) হাত দিয়ে তার দিকে ইশারা করলেন যাতে সে তার চুল-দাড়ি পরিপাটি করে আসে। লোকটি চলে গিয়ে (চুল-দাড়ি) পরিপাটি করে আসল। তখন হযুর (স:) বললেন, এখন যেভাবে আসল এটা কি উত্তম? না তোমাদের কেউ এলো-মেলো চুল-দাড়ি নিয়ে (জনসমক্ষে) শয়তানের মত হয়ে আসাটা উত্তম? (মুয়াত্তা মালিক)

ব্যাখ্যা : কিছু দ্বীনদার লোকের ধারণা শরীর ও লেবাসের ব্যাপারে উদাসীন থাকা এবং এলো-মেলো চুল-দাড়ি ও অপরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় ব্যবহার করা দ্বীনদারী বা পরহেযগারীর লক্ষণ। উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর রসূল (স:) উপরোক্ত ভুল ধারণা পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(৭৫) وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
(ص) وَعَلَى ثَوْبٍ دُونَ فَقَالَ لِي أَلَيْكَ مَالٌ - فَقُلْتُ نَعَمْ
فَقَالَ مِنْ أَمِي الْمَالِ - قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ
مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَإِذَا أَتَاكَ
مَالًا فَلْيَرِ أَثْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ - (مسند امام أحمد)

(৯৫) অর্থ : হযরত আবুল আহওয়াস (রা:) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, একদা আমি রসূলের দরবারে একেবারেই সাধারণ লেবাসে হাজির হলাম। হযুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি সম্পদ আছে? আমি বললাম হাঁ হযুর আছে। হযুর আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি ধরনের সম্পদ? আমি বললাম, সব রকমের সম্পদই আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাকে উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া ও দাস-দাসীসহ সব ধরনের সম্পদই দিয়েছেন। হযুর (স:) বললেন, আল্লাহ যখন তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন, তখন আল্লাহর নিয়ামতের কিছু লক্ষণ তোমার (পোশাক ও চেহারায়) প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায়, বর্ণনাকারী একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি হযুরের দরবারে যেখানে বেশ কিছু লোক উপস্থিত ছিলেন সেখানে দরিদ্র লোকের মত একেবারেই সাধারণ কাপড় পরে এসেছিলেন। যাতে প্রকাশ পাচ্ছিল না যে, তিনি একজন ধনবান লোক। তাই হযুর তাকে সাবধান করে দিলেন যে, দেখ, তোমাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, তুমি যে সম্পদশালী আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ তার কিছু চিহ্ন তোমার লেবাস-পোশাকে থাকা উচিত। কেননা ধনী লোক যদি অনুগ্রহ প্রার্থী ফকির-মিসকীনদের মত চলে, তাহলে মিসকীন তাকে তাদের মতই মনে করে তার কাছে কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে না।

(৭৬) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَرَأَى رَجُلًا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَسْكِنُ بِهِ شَعْرُهُ وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ -
(مشكورة - ابوداود)

(৯৬) অর্থ : হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল (স:) আমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। তিনি এখানে একজন লোক দেখলেন, যার (মাথার ও দাড়ীর) চুলগুলি ছিল এলো-মেলো। হযুর বললেন, এর কি একটা চিরুণী জোটেনা যার দ্বারা সে তার চুলগুলি আচড়িয়ে রাখতে পারে। রসূল আর একজন লোক দেখতে পেলেন যার কাপড় ছিল ময়লা। হযুর বললেন, এ ব্যক্তি তার কাপড় পরিষ্কার করার জন্য কি কিছু সংগ্রহ করতে পারল না। (মিশকাত আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি দেহ ও লেবাস পরিধানের জন্য রসূল (স:) তাঁর উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। এমনকি নামাযে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন লেবাস গ্রহণ করা ফরজ করা হয়েছে। ইসলাম হারাম করেছে অহংকার ও বাহুল্য ব্যয়কে। পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যকে নয়।

রিয়্য

(৭৮) وَعَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ
 إِنَّ فِي جَهَنَّمَ لَوَادِيًّا تَسْتَعِينُ جَهَنَّمَ مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي فِيهِ
 كُلِّ يَوْمٍ أَرْبَعٌ مِائَةً مَرَّةً أُعِدَّ ذَلِكَ الْوَادِي لِلْمَرَّاثِينَ مِنْ أُمَّةٍ
 مُحَمَّدٍ (ص) لِكَامِلِ كِتَابِ اللَّهِ وَالْمُتَصَلِّينَ لِغَيْرِ ذَاتِ
 اللَّهِ وَالْحَاجِّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلِلْخَارِجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -
 (مجمع الزوائد)

(৯৭) অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, জাহান্নামের অভ্যন্তরে এমন একটি উপত্যকা আছে; স্বয়ং ঐ জাহান্নাম সেই উপত্যকা হতে দৈনিক চারশত বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। ঐ উপত্যকাটি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে মুহাম্মদ (স:) এর চার শ্রেণীর উম্মতের জন্য। আল্লাহর কিতাবের রিয়্যাকার আলেম, আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে অন্য উদ্দেশ্যে দানকারী, আল্লাহর ঘরের রিয়্যাকার হাজী ও প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জিহাদে গমনকারী মুজাহিদ। (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : রিয়্যার শাব্দিক অর্থ হল প্রদর্শনী। আর শরীয়তের পরিভাষায় রিয়্য বলা হয়, ইবাদতসহ যে কোন ভাল কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয় বরং লোক দেখানোর জন্য করা; যাতে লোকে তাকে ভাল লোক হিসেবে গণ্য করে। অথচ রিয়্য একটি মারাত্মক পাপ। আর রিয়্যাকার ইবাদতকারীকে আল্লাহ খুবই নাপছন্দ করেন। হাদীসে রিয়্যাকার অর্থাৎ লোক দেখানো বা লোকের প্রশংসা পাওয়ার নিয়তে যে লোক আল্লাহর

কিতাবের ইলম শিখেছে, দান করে, হজ্ব করে; এমন কি জিহাদ করে তাদের জন্য আল্লাহ রসূল আলামীন জাহান্নামের অভ্যন্তরে ভয়ানক আজাবে পরিপূর্ণ এমন একটি উপত্যকা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যার শক্তির ভয়াবহতা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বয়ং জাহান্নাম দৈনিক চারশত বার আল্লাহর কাছে পানাহ চায়।

(৭৮) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَا لَهُ قَالَ لِأَشْيَاءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَارٍ وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِأَشْيَاءَ لَهُ ثُرٌّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغَى وَجْهَهُ -
(ابو داؤد - نسائي)

(৯৮) অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, (হে আল্লাহর রসূল!) আপনি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কি বলেন, যে ব্যক্তি জিহাদ করে পরকালের পুরস্কারের জন্য এবং দুনিয়ায় সুখ্যাতি পাওয়ার জন্য? হযুর বললেন, তার জন্য (আল্লাহর কাছে) কিছুই নেই। ঐ ব্যক্তি হযুরকে তিনবার প্রশ্নটি করলেন, আর হযুর (প্রতিবারই) তাকে একই জওয়াব দিলেন, তার জন্য কোন কিছুই নেই। অতঃপর আল্লাহর রসূল (স:) বললেন, আল্লাহ তায়ালা তো সেই আমলকেই কবুল করেন যা শুধু তাঁর উদ্দেশ্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়। (আবু দাউদ, নাছাঈ)

(৭৭) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ (رض) أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا

إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ
 (رض) قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ (ص) يُبْكِي فَقَالَ مَا
 يُبْكِيكَ قَالَ يُبْكِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص)
 يَقُولُ إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ - (مشكوة)

(৯৯) অর্থ : হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি একদিন মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। তিনি দেখতে পেলেন হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা:) রসূলের কবরের কাছে বসে কাঁদছেন। হযরত উমর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের জন্য কাঁদছ? জওয়াবে বললেন, ছয়রের একটি উক্তি আমাকে কাঁদাচ্ছে, যা আমি তাঁর কাছ থেকে শুনেছিলাম। রসূল (স:) বলতেন, রিয়ার সামান্যটুকুও শিরক। (মিশকাত)

ব্যাখ্যা : মূর্তি বা প্রতিমার সামনে অবণত হওয়াটাই শুধু শিরক নয়; বরং মানুষ বড় বড় নেক কাজও যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্য না নিয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্যে করে তাও শিরক। কেননা যাবতীয় ভাল কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই হওয়া উচিত।

বখিলি (কৃপণতা)

(১০০) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)

لَا يَجْمَعُ الشُّحَّ وَالْإِيمَانَ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا - (نسائي)

(১০০) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, কৃপণতা ও ঈমান আল্লাহর কোন বান্দার দেলে একত্র হতে পারে না। (নাছাঈ)

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, ঈমান এবং কৃপণতা পরস্পর বিরোধী। সুতরাং ঈমানদার ব্যক্তি কিছুতেই কৃপণ হতে পারে না।

(১০১) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(ص) أَلْسَخِي قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ

مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ

مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَلِجَاهِلٍ

سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ - (ترمذی)

(১০১) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, দাতা ব্যক্তি আল্লাহর যেমন নিকটবর্তী, তেমনি নিকটবর্তী মানুষেরও। আর সে বেহেশতের যেমন নিকটবর্তী, তেমনি জাহান্নাম থেকে বেশ দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি (এর বিপরীত) আল্লাহ হতে যেমন দূরে, তেমনি দূরে মানুষের কাছ থেকে ও বেহেশত থেকে। অপর দিকে সে

জাহান্নামের খুব নিকটবর্তী। আর একজন অশিক্ষিত দাতা ব্যক্তি একজন কৃপণ আবেদের চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়। (তিরমিযি)

(১০২) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَّانٌ - (ترمذی)

(১০২) অর্থ : হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, প্রতারক, কৃপণ ও (দান করে) খোঁটা দানকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত তিনটি মারাত্মক অপরাধ এতই ভয়াবহ যে উহা অপরাধীর বেহেশতে প্রবেশের পথের প্রতিবন্ধক। সুতরাং বেহেশতের আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী মুমিনের এসব পাপ হতে দূরে অবস্থান করা অপরিহার্য।

(১০৩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ - (بخاری - مسلم)

(১০৩) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আল্লাহ রক্বুল আলামীন বলেন, (হে আদম সন্তান) তুমি অন্যের জন্য খরচ কর, তাহলে আমি তোমার জন্য খরচ করব। অর্থাৎ তোমাকে দিতে থাকব। (বুখারী, মুসলিম)

পাঁচটি অভিশপ্ত কাজ

(১০৮) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ
 يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خِصَالٌ خَمْسٌ إِنْ ابْتَلَيْتُمْ بِهِنَّ
 وَنَزَلَنَ بِكُمْ أَعُوذٌ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ
 فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا الْإَفْشَا فِيهِمُ الْأَوْجَاعُ الَّتِي
 لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا
 أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجُورِ السُّلْطَانِ وَلَمْ يَمْنَعُوا
 زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِرُ لَمْ
 يُمْطَرُوا وَلَا يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ
 عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَأْخُذُ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ
 تَحْكُمِ أَيْمَتُهُمْ بَيْنَهُمْ إِلَّا جَعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ - (بيهقي)

فی شعب الايمان - ابن ماجه

(১০৮) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, একদা রসূল (স:) (মুহাজিরদেরকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, হে মুহাজিরগণ! পাঁচটি খারাপ কাজ এমন আছে, যদি তোমরা তাতে জড়িয়ে যাও অথবা ঐ কাজগুলি যদি তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে খুবই খারাপ হবে। আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি যেন ঐ পাপ তোমাদের মধ্যে প্রবেশ না করে।

(১) জেনা, কোন জনতার মধ্যে যদি প্রকাশ্যে জেনার প্রচলন শুরু হয় তাহলে তাদের মধ্যে এমন এমন ভয়াবহ ব্যাধি দেখা দিবে যা ইতিপূর্বে তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে কখনও ছিল না।

(২) পরিমাণে কম দেয়া। এটা যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপরে দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটন এবং শাসকের জুলুম চাপিয়ে দেন।

(৩) জাকাত না দেয়া, এ পাপ যখন কোন জনপদে শুরু হয়ে যায়, তখন আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ বন্ধ করে দেন; যদি ঐ জনপদে পশুপক্ষী না থাকত তাহলে বর্ষণ একবারেই বন্ধ করে দিতেন।

(৪) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে গাদ্দারী। এটা যখন কোন জাতির মধ্যে দেখা দেয় তখন আল্লাহ অমুসলিম দূশমনকে তাদের উপরে চাপিয়ে দেন যারা তাদের অনেক কিছু ছিনিয়ে নেয়, যা তাদের ছিল।

(৫) যখন মুসলমানদের শাসকরা আল্লাহর কিতাব দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করবে না তখন তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা হবে এবং তাদের কঠিন আযাবে নিপতিত করা হবে। (বায়হাকী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : মুহাজিরদেরকে লক্ষ্য করে একথাগুলি বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, রসূলের বিরোধানের পরপর তাদের হাতেই শাসন ক্ষমতা আসবে। আর মুহাজির কুরায়শরাই ছিল ইসলামের অগ্রবর্তী কাফেলা, যারা আল্লাহর শরীয়তের ইলম সবচেয়ে বেশী রাখত। হাদীসে যে পাঁচটি অভিশপ্ত পাপের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এ থেকে অবশ্যই মুসলমানদের দূরে অবস্থান করা উচিত।

কিয়ামতের পূর্বে উম্মতের মধ্যে যে পাঁচটি অভিশপ্ত কাজের প্রচলন ঘটবে

(১০৫) وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (رض) قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ (رض) جُلُوسًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقَمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ رَأَيْنَا النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدِّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا ثُمَّ مَشِينَا وَصَنَعْنَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ فَمَرَّ رَجُلٌ يُسْرِعُ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَرَجَعْنَا دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ جَلَسْنَا فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَمَا سَمِعْتُمْ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَتْهُ رُسُلُهُ أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ فَقَالَ طَارِقٌ أَنَا أَسْأَلُهُ فَسَأَلَهُ حِينَ خَرَجَ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ وَفَشْوِ التِّجَارَةِ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ وَظُهُورَ الْقَلْبِ (مسند امام احمد)

(১০৫) অর্থ : হযরত তারেক বিন শিহাব বলেন, একদা আমরা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের কাছে বসা ছিলাম, হঠাৎ এক লোক এসে বলল, নামায শুরু হয়ে গেছে। আবদুল্লাহ উঠে পড়লেন এবং আমরাও তাঁর

সাথে উঠলাম, যখন আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম মসজিদের অগ্রভাগে লোকেরা রুকুতে চলে গেছে। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তাকবির বলে রুকুতে চলে গেলেন এবং আমরাও রুকু করলাম। অতঃপর আমরা (কাতারে শামিল হওয়ার জন্য) আগে এগিয়ে গেলাম। আমরা তাই করলাম যা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ করছিলেন, (নামায শেষে) একটি লোক দ্রুত এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! (عَلَيْكَ السَّلَامُ) আলাইকাস সালাম। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বললেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল ঠিকই বলেছেন। অতঃপর আমরা নামায শেষ করে যখন ফিরে আসলাম তখন আবদুল্লাহ ঘরে প্রবেশ করলেন, আমরা বসে থাকলাম। আমাদের কেউ কেউ অন্যকে বলল, তোমরা কি শুনেছ, আবদুল্লাহ কিভাবে সালামের জওয়াব দিলেন। (তিনি বললেন) আল্লাহ ঠিকই বলেছেন এবং রসূলগণও ঠিকই পৌঁছিয়েছেন। আমাদের মধ্যে হতে কে তাঁকে এ বিষয় জিজ্ঞেস করবে? হযরত তারেক বললেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর আবদুল্লাহ যখন বের হলেন, তখন তারেক এ বিষয় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। জওয়াবে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রসূলের নিম্নোক্ত হাদীসটি শুনালেন, (১) কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা মজলিসের মধ্যে হতে বিশেষ লোককে সালাম করবে। (২) আর ব্যবসার দিকে লোকেরা সাধারণভাবে ঝুঁকে পড়বে। এমনকি মহিলারাও ব্যবসায় তার স্বামীকে সাহায্য করা শুরু করবে। (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (৪) মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে, সত্য সাক্ষ্য গোপন করবে। (৫) আর সাধারণভাবে সমাজে জুয়ার প্রচলন ঘটবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) রসূলের (সা:) উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন যে, কিয়ামতের আগে মুসলমান সমাজে যে পাঁচটি ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে তা নিম্নরূপ। তার ১মটি হল, লোকেরা বিশেষ বিশেষ লোককে সালাম করবে। অথচ সালাম ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সকল মুসলমানের হক। ২য় হল, সাধারণভাবে লোকেরা এমন কি মহিলারাও ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়বে। ৩য় হল, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। ৪র্থ হল, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে এবং সত্যকে গোপন করবে। ৫ম হল সমাজে ব্যাপকভাবে জুয়ার প্রচলন ঘটবে।

দু'টি বিষয়ে রসূলের (স:) সাবধান বাণী

(১০৬) وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
إِنَّ أَخْوَفَ مَا اتَّخَوْفُ عَلَى أُمَّتِي الْهَوَىٰ وَطُولَ الْأَمَلِ
فَمَا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي
الْآخِرَةَ. هَذِهِ الدُّنْيَا مَرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ، وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مَرْتَحِلَةٌ
قَادِمَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا بَنُونَ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَكُونُوا
مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا
حِسَابَ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْحِسَابِ وَلَا عَمَلَ. (بيهقي
شعب الإيمان)

(১০৬) অর্থ : হযরত জাবির (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য দু'টি বিষয়ের সবচেয়ে বেশী ভয় করি। তার একটি হল প্রবৃত্তির দাসত্ব। আর অন্যটি হল দীর্ঘ দুরাশা। প্রবৃত্তির দাসত্ব তাদেরকে হক হতে বিরত রাখবে, আর দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে উদাসীন করে ফেলবে। (শুনে রাখ) দুনিয়া রওয়ানা দিয়েছে ও চলে যাচ্ছে। আর আখেরাত রওয়ানা হয়ে আসতেছে, আর এর প্রত্যেকেরই (দুনিয়া ও আখেরাতের) সন্তানাদি আছে। তোমাদের চেষ্টা করা উচিত দুনিয়ার সন্তান না হওয়ার। তোমরা কিন্তু এখন কাজের (আমলের) ঘরে অবস্থান করছ যেখানে এখনই কোন হিসাব

দিতে হচ্ছে না। আর যখন তোমরা আখেরাতের ঘরে পৌঁছবে সেখানে কাজ (আমল) থাকবে না। (বায়হাকি শুআবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা : হাদীসে রসূল (স:) বিশেষভাবে নিজ উম্মতকে দু'টি বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। তার একটি প্রবৃত্তির দাসত্ব আর অপরটি হল দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ। কেননা ১ম কাজটি মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করে ফেলে। আর ২য়টি মানুষকে আখেরাত বিমুখ করে। রসূল (স:) আরও বলেছেন, দুনিয়া কিন্তু চলে যাচ্ছে এবং এটি একদিন শেষ হয়ে যাবে, আর আখেরাত অনন্তকালের হায়াতসহ আসতেছে। সুতরাং তোমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সন্তান না হয়ে আখেরাতের সন্তান হও। কেননা আখেরাতই অনন্ত ও অবিনশ্বর।

পাঁচটি অবস্থার আগে পাঁচটি বস্তুর মূল্যায়ন

(১০৮) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ لِرَجُلٍ
 وَهُوَ يُعِظُهُ إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ
 وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ
 شُغْلِكَ وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. (مستدرک حاکم)

(১০৭) অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, হুযুর (স:) এক ব্যক্তিকে নছিহত করতে গিয়ে বলেছিলেন, তুমি পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি অবস্থা আসার আগে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করবে অর্থাৎ গনিমত মনে করবে। (১) বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে (২) রোগগ্রস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) দরিদ্রতা আসার আগে স্বচ্ছলতাকে (৪) আর কাজে জড়িয়ে পড়ার আগে অবসরকালীন সময়কে (৫) মৃত্যু আসার আগে হায়াতকে। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

ব্যাখ্যা : মানুষ অধিকাংশ সময় নিয়ামত থাকা অবস্থায় নিয়ামতের কদর বুঝতে পারে না। কিন্তু নিয়ামত যখন চলে যায় তখন সে নিয়ামতের কদর বা মূল্য বুঝতে সক্ষম হয়। তবে নিয়ামত চলে যাওয়ার পরে নিয়ামতের কদর বুঝলেও অনেক ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ আর সম্ভব হয় না। যেমন বার্ধক্য আসার পর যৌবনের কদর বুঝলেও যৌবন আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে মৃত্যু হাজির হওয়ার পর হায়াতের কদর বুঝলেও হায়াত আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তাই যিনি মুমিন এবং বুদ্ধিমান তিনি নিয়ামত থাকতেই নিয়ামতের মূল্যায়ন করে নিয়ামতকে যথাযথ ব্যবহার করে দুনিয়া আখেরাতে লাভবান হন।

মুমিনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জিন্দেগী

(১০৮) وَعَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ (ص) يَقُولُ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا

يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلَيَنْظُرُ بِمَا يَرْجِعُ - (مسلم)

(১০৮) অর্থ : হযরত মুসতাওরিদ বিন সাদ্দাদ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলকে (স:) বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালার কসম, পরকালের তুলনায় দুনিয়ার নিয়ামত শুধু এতটুকু যেমন তোমাদের কেউ তার একটি অংশুলি সাগরের পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে বের করে আনে এবং দেখে ঐ অংশুলি কতটুকু পানি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হাদীসে আল্লাহর রসূল (স:) দুনিয়ার অসারতা, স্বল্পতা ও স্বল্প স্থায়ীত্বের তুলনা দিতে গিয়ে বলেছেন, আখেরাতের অফুরন্ত নিয়ামতের স্থায়ীত্ব ও বিশালতার তুলনায় এই দুনিয়ার স্থায়ীত্ব ও নিয়ামত যেমন অথৈ সাগরের পানির তুলনায় অংশুলির সাথে লেগে আসা এক বিন্দু পানি মাত্র। সুতরাং কোন ঈমানদার ব্যক্তি আখেরাতের অফুরন্ত নিয়ামতকে উপেক্ষা করে অস্থায়ী দুনিয়ার সামান্যতম নিয়ামতের জন্য ছুটাছুটি করতে পারে না।

(১০৯) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ أَخَذَ رَسُولُ

اللَّهِ (ص) بِمِنْكَبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ

عَابِرٌ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ (رض) يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا

تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ

صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَلِحَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. (بخاری)

(১০৯) অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূল (স:) আমার দুই কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুমি দুনিয়ায় এমন ভাবে বসবাস কর যেমন তুমি একজন পথিক-রাস্তা অতিক্রমকারী। ইবনে উমর (রা:) প্রায়ই বলতেন, সন্ধায় তুমি ভোরের অপেক্ষা করবে না, আর ভোরে তুমি সন্কার অপেক্ষা করবে না। তুমি রোগগ্রস্ত হওয়ার আগে সুস্থতাকে গনিমত হিসেবে গ্রহণ কর। আর মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে কাজে লাগাও। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : দুনিয়ার জিন্দেগী মানুষের জীবনের গুরুত্ব নয় এবং শেষও নয়। আলমে আরওয়াহ অর্থাৎ রুহ জগত হতে মানুষ দুনিয়ায় আগমন করেছে। আবার এখানের জীবনের শেষে মৃত্যুর মাধ্যমে আলমে বারযাখে প্রবেশ করবে। সুতরাং দুনিয়ায় মানুষের অবস্থানকে আল্লাহর রসূল (স:) পথচারীর সাথে তুলনা করেছেন। বুদ্ধিমান পথচারী পথকে নিজের স্থায়ী আবাসস্থল যেমন মনে করেন না, তেমনি পথের চাকচিক্যও তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াকে পথ চলার একটি মনজিল হিসেবেই গ্রহণ করবে, এর অধিক নয়।

(১১০) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(ص) الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. (مسلم)

(১১০) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, দুনিয়া হল মুমিনের জন্য জেলখানা তুল্য এবং কাফেরের জন্য বেহেশত তুল্য। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : জেলখানায় কয়েদীরা যেমন নিজের ইচ্ছামত চলতে পারে না; বরং জেল কর্তৃপক্ষের নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়। তারা যে খাদ্য দিবে তাই খেতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেভাবে থাকতে এবং চলা-ফেরা করতে বলবে সেইভাবে থাকতে ও চলা-ফেরা করতে হবে। ঠিক দুনিয়ায় মুমিন

তার ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা পূরণ করার ব্যাপারে স্বাধীন নয়। বরং আল্লাহর দেয়া নিয়ম-নীতি মেনেই তাকে দুনিয়ায় চলতে হবে; যেমন চলতে হয় জেলখানার কয়েদীকে। জেলখানার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, কয়েদী কখনও জেলকে নিজের ঘর-বাড়ী মনে করে না, বরং জেলখানা হতে বের হওয়ার জন্য সব সময় পেরেশান থাকে। তেমনি মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াকে একটি অস্থায়ী আবাসস্থল মনে করে দুনিয়ায় জীবনযাপন করে। অন্যদিকে কাফেরের জন্য দুনিয়া জান্নাত তুল্য। কেননা বেহেশতে যেমন বেহেশতী নিজের ইচ্ছা মোতাবেক চলবে, তার উপরে কোন বাধা বিপত্তি থাকবে না তেমনি কাফের দুনিয়ায় শরীয়তের বন্ধনহীন প্রবৃত্তির ইচ্ছামত জীবনযাপন করে থাকে।

(۱۱۱) وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
 هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ إِلَّا ابْتَلَّتْ قَدَمَاهُ، قَالُوا لَا
 يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَذَلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ مِنَ
 الذُّنُوبِ - (بيهقي)

(১১১) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) একদা বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ রকম আছে যে, পানির ভিতর দিয়ে হেঁটে আসবে অথচ তার পা ভিজবে না? সকলে জওয়াবে বলল, না হে আল্লাহর রসূল! এ রকম হতে পারে না। হযুর (স:) বললেন, দুনিয়াদারও অনুরূপ গোনাহ হতে বাঁচতে পারে না। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : হাদীসে দুনিয়াদার বলতে তাকে বুঝান হয়েছে যে দুনিয়াকে নিজের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে যিনি দুনিয়াকে আখিরাতের ফসল-ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাকে বুঝান হয়নি। কেননা তিনি শরীয়তের সীমার ভিতরে থেকেই দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করেন।

(۱۱۲) وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
يَهْرَأُ ابْنُ آدَمَ وَتَشَبُّ مِنْهُ إِثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ
وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ (مسلم)

(১১২) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মানুষ ক্রমশ: বার্ধক্যে উপনীত হয়, কিন্তু তার দুটি স্বভাব ক্রমশ: যৌবনপ্রাপ্ত হতে থাকে। একটি সম্পদের লালসা, দ্বিতীয়টি হায়াত বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : দুনিয়ার আবহমানকালের নিয়ম মানুষ শিশুকাল হতে যৌবনে এবং যৌবন হতে বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং বয়সের একটি সীমায় এসে সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। অথচ দেখা যায়, কেউই সাধারণভাবে মৃত্যুকে যেমন বরণ করতে চায় না, তেমনি কোন মানুষই সম্পদের লোভ হতে মুক্ত নয়। অথচ ইচ্ছা করলেই যেমন ধনী হওয়া যায় না, তেমনি বেঁচে থাকার যতই আগ্রহ থাকুক না কেন অনন্তকাল কেউ বেঁচেও থাকে না। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বলেন :

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ (سورة
الجمعة - ۸)

অর্থ : হে নবী! আপনি বলে দিন যে, মৃত্যু হতে তোমরা ভাগতেছ, অবশ্যই এই মৃত্যু তোমাদেরকে আলিঙ্গন করবে। (সূরা জুমুয়া-৮)

(۱۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) لَا
يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي إِثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا
وَطَوْلِ الْأَمَلِ. (بخاری - مسلم)

(১১৩) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:)

বলেছেন, নিয়তই বৃদ্ধ মানুষের দেলে দুটি বস্তুর ব্যাপারে যৌবন থাকে। একটি দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ আর অপরটি হল দীর্ঘ আশা। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত দু'টি স্বভাব যা হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে সাধারণভাবে সকলের মধ্যেই পাওয়া যায়, তবে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি দৃঢ় ঈমান ও তাকওয়ার পথে যারা দৃঢ়তা অবলম্বন করে তারাই কেবল এর ব্যতিক্রম।

(১১২) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ
لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمَلًا
جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.
(بخاری - مسلمی)

(১১২) অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, দু'টি উপত্যকা (ময়দান) ভর্তি সম্পদও যদি কাউকে দেয়া হয়, তাহলেও সে তৃতীয় আর একটি পাওয়ার লোভ করবে। আর মানুষের পেট একমাত্র মাটি দ্বারাই ভরা সম্ভব। (মাল-দৌলত দ্বারা নয়) আর যে মাল-দৌলত হতে মুখ ফিরায়ে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উপরে বর্ণিত তিনটি হাদীসের ভাষ্য প্রায় এক ও অভিন্ন। আর এই তিনটি হাদীসই হাদীসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ (বুখারী ও মুসলিম) শরীফে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপরোক্ত তিনটি হাদীসের বক্তব্য অনুধাবন করে প্রতিটি মুমিনের দুনিয়ায় প্রতিটি আচরণের নিয়ম-নীতি ঠিক করা প্রয়োজন।

(১১৫) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)

قَالَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا
 أَكَلَ فَأَفْنِي أَوْ لَبِسَ فَأَبْلِي أَوْ أَعْطَى فَأَقْتَنِي وَمَا سِوَى
 ذَلِكَ وَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكٌ لِلنَّاسِ. (مسلم)

(১১৫) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মানুষ নিয়তই বলতে থাকে আমার মাল, আমার মাল, অথচ এসব মালের মধ্যে তার মাত্র তিনটি। একটি হল ঐ খাদ্য যা খেয়ে হযম করে ফেলেছে, দ্বিতীয়টি ঐ কাপড় যা পরে সে পুরান করে ফেলেছে, আর তৃতীয়টি ঐ মাল যা সে আল্লাহর রাহে খরচ করে জমা করে দিয়েছে। এ ছাড়া আর যা কিছু আছে তা চলে যাবে এবং অন্যের জন্য রেখে যাবে। (মুসলিম)

(১১৬) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ (ص) أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ. قَالُوا يَا رَسُولَ
 اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَارِثِهِ قَالَ فَإِنَّ
 مَالَهُ مَا قَدَّأَ وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا أَخَّرَ - (بخاری)

(১১৬) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, একদা রসূল (স:) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে নিজের মালের চেয়ে তার ওয়ারেসীদের মালকে বেশী মহব্বত করে? সবাই বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কেউই এমন নেই যার নিকট তার উত্তরাধিকারীদের মাল তার মালের চেয়ে বেশী প্রিয়। হযরত (স:) বললেন, ব্যক্তির মাল হল সেটা যেটা সে খরচ করে ফেলেছে। আর যেটা (মৃত্যুর সময়) রেখে যাচ্ছে সেটা হল তার ওয়ারেসীদের মাল। (বুখারী)

(১১৮) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَسْبَحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ - (شرح السنة)

(১১৭) অর্থ : হযরত জুবাইর বিন নুফাইর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমার কাছে এ মর্মে কোন অহি পাঠান হয়নি যে, আমি সম্পদ জমা করব এবং ব্যবসায়ীদের দলভুক্ত হব। বরং আমার কাছে এই মর্মে অহি পাঠান হয়েছে যে, আমি আমার রবের তসবীহ পড়ব। আর আমরণ (আল্লাহর হযুরে) সিজদারতদের দলভুক্ত থাকব। (সরহে সুনাহ)

ব্যাখ্যা : হালাল পন্থায় ব্যবসা ও সম্পদ কামাই করা শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষণীয় নয়। বরং হাদীসে সত্যবাদী ব্যবসায়ীর প্রশংসা করা হয়েছে। তবে ব্যবসা ও সম্পদ সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা যখন মুমিন ব্যক্তিকে তার মূল দায়িত্ব হতে গাফেল বা উদাসীন করে ফেলে, তখনই তা দোষণীয় হয়ে যায়। যেহেতু নবীর মূল ও প্রধানতম দায়িত্ব হল, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। সুতরাং তিনি যদি ব্যবসা বা সম্পদ সংগ্রহের কাজে লেগে যান, তাহলে তাঁর মূল দায়িত্বই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই প্রিয় নবী (স:) এবং তাঁর নিকটবর্তী ছাহাবীগণ দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।

মুমিনের দৃষ্টিতে পরকালের জিন্দেগী

(১১৮) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهُ مَنْ أَكْبَسُ النَّاسِ وَأَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَأَكْثَرُهُمْ إِسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ - (طبرانی)

(১১৮) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রসূলকে (স:) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে কোন মানুষটি সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। হযরত (স:) বললেন, সে হল ঐ ব্যক্তি যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে আর তার জন্য অধিক প্রস্তুতি রাখে। এরাই হল সবচেয়ে বুদ্ধিমান। এরা দুনিয়ার মর্যাদা যেমন লাভ করে তেমনি পরকালেরও। (তিবরানী)

(১১৯) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ الْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ - (ترمذی - ابن ماجه)

(১১৯) অর্থ : হযরত সাদ্দাদ বিন আওস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, বুদ্ধিমান হল ঐ ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তিকে (নফসকে) বস করেছে, আর প্রতিটি কাজ করে মৃত্যুর পরবর্তীকালীন জিন্দেগীকে সামনে

রেখে। আর বেয়াকুফ হল ঐ ব্যক্তি যে প্রবৃত্তির ইচ্ছামত চলে। আর আল্লাহর কাছে আশা করে বসে থাকে। (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : যে কয়টি বস্তুর প্রতি ঈমান এনে একজন লোক মুমিন হয় তার অন্যতম একটি বস্তু হল আখেরাত বা পরকালে বিশ্বাস। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ -

অর্থ : বরং বড় নেক কাজ এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, শেষ দিনের উপর ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবীগণের উপর। (সূরা বাকারা-১৭৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে উল্লেখিত শেষ দিনই হল পরকাল বা মৃত্যু পরবর্তী সময়কাল। মৃত্যুর মাধ্যমেই পরকালের সূচনা হয়ে থাকে। পরকাল বিশ্বাসের অর্থ হল, মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের জিন্দেগীর সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে না, যেমন ধারণা কাফেরদের। বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে জীবনের অন্য একটি স্তরে প্রবেশ করে, যার নাম হল পরকাল। আর এ কালটি হবে অনন্ত ও অসীম। এ কালেই এক স্তরে মানুষকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে এবং তার দুনিয়ার জীবনের ভাল-মন্দ যাবতীয় কাজের হিসেব নেয়া হবে। একজন মুমিন ব্যক্তির দৃষ্টিতে দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীর তুলনায় পরকালের দীর্ঘ ও স্থায়ী জীবনের গুরুত্ব অনেক। তাই মুমিন ব্যক্তি এই দুনিয়ার কাজ-কর্মে সব সময় আখেরাতের জিন্দেগীকে সামনে রাখে। সে দুনিয়ায় নফসের খাহেশ মোতাবেক এমন কোন কাজ করে না যা তার আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য ক্ষতিকর। আর হাদীসে আল্লাহর প্রিয় নবী ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলেছেন, যিনি দুনিয়ায় প্রতিটি কাজ করতে গিয়ে পরকালীন জিন্দেগীর কথা স্মরণ রাখে। আর আল্লাহর রসূল (স:) ঐ ব্যক্তিকে আহাম্মক ও বেয়াকুফ বলে

আখ্যায়িত করেছেন যে প্রবৃত্তির কথা মত চলে, আর সে আশা করে বসে আছে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং পুরস্কৃত করবেন। অর্থাৎ কাজ করবে নফসের কথা মত আর পুরস্কার আশা করবে আল্লাহর কাছে।

(১২০) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حَرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ عَلَى النَّارِ - (ابن ماجة)

(১২০) অর্থ : হযরত আবুদল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, কোন মুমিন বান্দার (আল্লাহ তায়ালার ভয়ে) যদি চোখ হতে অশ্রু নির্গত হয় আর তা পরিমাণে যদি একটি মাছির মাথা সমতুল্যও হয়। আর তার সে অশ্রু যদি তার চেহারার উপরে বয়ে আসে, তাহলে আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। (ইবনে মাজাহ)

(১২১) وَعَنْ عَبَّاسٍ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ إِذَا أَقْشَعَرَ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ تَكَاتَّ عِنْدَ خَطَايَاهُ كَمَا تَكَاتَّتْ عَنِ الشَّجَرَةِ الْبَالِيَةِ وَرَقْمَاهَا - (بزار)

(১২১) অর্থ : হযরত আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যখন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ভয়ে কোন বান্দাহর শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায়, তখন তার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে পড়ে যেমন করে পড়ে পুরান বৃক্ষ হতে শুকনা পাতা।

ব্যাখ্যা : মানুষের মনে যখন বেশী ভয় সৃষ্টি হয় তখন এই ভয়ের প্রভাব তার শরীরে পরিলক্ষিত হয়। এমনকি অত্যধিক ভয়ের কারণে তার

শরীরের পশমসমূহ খাড়া হয়ে যায়। হুয়ুর (স:) হাদীসে উপরোক্ত ভয়ের বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে, যখন আল্লাহর ভয়ে মানুষের শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়, তখন তার গুনাহসমূহ গাছের শুকনা পাতার ন্যায় ঝরে পড়ে।

(১২২) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ إِلَّا أَنْ سَلَعَةَ
اللَّهُ غَالِيَةً إِلَّا أَنْ سَلَعَةَ اللَّهُ جَنَّةً - (ترمذی)

(১২২) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যে (রাস্তার দূরত্ব সম্পর্কে) ভয় রাখে সে রাতের প্রথম অংশেই রওয়ানা করে। আর যে রাতের প্রথম অংশে রওয়ানা করে সে মনজিলে পৌঁছে যায়। মনে রাখবে আল্লাহ তায়ালার পণ্য সস্তা নয়। আর আল্লাহ তায়ালার পণ্য হল বেহেশত। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : আরব এলাকায় মরুভূমির দেশে অত্যধিক গরম থাকার কারণে রসূলের (স:) জামানায় যখন বাস, ট্যান্সী, গাড়ী ইত্যাদি ছিল না, তখন পথযাত্রীরা কাফেলার আকারে রাতে পথ চলত। যাতে ভোর হওয়ার পূর্বেই পথ অতিক্রম করে মনজিলে দিনে রোদের সময় ঘরে বিশ্রাম করা যায়। এমতাবস্থায় যারা রাত হওয়ার সাথে সাথে রওয়ানা হত তারা ভোর হওয়ার আগেই মনজিলে পৌঁছে যেত এবং এভাবেই তারা দিনের তাপ আর ভোর বেলার ডাকাত হতে রক্ষা পেত। কেননা ডাকাত ভোরে কাফেলাকে আক্রমণ করে তাদের যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে যেত।

বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রসূল (স:) মুমিনদেরকে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দুনিয়ায় চলার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। রসূল (স:) আরও বলেছেন, আল্লাহর পণ্য হল বেহেশত, আর বেহেশতরূপ মূল্যবান পণ্য খরিদ করতে হলে অধিক মূল্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আর যে মূল্য দিয়ে বেতেশত খরিদ করা যায়, তাহল মুমিন ব্যক্তির জান ও মাল।

বেহেশ্ত ও বেহেশ্তের নিয়ামত

ইয়াওমে আখির অর্থাৎ পরকাল বিশ্বাস বা ইয়াকিন করা ব্যতীত কোন লোকই মুমিন হিসেবে গণ্য হবে না। আর পরকাল বিশ্বাসের অন্যতম হল বেহেশ্ত ও দোজখে বিশ্বাস করা। এই বেহেশ্ত ও দোজখই হল পরকালীন জিন্দেগীতে মানুষের স্থায়ী ও চিরন্তন ঠিকানা। কোরআনে করিমে ও হাদীসের কিতাবে বেহেশ্ত ও তার নিয়ামতের যেমন বিবরণ আছে তেমনি বিবরণ আছে দোজখের ও তার আজাবের। নীচে বেহেশ্ত ও তার নিয়ামতের বিবরণের উপর রসূলের (স:) কয়েকটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে :

(১২৩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -
(بخاری - مسلم)

(১২৩) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, জান্নাতের একখানা ছড়ি পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের চেয়ে মূল্যবান। (বুখারী, মুসলিম)

(১২৪) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجْرَةً يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ
عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَلَقَابَ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرَبُ - (بخاری - مسلم)

(১২৪) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:)

বলেছেন, বেহেশতে এমন একটি গাছ আছে, যে গাছের ছায়া একজন আরোহী একশত বছর ভ্রমণ করেও ঐ ছায়া অভিক্রম করতে পারবে না। আর বেহেশতের ধনুক পরিমাণ জায়গাও সমগ্র দুনিয়া - যার উপর সূর্য উদয় হয় এবং অস্ত যায় - তার চেয়ে উত্তম। (বুখারী, মুসলিম)

(১২৫) وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
 غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رُوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
 وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ
 لِأَضَاعَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَّتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنْصِيفُهَا
 عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا - (بخارى)

(১২৫) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সকাল কিংবা সন্ধ্যায় একবার মাত্র আল্লাহর রাহে বের হয়ে পড়া দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের তুলনায় উত্তম। আর বেহেশতের কোন রমণী যদি দুনিয়ায় আসত তাহলে সমগ্র দুনিয়া (তার সৌন্দর্যে) আলোকিত হয়ে যেত, তার ঘ্রাণে সমগ্র দুনিয়া সুগন্ধময় হয়ে যেত। তার মাথার ওড়না খানাও দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়ে মূল্যবান। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : হাদীসের প্রথম অংশে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর রাহে বের হওয়ার অর্থ হল, আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাবলীগে দ্বীনের অথবা জিহাদের কাজে বের হওয়া। সকাল-সন্ধ্যা বলতে এখানে যে কোন সময়ে বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর রাহে অল্লক্ষণের জন্য কেউ যদি বের হয়ে পড়ে, তাহলেও তার এই অল্প সময়ের কোরবানী দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের তুলনায় মূল্যবান। হাদীসে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বেহেশতী পুরুষের জন্য সাথী হিসাবে যে পরমা সুন্দরী মহিলাদেরকে প্রস্তুত রেখেছেন তার সৌন্দর্যের বর্ণনাও দিয়েছেন। যাতে

ঈমানদারের উপরোক্ত নেয়ামত লাভের জন্য দ্বীনের কাজে বেশী বেশী বের হয়ে সময় ও অর্থ দান করে।

(১২৬) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ
 رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَأَقْرَأُوا إِنَّ
 شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ -
 (بخاری-مسلم)

(১২৬) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছি যা কোন চোখ কখনও দেখিনি, কোন কান সে সম্পর্কে শুনেনি আর কোন মানুষের অন্তকরণ তা ধারণায়ও আনতে পারেনি। তোমরা ইচ্ছা করলে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করতে পার।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ -

অর্থ : চোখ জুড়ান যে সব বস্তু আল্লাহ মানুষের জন্য (বেহেশতে) গোপন করে রেখে দিয়েছেন তার খবর কোন মানুষই রাখে না।
 (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : দুনিয়ায় মানুষের ইন্দ্রীয় শক্তি সীমাবদ্ধ। সুতরাং এই সীমাবদ্ধ ইন্দ্রীয় শক্তির সাহায্যে পরকালীন জিন্দেগীর যাবতীয় বিষয়ের সঠিক ধারণা মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং বেহেশতের নিয়ামতসমূহের ব্যাপারে এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গে কোরআন ও হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে তা শুধু একটা ধারণা দেয়ার জন্য। নতুবা ঐ সব বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা পরকালীন জিন্দেগীতে হাজির হয়েই উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। দুনিয়ার জিন্দেগীতে তার সঠিক উপলব্ধি মোটেই সম্ভব নয়।

দোজখ ও দোজখের আজাব

(১২৮) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فَضَلَّتْ عَلَيْهِمْ بِتِسْعَةِ وَسْتِينَ جُزْأً كُلُّهُمْ مِثْلُ حَرِّهَا - (بخاری - مسلم - موطأ
 امام مالک)

(১২৭) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমাদের এখানকার আগুন (দাহিকা শক্তির দিক দিয়ে) জাহান্নামের আগুনের সত্ত্বর ভাগের একভাগ। বলা হল হে আল্লাহর রাসূল! (দুনিয়ার) এই আগুন কি যথেষ্ট ছিল না? রসূল (স:) বললেন, দুনিয়ার আগুন হতে জাহান্নামের আগুনের (দাহিকা শক্তি) অতিরিক্ত উনসত্ত্বর গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ভাগই দুনিয়ার আগুনের সমান। (বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

ব্যাখ্যা : আরবী পরিভাষা হিসেবে সত্ত্বর বা একশত অধিক বুঝাতে ব্যবহার হয়। সুতরাং এখানে সত্ত্বরগুণের অর্থ হবে অত্যধিক। আর দাহিকা শক্তির দিক দিয়ে দুনিয়ার আগুনেরও তারতম্য দেখা যায়। যেমন মোমবাতির আগুনের চেয়ে কাঠের আগুনের দাহিকা শক্তি যেমন বেশী, তেমনি কাঠের আগুনের চেয়ে পাথর কয়লার আগুনের তাপ অত্যধিক। দাবানলের তাপ আরও অধিক। হাদীসে আল্লাহর রসূল (স:) দুনিয়ার আগুনের চেয়ে দোজখের আগুন অত্যধিক দাহিকা শক্তি সম্পন্ন হবে, সে কথাই বলেছেন।

(১২৮) وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ (ص) إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مِّنْ لَهُ نَعْلَانِ
وَشِرَاكًا مِّنْ نَّارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَآغَهُ كَمَا يَغْلِي الْمَرْجَلُ
مَآيِرِي أَنْ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا -

(بخاری - مسلمی)

(১২৮) অর্থ : হযরত নু'মান বিন বসির (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে তার যার পায় এমন দু'খানা জুতা পরিয়ে দেয়া হবে যে জুতা এবং তার তলদেশ হবে আগুনের। আর তার তাপে তার ব্রেন এমনভাবে টগ-বগ করবে যেভাবে চুলার উপরে ডেগ টগ-বগ করে। তার ধারণা হবে তার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না, অথচ তাকে দেয়া হচ্ছে সব চেয়ে হালকা শাস্তি। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : দোজখের শাস্তি যে কত ভয়াবহ হবে তার কিছু বিবরণ কোরআন ও হাদীসে আসলেও শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা এখানে বসে সম্ভব নয়। উপরে বর্ণিত হাদীসে দোজখের সব চেয়ে হালকা শাস্তির যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা থেকেই অনুমান করা যায় যে, কঠিন শাস্তি কত ভয়াবহ ও কত কঠিন হবে।

(۱۲۹) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَوْ أَنَّ دَلْوًا مِّنْ غَسَاقٍ يَهْرَقُ فِي الدُّنْيَا

لَأَتَتْ أَهْلَ الدُّنْيَا - (ترمذی)

(১২৯) অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যদি গাছাকের এক বালতি পরিমাণ পৃথিবীতে ঢেলে দেয়া হতো, তাহলে সমগ্র পৃথিবীই দুর্গন্ধময় হয়ে যেত। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : غَسَّاقٌ (গাচ্ছাক) বলা হয় ঐ পুজকে যা জাহান্নামী ব্যক্তিদের শরীরের পঁচা ও আঘাত ঋণ জায়গা হতে নির্গত হয়ে এক জায়গায় জমা হবে। জাহান্নামী ব্যক্তির যখন জাহান্নামের অসহ্য গরম ও তাপে ভয়ংকর পিপাসিত হয়ে পানি চাবে, তখন তাদেরকে গলিত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ (গাচ্ছাক) পানের জন্য দেয়া হবে। যেমন কোরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا -

অর্থাৎ জাহান্নামীরা সেখানে (দোজখে) পান করার জন্য কোন ঠান্ডা পানি কিম্বা শরবত পাবে না বরং পাবে হামিম ও গাচ্ছাক অর্থাৎ গরম পানি ও ক্ষত জায়গা থেকে নির্গত কদর্য পানি। (সূরা আন-নাবা : ২৪, ২৫)

(১৩০) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ - اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقْوِمْ قَطَرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ - (ترمذی)

(১৩০) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা:) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল (স:) এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ -

অর্থাৎ আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে ভয় কর এবং মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন অবস্থার উপরে মৃত্যুবরণ করবে না। (সূরা বাকারা : ১০২) অতপর রসূল (স:) বললেন, যাক্কুম বৃক্ষ হতে এক ফোটাও যদি এই পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহলে এ পৃথিবীকে সকল জীবের বাসের অনুপোযোগী করে ফেলবে। তাহলে যে ব্যক্তি তা পান করবে তার অবস্থা কেমন হবে?

ব্যাখ্যা : যাক্কুম হল জাহান্নামের জন্মান একটি বিষাক্ত উদ্ভিদ। জাহান্নামীদেরকে এই বিষাক্ত উদ্ভিদ হতে ক্ষেতে দেয়া হবে। যার বিবরণ কোরআনে হাকিমে আছে। যাক্কুম বৃক্ষ এবং তার রস বা কস যে কত ভয়াবহ ও বিষাক্ত তার বিবরণ উপরোক্ত হাদীসে দেয়া হয়েছে।

(১৩১) وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ النَّارُ إِلَى حُجْرَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرَاقُوتِهِ (مسلم)

(১৩১) অর্থ : হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, দোজখের আগুন কারো কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, কারো কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কারো কোমর পর্যন্ত, আবার কারো কারো পৌঁছবে গলা পর্যন্ত। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : যারা দোজখের অধিবাসী হবে পাপের পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার কারণে তাদের শাস্তির মাত্রাও কম-বেশী হবে। হাদীসে সে শাস্তির তারতম্যের কথাই বলা হয়েছে।

(১৩২) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حُقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ (بخاری - مسلم)

(১৩২) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, প্রবৃত্তির (পাশবিক) আকাঙ্ক্ষা ও কামনা দ্বারা দোজখ ঘিরে দেয়া হয়েছে, আর বেহেশত ঘিরে দেয়া হয়েছে দুঃখ-কষ্ট দ্বারা।

(বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : যে সব অন্যায় ও অবৈধ কাজ মানুষের দোজখে যাওয়ার কারণ হবে তা দুনিয়ায় মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তির কাছে সুখকর ও আরামদায়ক মনে হবে। আর যে সব কাজ মানুষকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে তা নফস বা প্রবৃত্তির কাছে কঠিন ও কষ্টকর বলে মনে হবে। অর্থাৎ দুনিয়াদার ব্যক্তি আখেরাতের চিন্তা না করে দুনিয়ার আরাম-আয়েশে মশগুল থাকবে, যার পরিণতি হবে দোজখ। আর মুমিন ব্যক্তি দুনিয়ার আরামের কথা চিন্তা না করে আখেরাতের জিন্দেগীকে সামনে রেখে মুজাহেদানা জিন্দেগী যাপন করবে, যেখানে সে দুঃখ ও মুসিবত বরদাস্ত করবে। আর এরই পরিণতিতে সে বেহেশত লাভ করবে।

(১৩৩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَاءً هَارِبَهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَاءً
طَالِبَهَا (ترمذی)

(১৩৩) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রসূল- (সঃ) বলেছেন, দোজখের মত কোন (ভয়াবহ) বস্তু আমি দেখিনি যা থেকে মুক্তিকামীরা ঘুমিয়ে থাকতে পারে। আর বেহেশতের মত কোন (লোভনীয়) বস্তু আমি দেখিনি যার আকাজক্ষা পোষণকারী ঘুমাতে পারে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : হাদীসে এমন এক মুমিন ব্যক্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে দোজখের ভয়াবহ শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়। আর এরই কারণে সে উদাসীনের মত ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। তাকে পাপের পথ পরিহার করে সতর্ক অবস্থায় চলতে হয়। আর যে দোজখ থেকে বাঁচতে চায় সে নিশ্চয়ই বেহেশতের আকাজক্ষা পোষণ করে। আর বেহেশত পাওয়ার জন্য তাকে অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চলাতে হয়।

হাদীসের আলোকে মানব জীবন

حَيَاةُ الْإِنْسَانِ عَلَى ضَوْءِ الْحَدِيثِ

৪র্থ খণ্ড

অছিয়ত অংশ

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ

(মুমতাজুল-মুহাদ্দেসীন)

খেলাফত পাবলিকেশন্স

প্রকাশক

খেলাফত পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে

মাহবুবুর রহমান

২২, দেলখোলা রোড, খুলনা

প্রথম প্রকাশ

বাংলা ১৪১০

হিজরী ১৪২৪

ইসায়ী ২০০৩

(গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

~~পরিবেশক :~~

জামায়াতে ইসলামী পাবলিকেশন্স

৫০৪, এলিফেন্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা

আধুনিক প্রকাশনী

২৫, শিরিশ দাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা

বর্ণবিন্যাস :

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

৪৩৫/এ-২, মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট

ঢাকা-১২১৭, ৯৩৪২২৪৯, ০১৫২৪২৯৬৪৭

মুদ্রণ :

আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

সূচিপত্র

১. কোরআনে করীম সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত	১১
২. সুন্নাহ সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত	১৫
৩. তাকওয়া ও আনুগত্য সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত	১৮
৪. হযরত মুয়ায বিন জাবালের (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ১০টি অছিয়ত	২২
৫. হযরত মুয়ায বিন জাবালকে (রা:) প্রিয় নবীর (স:) আরও ৩টি অছিয়ত	৪০
৬. হযরত আবু হুরায়রার (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৩টি অছিয়ত	৪২
৭. হযরত আবুজ্জার গোফারীর উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৫টি অছিয়ত	৪৫
৮. হযরত আবুজারের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) আরও ৮টি অছিয়ত	৪৯
৯. জনৈক সাহাবীর উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৫টি অছিয়ত	৫৩
১০. রাগ না করা ও গালি না দেয়ার ব্যাপারে জনৈক সাহাবীকে রসূলের (স:) অছিয়ত	৫৪
১১. পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে রসূলের (স:) অছিয়ত	৫৬
১২. প্রতিবেশীদের হক প্রসঙ্গে রসূলের (স:) অছিয়ত	৬১
১৩. মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে রসূলের (স:) অছিয়ত	৬৫
১৪. মিসওয়াক সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত	৬৯
১৫. মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রিয় নবীর উদ্দেশ্যে ৯টি অছিয়ত	৭৪
১৬. ইলম শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গে রসূলের (স:) অছিয়ত	৭৬
১৭. হযরত মুয়ায বিন জাবালের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) আরও ১০টি অছিয়ত	৮৪
১৮. হযরত আব্বাসের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৯টি অছিয়ত	৯০
১৯. খলিফাদের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) অছিয়ত	৯৫
২০. আনসারদের প্রসঙ্গে রসূলের (স:) অছিয়ত	৯৭
২১. ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে রসূলের (স:) অছিয়ত	১০২

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

মহান রব্বুল আলামিনের অসংখ্য শুকরিয়া, বহু প্রত্যাশিত “হাদীসের আলোকে মানব জীবন”-এর আরো একটি খন্ড পাঠকদের জন্য হাজির করতে সক্ষম হলাম। হাদীসের এই খন্ডটি বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক কোন হাদীসের কিতাব নয়। বরং এ খন্ডটিতে আমি বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত মহানবী (সঃ)-এর অছিয়ত সম্পর্কীয় হাদীসসমূহকে একত্র করে একখানা বইয়ের আকারে প্রিয় পাঠকদের বরাবরে হাজির করে দিলাম। অছিয়ত সম্পর্কীয় প্রিয় রসূলের হাদীসসমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করেই আমি একাজে হাত দিয়েছিলাম। আমি এ কাজে যখন হাত দেই তখন আমি চিকিৎসা সংক্রান্ত সফরে সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদে ছিলাম। যেহেতু চিকিৎসার জন্য হয়ত আমাকে দীর্ঘদিন রিয়াদে অবস্থান করতে হতে পারে, তাই বন্ধুরা আমার থাকার জন্য স্নেহবর মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের বাড়িতে ব্যবস্থা করেছিলেন। সিদ্দিকুর রহমানের সাথে আমার স্নেহ মমতার সম্পর্ক ব্যক্তি পর্যায় অতিক্রম করে পারিবারিক পর্যায় পর্যন্ত ব্যপ্ত ছিল। ফলে আমার রোগগ্রস্ত অবস্থায় সে এবং তার পরিবারের সবাই আমার যে সেবা করেছে তার জন্য আমি তার ও তার পরিবারের দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণের জন্য নিয়তই মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি। রোগী হিসেবে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন রিয়াদে অবস্থানকারী প্রিয় দ্বীনি সাথীদের মধ্যে মওলানা আবদুচ্ছামাদ, সালেহ সিদ্দিকি, কিং ফয়সল হাসপাতালে কর্মরত স্নেহের গোলাম রব্বানী ও ডা. মনজুরের সেবার জন্য আমি কৃতজ্ঞ ও তাদের জন্য দোয়া করছি।

বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে মাঝখানে কিছু অপ্রাসংগিক কথা লিখছি বলে পাঠকদের মনে হতে পারে। আসলে এই চিকিৎসা সফরই এই বইখানা তৈরী করার উপলক্ষ ছিল। আমার অস্থায়ী আবাস জনাব সিদ্দিকুর

রহমানের বাড়ী তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে আমি বেশ কয়েক খানা মূল্যবান কিতাব পাই। ঐ কিতাবসমূহ আমার এই বই তৈরীতে বেশ কিছু উপাদান যুগিয়েছে।

দেশে থাকাকালীন সময় নিয়মিত অফিস ও বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে অস্বাভাবিক ব্যস্ত থাকায় হাদীসের আলোকে মানব জীবন বইয়ের ৩য় খন্ড তৈরীতে হাত দিয়ে সামান্যই অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু চিকিৎসা সফরে রিয়াদে এক মাস এবং চিকিৎসা শেষে দুবাইতে বিশ্রাম উপলক্ষে মেয়েদের বাসায় একমাস এই মোট দুই মাস সময় ঝামেলা মুক্ত থাকায় এই সময়ের মধ্যে দিবা-রাত্রি সময় লাগিয়ে আল্লাহর মেহেরবানীতে পুস্তকখানা সমাপ্ত করে ফেলি। দীর্ঘ এ দুমাসের সফরে আমার স্ত্রী আমার সংগে থাকায় সেও বই লিখার সময় বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে। ফলে তার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এ কিতাব খানা হবে হাদীসের আলোকে মানব জীবন সিরিজের ৪র্থ খণ্ড। ইনশাআল্লাহ! ৩য় খণ্ড ও ৪র্থ খন্ড অল্প সময়ের ব্যবধানে একত্রে প্রকাশিত হবে আশা রাখি।

১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডে বিষয়ভিত্তিক যে হাদীসসমূহ আমি সংকলন করেছি তা ছিল উম্মতের জন্য রসূলের (স:) নছিহত। আর ৪র্থ খন্ডে আমি যে হাদীসসমূহ জমা করেছি তাহল উম্মতের জন্য বিভিন্ন সাহাবীকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময় প্রদত্ত রসূলের (স:) অছিয়ত। এ বইতে বিষয়ের ধারাবাহিকতা নেই। মনে রাখা দরকার যে, অছিয়তের গুরুত্ব নছিহতের চেয়ে অধিক। কোরআনে করীমেও আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বিশেষ বিশেষ নির্দেশনাকে কয়েক জায়গায় অছিয়ত হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ - (شورى : ١٣)

অর্থ : তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছি সেই দ্বীনকে যে দ্বীনের অছিয়ত (বিশেষ নির্দেশনা) করেছিলাম নূহকে (আ:) আর এই দ্বীনেরই অছিয়ত করেছিলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ইসাকে (আ:), আর সকলের জন্যই আমার নির্দেশনা ছিল সম্মিলিতভাবে আমার দ্বীনকে কায়েম কর। আর একাজে তোমরা পরস্পর মতভেদ করবেনা। (সূরা শুরা : ১৩)

আল্লাহ পবিত্র কোরআনের অন্য এক জায়গায় ইব্রাহীম ও ইয়াকুবের (আ:) তাদের আওলাদের উদ্দেশ্যে অছিয়ত প্রসঙ্গে বলেছেন,

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَاتَتَّبِعُوا إِلَّا مَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ -
(البقرة : ۱۳۳)

আর এরই অছিয়ত করেছিলেন ইব্রাহীম (আ:) তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকুবও (আ:) যে, হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং, তোমরা মুসলমান ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে না। (সূরা বাকারা : ১৩৩)

আল্লাহ কোরআনের আর এক স্থানে বলেন,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيٓ أَوْ لَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ -
(النساء - ۱ۧ)

অর্থ : তোমাদের সন্তানদের প্রসঙ্গে আমার অছিয়ত (বিশেষ নির্দেশনা) হল যে, প্রতিটি পুত্র সন্তান পাবে কন্যা সন্তানের দ্বিগুণ। (সূরা নিছা : ১১)

অছিয়ত (وصية) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল চুক্তি, নির্দেশনা,

ইংগিত। আর পারিভাষিক অর্থ হল, নিজের অতীব আপনজনকে বিশেষ বিশেষ সময় গুরুত্ব সহকারে বিশেষ বিশেষ নির্দেশনা দান। যেমন পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে, ওস্তাদ তার সাগরেদদেরকে এবং নবী তাঁর ছাহাবী অথবা উম্মতকে বিশেষ বিশেষ সময় মমত্ববোধ সহকারে যে বিশেষ উপদেশ দিয়ে থাকেন তাকেই ইসলামী পরিভাষায় অছিয়ত বলা হয়।

অছিয়ত সাধারণত দুই প্রকারের। এক হল, **وصية بالمال** সম্পদ সম্পর্কে অছিয়ত। দ্বিতীয় হল **وصية بغير المال** অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অছিয়ত। সম্পদ সম্পর্কীয় বিষয় কোরআনের নির্দেশ হল,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - (البقرة : ١٨٠)

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যুর সময় হাজির হয়, আর সে যদি কোন সম্পদ রেখে যায় তাহলে (উক্ত সম্পদ হতে) অছিয়ত করা ফরজ করা হল। মুত্তাকীনের জন্য এটা অবশ্য পালনীয়। (সূরা বাকারা : ১৮০)

মিরাস অর্থাৎ উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অছিয়ত সকলের জন্যই ফরজ ছিল। কিন্তু উত্তরাধিকার অর্থাৎ মিরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পর পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের মধ্যে মিরাস প্রাপ্তদের ব্যাপারে অছিয়ত বাতিল করা হলেও নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যারা মিরাস পাবেনা তাদের ব্যাপারে তা বহাল আছে। তবে শরীয়ত অছিয়তকে এক ওয় অংশ সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। বাকী দুই ওয় অংশ অবশ্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টিত হবে।

পবিত্র হাদীসের কিতাবে রসূলের নিম্ন লিখিত মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে, যেমন :

(١) وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ خَارِجَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهُ (ص) يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ
ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ -

(১) অর্থ : হযরত আমর বিন খারেজা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলকে (স:) এই মর্মে বক্তব্য দিতে শুনেছি, তিনি বলেন, “অবশ্য আল্লাহ প্রতিটি হকদারের হক (সম্পদে) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং ওয়ারিস অর্থাৎ উত্তরাধিকারীদের জন্য (সম্পদে) কোন অছিয়ত করা যাবে না।

ইবনে কাছির তার বিখ্যাত তাফসীরে অছিয়ত সম্পর্কীয় আয়াতের ব্যাখ্যায় উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে অছিয়তের ব্যাপারে ২টি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। ওয়ারিসদের জন্য সম্পদে কোন অছিয়ত করা যাবে না। কেননা তারা পরিত্যক্ত সম্পদ হতে তাদের হক পেয়েছে। এ সম্পর্কে রসূলের আরও একটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হল :

(২) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ (ص) لَأَوْصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ - (دار قطنی)

(২) অর্থ : হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রসূল (স:) বলেছেন, ওয়ারিসদের জন্য অছিয়ত করা যাবে না।

২। এক ওয় অংশের অধিক সম্পদের অছিয়ত করা যাবে না। কেননা ওয়ারিসদের জন্য দুই ওয় অংশ রেখে দিতে হবে। এ ব্যাপারে রসূল (স:) বলেছেন,

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

অর্থ : তোমরা অছিয়ত এক ওয় অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখ, কেননা অছিয়তের জন্য এক ওয় অংশ যথেষ্ট।

উপরে অছিয়ত সম্পর্কীয় যে হাদীসসমূহ আমি পেশ করেছি তা ছিল মাল বা সম্পদ সম্পর্কীয় অছিয়ত। তবে মাল ব্যতীত প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে

অন্যান্য বিষয়ও অছিয়ত হতে পারে। যেহেতু নবীগণ তিরোধানের সময় কোন সম্পদ রেখে যান না, যেমন আল্লাহর রসূল (স:) বলেছেন,

إِنَّا لَا نُورِثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً - (مسند احمد)

অর্থ : আমরা নবীরা কারও ওয়ারিস হইনা এবং কাউকে ওয়ারিস করিনা। আমরা যদি কিছু রেখে যাই তা হবে উম্মতের জন্য সদকা স্বরূপ।

বুখারী শরীফে হযরত আমর বিন হারিস হতে বর্ণিত আছে,

(۳) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)

عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ

الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً - (بخاری)

(৩) অর্থ : হযরত আমর বিন হারিস (রা:) বলেন, নবী করীম (স:) মৃত্যুর সময় কোন দেহরহাম, দিনার, দাস-দাসী কিম্বা কোন বস্তুই রেখে যাননি। তবে হাঁ তিনি তাঁর সাদা খচ্চরটি, অস্ত্র ও দানকৃত কিছু জমি রেখে গিয়েছিলেন। (বুখারী)

হযরত আয়েশা (রা:) হতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। সুতরাং নবীগণ নবুয়তের ইলম অর্থাৎ দ্বীন ও শরীয়তের ইলম উম্মতের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁরা তাঁদের আওলাদ, ছাহাবী ও উম্মতকে দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কেই অছিয়ত করে গিয়েছেন। যার বিবরণ কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ আছে। আমাদের প্রিয় নবী, বিশ্বনবী ও শেষ নবীও বটে। তিনি তাঁর প্রিয় ছাহাবীদেরকে সামনে রেখে উম্মতের জন্য অনেক জরুরী বিষয় অছিয়ত করে গিয়েছেন, যা বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। তা হতেই তালাশ করে বেশকিছু হাদীস সংগ্রহ করে কিতাবাকারে প্রকাশ করে দিলাম। আশা করি প্রিয় পাঠকমন্ডলী এ সকল হাদীসের মাধ্যমে প্রিয় রসূলের অছিয়ত সম্পর্কে ওয়াকফহাল হয়ে

তার উপর আমল করার ব্যাপারে যত্নবান হবেন। যাদের সাথে পরম মমত্বের সম্পর্ক থাকে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বিশেষ বিশেষ মওকায় যে বিশেষ উপদেশ ও নির্দেশনা দেয়া হয় তাকেই বলা হয় অছিয়ত। মুহাজির ও আনসারদের যেসব অগ্রবর্তী ছাহাবাদের সাথে রসূলের (স:) বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং যারা রসূলের সোহবতে অধিক সময় কাটিয়েছেন, তাদের বিভিন্ন জনকে সামনে রেখে উম্মতের জন্য সময় সময় হুযুর (স:) যে বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন সেটাই হল রসূলের অছিয়ত সম্পর্কীয় হাদীস। অছিয়তের গুরুত্ব নছিহতের চেয়ে অধিক।

মহান রব্বুল আলামীন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন

কোরআনে করীম সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত

(৩) وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَرْفٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ أَبِي أَوْفَى (رض) هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أُوصَى - فَقَالَ
: لَا، قُلْتُ كَيْفَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ أَوْ أَمَرَ بِالْوَصِيَّةِ
- قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ - (فتح الباری)

(৪) অর্থ : তালহা বিন মুসরিফ বলেন, আমি (রসূলের ছাহাবী) আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা (রা:) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, হুজুর কি কোন অছিয়ত করে গেছেন? তিনি বললেন, না। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে মানুষের উপরে কিভাবে অছিয়ত ফরজ করা হল এবং মানুষকে অছিয়ত করার নির্দেশ দেয়া হল কেন? তখন আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা (রা:) বললেন, হুযুর (স:) আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অছিয়ত করে গিয়েছেন। (ফতহুল বারি)

ব্যাখ্যা : হযরত তালহা হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু আওফাকে (রা:) হুযুরের অছিয়ত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, হুযুর মৃত্যুর পূর্বে কারও জন্য কোন অছিয়ত করে গিয়েছেন কি না? জওয়াবে আবু আওফা (রা:) বললেন, যি না, আল্লাহর রসূল বিশেষভাবে কারও জন্য কোন অছিয়ত করেননি। তখন তালহা (রা:) বললেন, তাহলে কিভাবে মানুষের উপর অছিয়ত ফরজ করা হল এবং মানুষকে (কোরআনে) অছিয়তের নির্দেশ দান

করা হল? এখানে তালহা (রা:) কোরআনের ঐ নির্দেশের দিকে ইংগিত করেছেন যাতে আল্লাহ বলেছেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

(البقرة : ১৮০) -

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন সে যেন তার পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে অর্থাৎ সম্পদ হতে পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের জন্য অছিয়ত করে যায়। যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য এটা অবশ্য করণীয়। (সূরা বাকারা : ১৮০)

ব্যাখ্যা : মিরাসের হুকুম নাযিলের পূর্বে এই অছিয়ত ফরজ ছিল। কিন্তু যখন উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়ে কোরআনে হুকুম নাযিল হল যেমন:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ

(النساء : ১১)

অর্থ : সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হল যে, (তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ হতে) পুত্র সন্তানেরা কন্যা সন্তানদের দ্বিগুণ পাবে। (সূরা নিসা : ১১)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরে উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পদের অছিয়ত আর ফরজ থাকল না। বরং বাতিল করা হল এবং সর্বোচ্চ এক তৃতীয় অংশ অন্য কোন উত্তম কাজের জন্য অথবা উত্তরাধিকারীদের বাইরের কোন আপনজনদের জন্য অছিয়ত মুসতাহাব করা হল। যেমন হযুর (স:) বলেছেন,

(৫) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ - (حدیث)

(৫) অর্থ : রসূল (স:) বলেছেন, অবশ্য আল্লাহ প্রতিটি হকদারের হক নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন হতে আর উত্তরাধিকারীদের জন্য অছিয়ত করা যাবে না। (হাদীস)

হাদীসে হযরত তালহার (রা:) প্রশ্ন ছিল এই খাস ধরনের অছিয়ত সম্পর্কে। ফলে আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা (রা:) জওয়াবে বললেন, না, হযুর এই ধরনের কোন খাস অছিয়ত করেননি, তবে উম্মতের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে আল্লাহর কিতাবকে শক্ত করে ধারণ করার ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন।

হযুরের উপরোক্ত ধরনের আম অর্থাৎ সকল উম্মতের জন্য কোরআনকে শক্তভাবে ধারণ করার অছিয়তের গুরুত্ব আর একটি হাদীস হতে অনুধাবন করা যায়। তা হল, হযুরের জিন্দেগীর শেষ হজেছ আরাফাতের বিস্তীর্ণ ময়দানে লক্ষাধিক ছাহাবায়ে কেলামকে সামনে রেখে উম্মতের উদ্দেশ্যে যে শেষ ভাষণ দিয়েছিলেন, এ ভাষণের শেষাংশের শেষ বাক্য ছিল,

(٦) تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي -

(৬) অর্থ : “আমি তোমাদের জন্য দু’টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। এ দু’টি যদি তোমরা শক্তভাবে আকড়ে ধরে থাক, তাহলে আর তোমাদের গোমরাহ হওয়ার আদৌ কোন আশঙ্কা থাকবেনা। তাঁর একটি হল আল্লাহর কিতাব আর একটি হল আমার সুন্নাত।”

এখানে কোরআনের সাথে সুন্নতের কথা উল্লেখ করা হলেও আসলে সুন্নাত কোরআন হতে আলাদা কোন বস্তু নয়। বরং কোরআনেরই আমলী বা কাংখিত ব্যাখ্যা। প্রিয় রসূল (স:) তার ২৩ বছরের রেসালতের জীবনে

আল্লাহর কোরআনের আমল করে কোরআনের যে আমলী ব্যাখ্যা উম্মতের জন্য রেখে গিয়েছেন তা হল রসূলের সুন্নাত বা তরীকা। এ তরীকা রসূলের তৈরী (উদ্ভাবিত) নয়। বরং আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত। যেমন আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন,

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا
تَحْوِيلًا - (اسراء - ৮৪)

অর্থ : “হে রসূল! আমি আপনাকে যে সুন্নাত (পথ-পন্থা) দিয়েছি, আপনার পূর্ববর্তী রসূলদেরকেও এই সুন্নাতই দিয়েছিলাম। আর আপনি আমার সুন্নাতে (তরীকায়) কোন পরিবর্তন পাবেন না। (সূরা বানী ইসরাঈল : ৭৮) ফলে কোরআন ও সুন্নাহ বাহ্যিক দিক দিয়ে দু’টি বস্তু হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি। সুতরাং রসূল (স:) তাঁর শেষ জীবনের শেষ হজ্জের শেষ ভাষণের শেষ বাক্যে সেই একমাত্র বস্তুটির (কোরআনের) ব্যাপারে অছিয়ত বা উপদেশ দান করেছেন। উপরে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু আওফার (রা:) হাদীসে উম্মতের উদ্দেশ্যে কোরআনকে ধারণ করার সেই আম বা সাধারণ অছিয়তের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

সুন্নাহ সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত

(৫) وَعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رض) قَالَ صَلَّى لَنَا
 رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْفَجْرَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً
 بَلِيغَةً ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا أَوْ
 قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هُنَا مَوْعِظَةٌ مُؤَدِّعٌ فَأَوْصِنَا قَالَ
 أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا
 حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي إِخْتِلَافًا كَثِيرًا
 فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَبِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ
 وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ - (مسند امام احمد)

(৭) অর্থ : ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (স:) একদিন আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। অত:পর তিনি আমাদের দিকে ফিরে (আমাদের উদ্দেশ্যে) এমন একটি উত্তম ভাষণ দিলেন, যাতে আমাদের চোখ অশ্রুশিক্ত হল এবং অন্তরে কাপন ধরল। আমরা বললাম, অথবা তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! মনে হয় এটা আপনার বিদায়কালীন ভাষণ। (যদি তাই হয়) তাহলে আপনি আমাদেরকে অছিয়ত করুন। হযুর (স:) বললেন, আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার অছিয়ত করছি। আর অছিয়ত করছি তোমাদের

নেতা (আমির) যদি হাবসী গোলামও হয়, তবুও তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। কেননা আমার পরে তোমরা যারা জীবিত থাকবে তোমাদের মধ্যে বেশ মতভেদ দেখা দিবে। তখন তোমাদের জন্য অপরিহার্য হবে আমার ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে (পথকে) শক্তভাবে ধারণ করা। তোমরা উপরোক্ত পথকে মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়িয়ে ধরবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য হতে বুঝা যায় যে, রসূলের (স:) ফজর নামাযের পরের এই ভাষণটি ছিল মসজিদে নববীতে তাঁর জীবনের শেষ দিকে। কেননা ভাষণের মাধ্যমে ছাহাবাগণ অনুভব করছিলেন যে, এটা রসূলের (স:) বিদায়কালীন বক্তব্য। তাই তারা রসূলের কাছে অছিয়ত (বিদায়কালীন বিশেষ উপদেশ) দানের অনুরোধ করলেন। জওয়াবে রসূল (স:) তাদেরকে সামনে রেখে সমস্ত উম্মতের জন্য দু'টি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় অছিয়ত করলেন, একটি হল তাকওয়া এবং অপরটি হল আমিরের আনুগত্য। কোরআনে করিমে মহান আল্লাহ অসংখ্য বার তাঁর বান্দাদেরকে তাকওয়া ও আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - (سورة الزنفال- ১)

অর্থ : তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সমঝোতা সৃষ্টি কর। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। (সূরায়ে আনফাল : ১)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -
(سورة النساء- ৫৭)

অর্থ : তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। আর আনুগত্য কর তোমাদের (ইসলামী জামায়াত অথবা রাষ্ট্রের) নেতার। (সূরা নিছা : ৫৯)

ব্যাখ্যা : হাদীসে আল্লাহর রসূল (স:) দুটি বিষয়ের অছিয়ত করার পর রসূলের (স:) তিরোধান পরবর্তী সময়ের উম্মতের মধ্যে ব্যাপক ইখতেলাফ সৃষ্টি হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করে ঐ সময় উম্মতের করণীয় একটি কাজের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে নির্দেশ দান করলেন। রসূল (স:) বললেন, উপরোক্ত অবস্থা যখন সৃষ্টি হবে, তখন তোমাদের বাঁচার একমাত্র পথ হবে আমার এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকাকে শক্ত করে ধারণ করা। এখানে আল্লাহর রসূল (স:) রসূল হিসেবে তাঁর এবং শুধু খোলাফায়ে রাশেদীনের কথা এ জন্যই উল্লেখ করেছেন যে, ব্যক্তিজীবন হতে আরম্ভ করে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে রসূলের পূর্ণ সুনাতের বাস্তবায়ন ঘটেছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের জিন্দগিতে। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ সুনাতের অনুসরণ রসূল (স:) এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি খোলাফায়ে রাশেদীনের আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব।

ইরবায় ইবনে সারিয়ার (রা:) বর্ণনায় ফজর নামায বাদ রসূলের (স:) দেল হেলান যে বক্তব্যের কথা বলা হয়েছে যা শুনে ছাহাবাদের দেলে কাঁপন সৃষ্টি হয়েছিল এবং চোখ অশ্রুসজল হয়েছিল সে বিষয়ের বিবরণ এ হাদীসে নেই। তবে ঐ ওয়াজ শুনে ছাহাবারা রসূলের কাছে যে অছিয়তের (বিশেষ উপদেশের) অনুরোধ করেছিলেন সেটাই বিশেষভাবে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাকওয়া ও আনুগত্য সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত

এ পর্যায়ে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য হাদীস হল ইরবায় বিন সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস, যা কেবলমাত্র উপরে সুন্নাহর অনুসরণের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে আল্লাহর রসূল (স:) তাকওয়া ও আনুগত্য উভয় সম্পর্কেই অছিয়ত করেছেন। পাঠকদেরকে উক্ত হাদীসটি আবার পাঠ করার অনুরোধ করছি :

(৮) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثَةٍ
إِسْمَعُ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُّجَدَّعٍ الْأَطْرَافُ (مسند امام احمد)

(৮) অর্থ : হযরত আবুজার গেফারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু আমাকে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অগত্হীন কোন দাসকেও যদি আমির করা হয় তবুও তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

(৯) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ
(ص) عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيَقُولُ لَنَا "فِيهَا اسْتَطَعْتُمْ"

(بخاری - مسلم - ترمذی)

(৯) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুযরের (স:) নিকট নেতার আদেশ শ্রবণ ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতাম। তিনি আমাদেরকে বলতেন, তোমাদের সাধ্যানুসারে তা কর। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি)

(۱۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص)
 قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيهَا أَحَبُّ وَكَرِهَةٌ
 إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ -
 (بخاری - مسلم)

(১০) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, প্রতিটি মুসলমানকে অবশ্যই তার আর্মীরের কথা শুনতে ও মানতে হবে, (যে বিষয় সে নির্দেশ দিয়েছেন) তা তার মনপুত হোক আর নাই হোক। তবে হাঁ যদি সে গুনাহের কাজের নির্দেশ দেয় তাহলে তার সে নির্দেশ মানা যাবে না। (বুখারী, মুসলিম)

(۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 (ص) مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى
 اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ
 عَصَانِي - (بخاری - مسلم)

(১১) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:)

বলেছেন, যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল সে আল্লাহর নাফরমানী করল। অনুরূপভাবে যে আমিরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমিরের নাফরমানী করল সে আমার নাফরমানী করল। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদের জন্য জামায়াতী জিন্দেগী অপরিহার্য করেছেন এবং জামায়াত বিহীন বিশৃংখল জিন্দেগী যাপন হারাম করেছেন। যেমন আল্লাহর নির্দেশ -

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا - (ال عمران - ১০২)

অর্থ : আল্লাহর দ্বীনকে অবলম্বন করে তোমরা সব ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাও, আর তোমরা (জামায়াত বিহীন) বিশৃংখল জীবন যাপন করোনা।

(সূরা আল ইমরান : ১০৩)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুমিনদের জন্য ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন ফরজ করেছেন এবং জামায়াত বিহীন বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনকে হারাম করেছেন। আর জামায়াতী জিন্দেগীর অপরিহার্য শর্ত হল নেতৃত্বের আনুগত্য। ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং আল্লাহর নির্দেশ মত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা নেতৃত্বের আনুগত্য ছাড়া সম্ভব নয়। ফলে রসূল (স:) সর্বাবস্থায় নেতৃত্বের আনুগত্যের অছিয়ত করেছেন। তবে তিনি একথাও পরিষ্কার করে বলেছেন যে, যদি আমির আল্লাহর নাফরমানীর হুকুম দেয়, তাহলে সে হুকুম মানা যাবেনা। অন্যথায় মনপুত হোক অ্যুর না হোক আমির বা নেতৃত্বের নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে।

আল্লাহ আরও বলেন :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ

رِيكُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ - (الانفال - ২৬)

অর্থ : তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর আর পরস্পর ঝগড়া করোনা, তাহলে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চলে যাবে এবং তোমাদের পদস্খলন ঘটবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। অবশ্যই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। (সূরায় আনফাল : ৪৬)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মুমিনদেরকে পরস্পর ঝগড়া না করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর, ঝগড়ার ২টি ভয়াবহ প্রতিফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি হল, তোমাদের শত্রুদের উপর হতে তোমাদের প্রতিপত্তি ও ভয় একেবারেই চলে যাবে। আর দ্বিতীয়টি হল, ন্যায় পথ হতে তোমাদের পদস্খলন ঘটবে। সুতরাং আল্লাহ, আল্লাহ্ রসূল ও ইসলামী নেতৃত্বের আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্ র দীনকে অবলম্বন করে ঐক্যবদ্ধ থাকার মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ র কল্যাণের প্রতি তাকিদ দিয়েই রসূল (স:) তাকওয়া ও আনুগত্যের জন্য উম্মতকে অছিয়ত করেছেন।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবালের (রা:) উদ্দেশ্যে
রসূলের (স:) ১০টি অছিয়ত .

(১২) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ
اللَّهِ (ص) بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ
قَتَلْتَ وَحَرَقْتَ وَلَا تَعْقَنْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ
مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ - وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ
مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ
وَلَا تُشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ
فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ
الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتَانٌ وَأَنْتَ
فِيهِمْ فَائْتَبْتَ وَأَنْفَقَ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ
عَنْهُمْ عَصَاكَ إِدْبًا وَأَخْفَهُمْ فِي اللَّهِ - (مسند امام احمد)

(১২) অর্থ : হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি

বলেন, আল্লাহর রসূল (স:) আমাকে দশটি বিষয় সম্পর্কে অছিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন, হে মুয়ায! তোমাকে যদি হত্যা করা হয় অথবা আশুন দিয়ে পুড়িয়েও মারা হয় তবুও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেনা। আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমার মাল ও আওলাদ হতে তোমাকে বের করে দেয় তবুও তাদের অবাধ্য হবেনা। মুয়ায, তুমি কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামায তরক করবেনা, কেননা যে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামায তরক করে তার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কোন দায়-দায়িত্ব থাকেনা। আর তুমি শরাব পান করবেনা, কেননা শরাব হল পাপের মূল। তুমি পাপ কাজ হতে দূরে অবস্থান করবে। কেননা পাপ কাজ আল্লাহর গজব নাযিলের কারণ হয়। আর যদি তোমার সামনে অব্যাহতভাবে মানুষ নিহত হতে থাকে তবুও তুমি যুদ্ধের ময়দান হতে ভাগবেনা। মুয়ায, যদি কোন জনপদে মহামারী দেখা দেয় এবং তুমি সেখানে অবস্থান করছ, এমতাবস্থায় তুমি সেখান হতে ভাগবেনা। মুয়ায, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনে সাধ্যমত খরচ করবে। তবে তাদের উপর হতে শাসনের ডাঙা তুলে রাখবেনা। আর তাদেরকে আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রসূল (স:) তাঁর প্রিয় ছাত্রী মুয়ায বিন জাবালকে উদ্দেশ্য করে যে দশটি বিষয়ের অছিয়ত করেছেন, তা শুধু হযরত মুয়াযের জন্য সীমাবদ্ধ বা খাস নয়। বরং হযরত মুয়াযকে সামনে রেখে অথবা সাক্ষী রেখে হযুর কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সমগ্র উম্মতের জন্য এই অছিয়ত করেছেন। কেননা হাদীসে যেসব অপরাধমূলক কাজ হতে বেঁচে থাকার অছিয়ত করা হয়েছে হযরত মুয়ায ঐসব কাজ হতে বহুদূরে অবস্থান করতেন। ফলে হযরত মুয়াযের মাধ্যমে উপরোক্ত পাপকাজ হতে বেঁচে থাকার জন্য তিনি তাঁর উম্মতকে অছিয়ত করেছেন। অছিয়ত পর্যায়ে যত হাদীস আমি এই কিতাবে বর্ণনা করেছি, সব হাদীসের ব্যাপারেই উপরোক্ত কথা প্রযোজ্য। হযরত মুয়াযকে সামনে রেখে হযুরের ১ম অছিয়ত ছিল :

১নং অছিয়ত

(১) শিরক থেকে বেঁচে থাকা। কেননা শিরক হল সবচেয়ে বড় গুণাহ যা আল্লাহ্ মাফ করবেন না। আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا - (نساء -

(১১৬)

অর্থ : আল্লাহ্র সাথে শিরক করার গুণাহ আল্লাহ কিছতেই মাফ করবেন না। তবে তা ছাড়া অন্যান্য গুণাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করতে পারেন। আর যে আল্লাহ্র সাথে শিরক করে সে একেবারেই গোমরাহ। (সূরা নিছা : ১১৬)

হযরত লুকমান তাঁর ছেলেকে নছিহত করতে গিয়ে প্রথম যে উপদেশটি দিয়েছিলেন তা আল্লাহ্ কোরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

يَابْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ -

(لقمان - ১৩)

অর্থ : হে আমার প্রিয় সন্তান! তুমি আল্লাহ্র সাথে শরীক করবেনা। কেননা অবশ্যই শিরক সবচেয়ে বড় গুণাহ। (সূরা লোকমান : ১৪) -

এ প্রসঙ্গে হযরত মুয়াযের আর একটি হাদীস হাদীসের কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

(۱۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِمُعَاذٍ يَامُعَاذُ أَتَدْرِي مَا

حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ
وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخِلَ
الْجَنَّةَ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا -

(১৩) অর্থ : রসূল (স:) হযরত মুয়াযকে বলেন, হে মুয়ায! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক কি, আর আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? মুয়ায জওয়াবে বললেন, আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূলই তা ভাল জানেন, (আমার জানা নেই)। রসূল (স:) বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হল যে, বান্দাহ্ একান্তভাবে আল্লাহর ইবাদত (দাসত্ব) করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হল, যে বান্দাহ্ তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেনি আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

উপরোক্ত হাদীস ব্যতীত গুনাহ্ কবিরার পর্যায়ে যত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রতিটি হাদীসে শিরক অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শরীক করাকে ১নং কবিরা গুনাহ্ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর হতে বর্ণিত :

(۱۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ
وَالْيَمِينِ الْغَمُوسُ - (بخاری)

(১৪) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, কবিরা গুনাহ্ হল : আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষ হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত মুয়ায বিন জাবালের (রা:) হাদীসেও কবিরা গুনাহর পর্যায়ে ১ নম্বরে আল্লাহর সাথে শরীক করাকে দেখান হয়েছে।

২ নং অছিয়ত

হযরত মুয়াযকে উদ্দেশ্য করে হযরের ২য় অছিয়ত ছিল পিতা-মাতার প্রসঙ্গে। হযর (স:) বলেন, মুয়ায, তোমার পিতা-মাতা যদি; তোমার উপর রাগ করে তোমাকে তোমার মাল ও আওলাদ অর্থাৎ বাড়ী-ঘর থেকে বের করেও দেয়, তবুও তাদের অবাধ্য হবেনা।” এখানে আল্লাহর রসূল (স:) আল্লাহর হকের সাথে সাথেই পিতা-মাতার হকের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায়ই আল্লাহর হকের সাথে সাথেই পিতা-মাতার হকের কথা বলে আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ط إِمَّا
يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا - (سورة الاسراء : ٢٣)

অর্থ : তোমার রব তোমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করবেনা। আর পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে। আর তোমার সামনে পিতা-মাতার কোন একজন অথবা উভয়ই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের (বার্ধক্যজনিত আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে) তাদের উদ্দেশ্যে উহু শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করবেনা। আর তাদের সাথে রাগের ব্যবহার করবেনা বরং পিতা-মাতার সাথে সম্মানজনক কথা বলবে। (সূরা ইসরা : ২৩)

মহান আল্লাহ কোরআনে আরও বলেন :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا - (سورة الانعام- ১৫১)

অর্থ : হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা এস, আমি তোমাদেরকে তেলাওয়াত করে শুনাচ্ছি আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কি কি হারাম করেছেন। তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেনা এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে। (সূরা আনয়াম : ১৫১)

হযরত লুকমানের ছেলের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রদত্ত নছিহতের প্রসংগ উত্থাপন করে আল্লাহ্ বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى
وَهْنٍ وَفَصَلَّهُ فِي عَمِيْنٍ أَنْ اِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ء إِلَى
الْمَصِيْرُ - (سورة لقمان - ১৩)

অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে অছিয়ত করেছি (উত্তম আচরণ করার)। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে বহন করেছে, আর তাকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক আর কৃতজ্ঞ থাক পিতা-মাতার প্রতি। (তোমাদের সকলকেই) আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। (সূরা লুকমান : ১৪)

কোরআন পাকে আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলছেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
كُرْهًا (الاحقاف - ১৫)

অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট করে যেমন গর্ভে বহন করেছে তেমনি তাকে কষ্টসহ প্রসব করেছে। (সূরা আহকাফ-১৫)

পুনরায় আল্লাহ সূরা আনকাবূতে ইরশাদ করেছেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا - (العنكبوت- ৮)

অর্থ : আমি মানব জাতিকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছি। (সূরা আনকাবূত : ৮)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত তিনটি আয়াতেই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন সমগ্র মানব মণ্ডলীকেই এ নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু মুমিন-মুসলমানদেরকেই নয়। মানব সৃষ্টির সূচনা হতেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব মণ্ডলীই পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণকে একটি মহৎ কাজ বলেই স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে। ফলে আল্লাহ সমগ্র মানব মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছেন। উপরোক্ত প্রসঙ্গে রসূলের (স:) দু'টি হাদীস পেশ করে ২নং অছিয়তের আলোচনা শেষ করতে চাই।

(১৫) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ سَأَلْتُ

رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَىَّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْإِيمَانُ

بِاللَّهِ، قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا؟

قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(১৫) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলকে (স:) প্রশ্ন করেছিলাম যে, মানুষের কোন কাজটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়? হযর (স:) বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোনটি? হযর বললেন, পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করা। আমি আবারও প্রশ্ন করলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করা।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর রসূল ঈমানের পরই

পিতা-মাতার হকের কথা বলেছেন। এমনকি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর স্থানও পিতা-মাতার অধিকারের পরে নির্ধারণ করেছেন।

(১৬) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَلَا أَنْبِؤُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَقْوُقُ الْوَالِدَيْنِ. (بخارى - مسلم)

(১৬) অর্থ : হযুর (স:) একদিন ছাহাবায়ে কেলামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি অবশ্যই আমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন। হযুর বললেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ হল আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। (বুখারী-মুসলিম)

৩নং অছিয়ত

৩নং অছিয়ত ছিল ফরজ তরক না করা প্রসংগে।

وَلَا تَشْرِكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَتَّعِيْدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَتَّعِيْدًا فَقَدْ بَرَّئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ -

অর্থ : হে মুয়ায! তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও ফরজ নামায তরক করবেনা। কেননা যে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামায তরক করে তার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কোন দায়-দায়িত্ব থাকেনা।

ব্যাখ্যা : মানুষ আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও দাস হওয়ার কারণে তার জিন্দেগীর সমস্ত কাজ-কর্ম আল্লাহর মরজি মোতাবেক করতে হবে। কেননা সে আবদ, আর আবদকে তার মাবুদের ইচ্ছা মোতাবেকই চলতে হয়। এ হিসেবে একজন মানুষ তার নিজের পরিবারের ও সমাজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো যদি আল্লাহর মরজি মোতাবেক আঞ্জাম দেয়, তাহলে তার এই

যাবতীয় কাজ আল্লাহর ইবাদতে शामिल হবে। আমলি ইবাদতের বাইরে মানুষের জন্য মহান আল্লাহ্ বৈশ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদাতও প্রত্যেক নবী ও তাঁর উম্মতের জন্য ফরজ করেছেন। এসব আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মধ্যে এক নম্বরে হল নামায। নামায শেষ নবী ও তাঁর উম্মতের জন্য যেমন ফরজ করা হয়েছে, তেমনি ফরজ করা হয়েছিল পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উম্মতের উপরেও। যেমন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কোরআনে করিমে ইব্রাহিমের (আ:) দোয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَوْعٍ عِنْدَ
بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ
النَّاسِ تَهْوِي إِلَىٰ آلِهِمْ (ابراهيم - ٣٤)

অর্থ : হে পরওয়ারদেগার! শস্য-ফসল বিহীন একটি উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের পার্শ্বে আমার আওলাদের জন্য বসতি স্থাপন করলাম, যাতে তারা এখানে নামায কায়েম করে। সুতরাং, মানুষের দেলকে তুমি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দাও। (সূরা ইব্রাহীম : ৩৭)

হযরত মুসা কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طه - ١٣)

অর্থ : আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং আমার দাসত্ব কর এবং আমাকে স্মরণ রাখার জন্য তুমি নামায কায়েম কর। (সূরা তোহা : ১৪)

হযরত ইসমাঈলের (আ:) প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

وَكَانَ يَأْتُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (مريم ٥٥)

অর্থ : তিনি তার পরিবার-পরিজনকে নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয়।

(সূরা মরিয়ম : ৫৫)

মহান আল্লাহ্ হযরত ঈসার (আ:) প্রসঙ্গে, বলতে গিয়ে কোরআনে বলেন,

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا - (مريم ۳۱)

অর্থ : আর আল্লাহ্ আমাকে জীবিত থাকা অবধি নামায আদায় করার ও যাকাত দানের নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা মরিয়ম : ৩১)

উপরোক্ত বর্ণনা মতে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক নবী এবং তাঁর উম্মতের উপর আবহমান কাল হতেই নামায, যাকাত ও রোয়াসহ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত ফরজ করে দিয়েছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মদির জন্য ওয়াক্তের শর্তের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء . ১০৩)

অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের জন্য নামায ওয়াক্তের সাথে ফরজ করেছেন। (সূরা নিছা : ১০৩)

সুতরাং প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তেই আদায় করতে হবে, নতুবা নামায হবেনা। অনুরূপভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ফরজ নামায জামায়াতের সাথে ফরজ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ - (أى صلوا مع المصلين)

অর্থ : আর রুকুকারীদের সাথে মিলিত হয়ে রুকু কর। অর্থাৎ নামাযীরা একত্র হয়ে জামায়াতের সাথে নামায আদায় কর। সুতরাং বিশেষ ওজর ছাড়া একা একা ফরজ নামায পড়া মোটেই ঠিক হবে না, তাতে নামায পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হবেনা।

৪নং অছিয়ত

হযরত মুয়াযকে উদ্দেশ্য করে হযুরের ৪র্থ অছিয়তটি ছিল শরাব সম্পর্কে। হযুর বলেন,

وَلَا تَشْرَبْنَ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاَحِشَةٍ -

অর্থ : মুয়ায, “তুমি কখনও শরাব পান করবেনা। কেননা শরাব হল অশ্লীল কাজের জন্মদাতা।” শরাব যে পাপের জন্মদাতা এটি বুঝার জন্য এখন আর তেমন কোন দলিল প্রমাণের প্রয়োজন পড়েনা। সমাজের বর্তমান অবস্থার দিকে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই এটা প্রতিভাত হয়।

ইসলাম পাপ-পঙ্কিলতাবিহীন যে সুন্দর সমাজ কামনা করে তা শরাবীদের দ্বারা কায়েম হতে পারেনা বিধায় পবিত্র কোরআনে শরাবকে পরিপূর্ণভাবে হারাম করে নির্দেশ দান করেছে। রসূল তাঁর প্রিয় ছাহাবী হযরত মুয়াযকে সামনে রেখে তাঁর উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত শরাবকে হারাম করার অছিয়ত করেছেন।

৫ নং অছিয়ত

৫ নং অছিয়ত ছিল পাপ কাজ হতে দূরে অবস্থান করা সম্পর্কে।

إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ حَلَّ سَخَطِ اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ

অর্থ : “হে মুয়ায! তুমি পাপের কাজ হতে বহুদূরে অবস্থান করবে। কেননা পাপের কাজের মাধ্যমে আল্লাহর গজব নাযিল হয়।”

হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে হযুরের (স:) ৫ম অছিয়ত ছিল যে, “হে মুয়ায! তুমি পাপের কাছেও যাবেনা। কেননা পাপকাজ আল্লাহর গজবের কারণ হয়।” অর্থাৎ পাপ কাজের মাধ্যমে পাপী আল্লাহর গজবকে আহ্বান করে।

আনুষ্ঠানিক ইবাদত যেমন নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ্ব ইত্যাদি রসূলের উপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময় ফরজ হয়েছে। যেমন পাঁচ ওয়াক্তের নামায ওয়াক্তের সাথে নবুয়তের ১২ বৎসর পর মেরাজের সময় রসূলের মক্কী জিন্দগীতে ফরজ হয়েছে। বাকী যাকাত, রোযা, হজ্জ্ব ইত্যাদি নবুয়তী জীবনের ১৩ বৎসর পর মদীনায় হিজরত করার পরে ফরজ করা হয়েছে।

কিন্তু গুনাহে কবীরাসহ চিহ্নিত পাপের কাজগুলো নবুয়তের প্রথম হতেই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

গুনাহ সাধারণত: দুই প্রকারের, সগীরা (ছোট গুনাহ) ও কবীরা (বড় গুনাহ)।

আল্লাহর পয়গম্বরগণ সগীরা কবীরা সব রকমের গুনাহ হতে মা'সুম ছিলেন। কিন্তু পয়গম্বর ব্যতীত অন্য সকল মুমিনের পক্ষে সগীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকার নিরাপত্তা যেমন নেই, তেমনি সম্ভবও নয়। তবে মুমিন বান্দা যদি আল্লাহর নিষিদ্ধ কবীরা (বড়) গুনাহ হতে বেঁচে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাঁর ছোটখাট অপরাধ (সগীরা গুনাহ) মাফ করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। যেমন আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন :

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَنُدْخِلِكُمْ مَدْخَلَ كَرِيمًا - (النساء- ৩১)

অর্থ : আমার নিষেধ করা বড় বড় গুনাহ হতে যদি তোমরা বেঁচে থাক, তাহলে তোমাদের ছোট-খাট অপরাধ ক্ষমা করে দিব। আর তোমাদেরকে সম্মানজনক অবস্থানে প্রবেশ করাব। (সূরা নিসা : ৩১)

সগীরা গুনাহ আল্লাহ বিভিন্ন নেক কাজের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে মাফ করতে থাকেন। কিন্তু কবীরা গুনাহ অনুতপ্ত মনে আল্লাহর কাছে খালেস তওবা ছাড়া মাফ হবে না। তবে সগীরা গুনাহর ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন এবং অব্যাহতভাবে সগীরা গুনাহ করে যাওয়া কবীরায় পরিণত হয়। কোন কোন হাদীসে কবীরা গুনাহর সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নীচে দুটি হাদীস পেশ করা হল :

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)
قَالَ الْكَبَائِرُ سَبْعٌ أَوْلَاهَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ثُمَّ قَتْلُ النَّفْسِ

بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَأَكَلُ الرَّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْفِرَارُ مِنَ
الزَّحْفِ وَرَمَى الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ -
(بخارى مسلم)

(১৭) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, কবীরা গুনাহ হল সাতটি : প্রথমটি হল আল্লাহর সাথে শিরক করা, অতঃপর না হক কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান হতে ভাগা, যাদু করা, আর কোন পবিত্র চরিত্রের মুমিন নারীর বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ দেয়া। (বুখারী, মুসলিম)

কোন কোন হাদীসে কবীরা গুনাহর সংখ্যা নয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেছেন, কবীরা গুনাহ হল সত্তরটি।

(١٨) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزَّاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَتَبَ
رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفِرَافِضُ
وَالسُّنَنُ وَالرِّيَّاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزَّاءٍ قَالَ كَانَ
فِي الْكِتَابِ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :
الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْفِرَارُ
يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَرَمَى الْمُحْصَنَةِ وَالسِّحْرُ
وَأَكْلُ الرَّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ -

(১৮) অর্থ : আমার বিন হাযম পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স:) ইয়ামানবাসীদের উদ্দেশ্যে একখানা (হেদায়াতমূলক) পত্র পাঠিয়েছিলেন। যার মধ্যে ফরজ ও

সুন্নাতসমূহ ও কাফফারা ইত্যাদির বিবরণ ছিল। আর পত্র নিয়ে আমার বিন হাযমকে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে একথাও লেখা ছিল যে, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে গণ্য হবে আল্লাহর সাথে শিরক করা, নাহক কোন মুমিনকে হত্যা করা, জিহাদের ময়দান হতে ভাগা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন নিরাপরাধ নারীর বিরুদ্ধে জিনার অপবাদ দেয়া, যাদু করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা।

উপরোক্ত হাদীস দুটি ইমাম ইবনে কাছির তাঁর বিখ্যাত তাফসীরের কিতাবে সূরা নিসার **إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ** আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

৬নং অছিয়ত

إِيَّاكَ وَالْفِرَارَ عَنِ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ .

হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে হযুরের ৬ নম্বর অছিয়ত ছিল যে, হে মুয়ায! জিহাদের ময়দানে যুদ্ধের চরম মুহুর্তে যখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, তোমার সামনে তোমার সাথীরা শাহাদত বরণ করছে, এমতাবস্থায়ও তুমি কিছুতেই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে ভাগবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কোরআনে মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে নিম্ন লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآدْبَارَ ۚ وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ - (الأنفال - ১৫-১৬)

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! (যুদ্ধের সময়) তোমরা যখন কোন কাফির বহিনীর মুখোমুখি হবে, তখন কিছুতেই তোমরা ময়দান ছেড়ে ভাগবেনা। আর যে বা যারা ময়দান ছেড়ে ভাগবে সে আল্লাহর গজবের অধিকারী

হবে। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তবে যুদ্ধের কৌশলগত কারণে অথবা দল থেকে বিচ্ছিন্ন সৈনিকদের দলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ময়দান ত্যাগ করার অনুমতি আছে। (সূরা আনফাল : ১৫-১৬)

আল্লাহ আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - (الأنفال - ৩৫)

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! তোমরা যখন (যুদ্ধের ময়দানে) কোন কাফির বাহিনীর মুখোমুখি হও, তখন দৃঢ়তা সহকারে মোকাবেলা কর। আর আল্লাহকে বেশী স্বরণ কর। তাহলেই তোমরা বিজয়ী হবে।

(সূরা আনফাল : ৪৫)

হাদীসের কিতাবে গুনাহ কবীরা পর্যায়ে যত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তার সর্বত্রই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে ভাগাকে গুনাহে কবীরা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭নং অছিয়ত

হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহর (স:) ৭নং অছিয়ত ছিল :

إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ .

অর্থ : হে মুয়ায! যদি কোন জনপদে মহামারী দেখা দেয়, আর তুমি সেখানে অবস্থান করতেছ, তাহলে তুমি সেখানেই অবস্থান করবে। (সেখান থেকে চলে যাবেনা)

ব্যাখ্যা : কোন জনপদে যদি মহামারী আকারে সংক্রামক মরণব্যাধি দেখা দেয় তাহলে যারা ঐ জনপদে বাস করছে তাদেরকে চলে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা সুস্থ লোকেরা যদি জনপদ থেকে চলে যায়, তাহলে রোগীদের পরিচর্যা ও সেবা-শুশ্রূষা যেমন হবেনা, তেমনি যারা মারা যাবে তাদেরও সুষ্ঠুভাবে দাফন-কাফন হবেনা। এ জন্যই সুস্থ লোকদের জনপদ ছাড়তে মানা করা হয়েছে। তবে অন্য এলাকার সুস্থ

লোকদেরকে মহামারীগ্রস্ত এলকায় আসতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রসূল (স:) হতে একটি হাদীস আবদুর রহমান বিন আওফ (রা:) থেকে আর একটি হাদীস উসামা বিন য়ায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত আছে।

(১৭) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ
إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بَارِضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بَارِضٍ
وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا . (بخاری - مسلم)

(১৯) অর্থ : উসামা বিন য়ায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমরা যখন শুনবে কোন জনপদে মহামারী আকারে তাউন (প্লেগ) রোগ দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যাবে না। আর যদি সেখানে আগে থেকে অবস্থান কর, তাহলে সেখান থেকে চলে আসবে না। (বুখারী, মুসলিম)

৮, ৯ ও ১০ নং অছিয়ত

হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে প্রিয় রসূলের (স:) শেষের তিনটি অছিয়ত ছিল পরিবার পরিজনদের (স্ত্রী ও সন্তানদের) প্রসঙ্গে। হযুর বলেন,

يَا مَعَاذُ أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ
عَصَاكَ أَدَبًا، وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ.

অর্থ : হে মুয়ায! তুমি তোমার পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে সাধ্যমত খরচ করবে, তাদের উপর হতে শাসনের ডান্ডা তুলে রাখবেনা, আর তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার ব্যাপারে সতর্ক করবে।

ব্যাখ্যা : হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) দশটি অছিয়তের মধ্যে তিনটি ছিল পরিবার-পরিজনদের প্রসঙ্গে। প্রথমত: হযুর পরিবারের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে দেয়ার ব্যাপারে সাধ্যমত খরচ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কৃপণতা করে কষ্ট দিতে মানা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত

ইবনে মাসউদ (রা:) রসূল (স:) হতে নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন :

(২০) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةً
يَكْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ . (بخاری ، مسلم)

(২০) অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, যখন কোন লোক নেক নিয়তে তার পরিবারের জন্য খরচ করে, তার ঐ খরচকৃত অর্থ আল্লাহর দরবারে সদকা হিসেবে গণ্য হবে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন মিটান অর্থাৎ তাদের খানা-পিনা, বসবাস, শিক্ষা ও চিকিৎসা খরচসহ যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা পরিবার প্রধানের উপর ফরজ। এই প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে আল্লাহ কৃপণতা করতে যেমন নিষেধ করেছেন, তেমনি নিষেধ করেছেন অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য ব্যয় করতে। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে পাকে বলেছেন :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسِطِ فَتَقْعَلَ مَلُومًا مَّحْسُورًا - (الاسراء-২৭)

অর্থ : তুমি তোমার হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখনা (একেবারেই হাত উপুড় করে কাউকে কিছু দিবেনা) আবার অব্যবহিতভাবে তোমার হাত প্রসারিত করে দিওনা (যাতে অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু খরচ করে দিয়ে) তুমি (আর্থিক দিক দিয়ে) অক্ষম ও ভর্ৎসনাযোগ্য হয়ে পড়বে।

(সূরা বনী ইসরাঈল : ২৯)

মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে মাল ও আওলাদ সম্পর্কে বলেছেন :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - (الكهف - ৩৬)

অর্থ : মাল এবং আওলাদ পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ।

(সূরা কাহাফ : ৪৬)

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ - (التغابى- ১৫)

অর্থ : অবশ্য তোমাদের মাল এবং তোমাদের আওলাদ (তোমাদের জন্য) পরীক্ষাস্বরূপ। (সূরা তাগাবুন : ১৫)

সুতরাং মালের অতিরিক্ত আকর্ষণ, মাল কামাই ও সংগ্রহের ব্যাপারে যেমন বেপরোয়া না করে তোলে, তেমনি খরচের ব্যাপারেও যেন তাকে ভারসাম্যহীন না করে। এ ব্যাপারেও আল্লাহ্ রসূল (স:) মানুষকে বার বার সাবধান করেছেন। আবার অন্যদিকে আওলাদের অতিরিক্ত মহব্বত ও আকর্ষণ যেন তাকে আওলাদের তরবিয়তের ব্যাপারে উদাসীন এবং তাদের চাহিদা পূরণে ভারসাম্যহীন করে না তোলে সে ব্যাপারেও সাবধান করেছেন। যেমন আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ ط وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ -
(منافقون - ৯)

অর্থ : হে ঈমানদারেরা! তোমাদেরকে যেন তোমাদের মাল এবং আওলাদ আল্লাহ্ র স্মরণ থেকে উদাসীন করে না ফেলে। আর যারা মাল-আওলাদের আকর্ষণে আল্লাহ্কে ভুলে যাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুনাফিকুন : ১০)

সুতরাং হযরত মুয়াযকে সামনে রেখে হযরের শেষ অছিয়ত তিনটি ছিল একেবারেই পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্যে। হযুর বলেন, মুয়ায , পরিবারের বৈধ ও প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করবে, তাদের তরবিয়ত ও শাসনের ব্যাপারে উদাসীন হবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার ভয় প্রদর্শন করবে।

হযরত মুয়ায বিন জাবালকে (রা:) প্রিয় নবীর (স:) আরও ৩টি অছিয়ত

হযরত মুয়ায বিন জাবালকে যখন ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করে পাঠান হয়, তখন তাঁর অনুরোধে রসূল (স:) তাঁকে নিম্নে বর্ণিত অছিয়ত করেন :

(২১) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَوْصِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ
قَالَ زِدْنِي قَالَ إِتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ قَالَ زِدْنِي قَالَ
خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ - (ترمذی)

(২১) অর্থ : হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রিয় নবীকে (স:) অনুরোধ করেছিলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। আল্লাহর রসূল (স:) বললেন, হে মুয়ায! তুমি যেখানেই থাকনা কেন সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলবে। আমি বললাম, হযুর আরও অছিয়ত করুন। হযুর (স:) বললেন, মুয়ায, কোন গর্হিত কাজ করে ফেললে সাথে সাথেই একটি উত্তম বা ভাল কাজ করবে। (কেননা ভাল কাজ মন্দ কাজের পাপকে মিটিয়ে দেয়) আমি বললাম, হযুর আমাকে আরও অছিয়ত করুন, তিনি বললেন, মুয়ায, তুমি জনসাধারণের সাথে উত্তম আচরণ করবে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : প্রাচীন সভ্যতার পাদ-পিঠ ইয়ামানের মত একটি দেশ যখন

হিজরী ৯ম সনে কোনরকম শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই ইসলামের শাসনাধীনে চলে আসে, তখন রসূল (স:) হযরত মুয়ায বিন জাবালের মত একজ্ঞ নেতৃস্থানীয় বিচক্ষণ ছাহাবীকে শাসক নিয়োগ করে ইয়ামানে পাঠিয়ে দেন। রওয়ানা করাবার সময় হযুর (স:) নিজে তাঁর সোয়ারীর সাথে সাথে কিছুদূর পায়ে হেটে হেটে তাঁকে বিদায় করার মুহূর্তে বেশ কয়েক দফা নির্দেশনামূলক হেদায়াত দেন, যার বিবরণ বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে মওজুদ আছে। হযুরের নির্দেশনামূলক হেদায়াত সমাপ্ত হলে পরে হযরত মুয়ায তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু অছিয়ত প্রদানের জন্য রসূলকে (স:) অনুরোধ করেন। উপরোক্ত হাদীসে সেই অছিয়তের বিবরণ দেয়া হয়েছে। হযরত মুয়াযকে যে কঠিন দায়িত্বভার দিয়ে পাঠান হচ্ছিল সেই দায়িত্বের প্রেক্ষিতেই তাঁকে হযুর (স:) এই তিনটি অছিয়ত করেছিলেন।

অছিয়ত শেষে হযুর (স:) হযরত মুয়াযকে (রা:) লক্ষ্য করে আরও বলেছিলেন :

يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا وَلَعَلَّكَ
 أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي فَبِكِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (رض) جَشَعًا
 لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) - (مسند إمام أحمد)

অর্থ : হে মুয়ায! হয়ত এ বছরের পর তুমি আর আমার সাক্ষাত পাবে না। তুমি হয়ত আমার এই মসজিদ এবং আমার কবরের কাছ থেকে গমনাগমন করবে। হযরত মুয়ায একথা শুনে রসূলের বিচ্ছেদের কথা ভেবে কাঁদতে থাকলেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

হযরত আবু হুরায়রার (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৩টি অছিয়ত

(২২) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي
بِثَلَاثٍ قَالَ هَشِيمٌ فَلَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ بِالْوِثْرِ قَبْلَ
النَّوْءِ وَصِيَايَ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْفَسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
- (مسند امام احمد)

(২২) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমার খলিল (প্রিয়বন্ধু) আমাকে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত আমি তা কিছুতেই ছাড়বো না। ঘুমের আগে বেতর নামায পড়া, প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা আর জুময়ার দিনে গোসল করা। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) ছিলেন, আছহাবে সুফফার অন্তর্গত। তাঁকে হযুর (স:) যে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছিলেন তা ছিল ফরজের অতিরিক্ত। ফরজ ও ওয়াজিব তো অবশ্য পালনীয়। যিনি গুনাহ কবীরা হতে বেঁচে থেকে ফরজ-ওয়াজিব নিয়মিত পালন করবেন তিনি নাজাত পেয়ে যাবেন। তবে আল্লাহর কাছে মর্যাদা প্রাপ্তি ও জান্নাতে উন্নত দরজাহ্ প্রাপ্তি নফল ইবাদাতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। রসূলের একজন নিষ্ঠাবান ছাহাবী হওয়ার কারণে হযরত আবু হুরায়রার ফরজ ও ওয়াজিব পালনে কোন ক্রটি ছিলনা বিধায় তাঁকে আল্লাহর দরবারের অতিরিক্ত মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য রসূল (স:) অতিরিক্ত ইবাদত ক'টি নিয়মিত পালন করার অছিয়ত করেছিলেন।

বিতর নামায অন্যান্য নফলের মত নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে বিতর নামায ওয়াজিব। মুকিম অবস্থায় হোক কিম্বা মুসাফির সর্বাবস্থায় বিতর পড়তে হবে। আর ছুটে গেলে কাজা করতে হবে। অবশ্য মুসাফিরের জন্য ফরজ নামায কসর করে আদায় করতে হবে। তার জন্য সুন্নাত পড়া বাধ্যতামূলক নয় বরং সফর অবস্থায় সুন্নাত নামায তার উপর হতে সাকিত হয়ে যায়।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মতে বিতর সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। সর্বাবস্থায় পড়তে হবে। আর কখনও ছুটে গেলে কাজা আদায় করতে হবে। এমনকি ফজরের আজান হওয়ার পরে হলেও বেতর পড়ে নিতে হবে। হযুর (স:) বিতর নামায ঘুমের আগে পড়ে নিতে বলেছেন। তবে বিতর শেষ রাতে পড়া উত্তম বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।

প্রতি চন্দ্রমাসে তিনদিন রোজা রাখা -

হযরত আবু হুরায়রা ও আবু দারদা (রা:) উভয়কেই হযুর (স:) প্রতি চন্দ্র মাসের তিন দিন অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখার অছিয়ত করেছিলেন। সকল ইমামের ঐক্যমতে এ রোযা নফল। নফল নামাযের মাধ্যমে যেমন নামাযী ব্যক্তির আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তেমনি নফল রোযার মাধ্যমেও বান্দার মর্যাদা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর প্রিয় পয়গম্বরগণ কয়েক প্রকারের নফল রোযার জন্য উন্মতকে উৎসাহিত করেছেন। এর একটি হল, শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা। যেমন আল্লাহর রসূল (স:) বলেছেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ تَمْرًا اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ
الدَّهْرِ - (مسلم)

অর্থ : যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখে, অতঃপর শাওয়াল মাসে আরও ছয়টি রোযা রাখল, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল। অর্থাৎ সারা বছর নফল রোযা রাখার ছওয়াব পাবে।

দ্বিতীয় হল, প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা। কেননা নবী করীম (স:) বলেছেন, সপ্তাহের এই দুইদিন বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আর আমি চাই আমার রোযার হালতে যেন আমল আল্লাহর দরবারে পেশ হয়। তৃতীয় হল আরাফার দিনের রোযা। এ ব্যাপারে রসূল (স:) বলেছেন :

(২৩) قَالَ النَّبِيُّ (ص) صِيَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى

اللَّهِ أَنْ يَكْفِرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ - (ترمذی)

(২৩) অর্থ : নবী করীম (স:) বলেছেন, “আমি আশা করি আরাফার দিনের রোযা পূর্ববর্তী দুই বছরের গুনাহর কাফফারা হবে।” এ রোযা যারা হজ্জে থাকবেনা তাদের জন্য। কেননা আরাফা ও মুযদালিফার দিনে হাজীরা সফরে থাকে এবং তাদেরকে খুব কষ্ট করতে হয়। চতুর্থ হল আশুরার রোযা। কেননা এ রোযা নবী করীম (স:) নিজে রেখেছেন এবং ছাহাবীদেরকেও এ রোযা রাখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। (তিরমিযি)

পঞ্চম হল আইয়্যামে বেজের রোযা অর্থাৎ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা। এই রোযা রাখার জন্যই বিশেষভাবে হুযুর (স:) হযরত আবু হুরায়রা (রা:) ও হযরত আবু দারদাকে (রা:) অহিয়ত করেছিলেন।

হযরত আবুজার গিফারীর (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৫টি অছিয়ত

(২৩) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَن رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ سِنَّةٌ
إِيَّامٍ أَعْقِلُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أَقُولُ لَكَ بَعْدُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ السَّابِعِ
قَالَ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ وَإِذَا أَسَاتَ
فَاحْسِنُ وَلَا تَسْئَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ وَلَا تَقْبِضْ
أَمَانَةً وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ - (مسند امام احمد)

(২৪) অর্থ : হযরত আবুজার (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছিলেন, হে আবুজার! তুমি ছয়দিন অপেক্ষা কর, তারপর আমি তোমার উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলব। অতঃপর যখন সপ্তম দিন এসে হাজির হল, তখন রসূল (স:) আমাকে বললেন, হে আবুজার! গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আমি তোমাকে তাকওয়া অবলম্বন করার অছিয়ত করছি। আর যদি তোমার সাথে কেউ দুর্ব্যবহারও করে তবুও তুমি তার সাথে উত্তম আচরণ করবে। তুমি কারও কাছে কোন সাহায্য প্রার্থনা করবেনা, এমনকি তোমার হাতের ছড়িটা তুলে দিতেও। তুমি আমানতের খেয়ানত করবেনা। আর তুমি পরস্পর দু'জনের (বিচারের) ফয়সালা করে দিবেনা। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসে রসূল (স:) হযরত আবুজারকে (রা:) ছয়দিন পর কিছু উপদেশ দিবেন বলে ওয়াদা করলেন। এটি এই জন্য যাতে হযরত আবুজার এই ছয়দিন রসূলের কথা শুনার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করতে

থাকেন। আর এই দীর্ঘ ইনতেজার বা অপেক্ষার পর রসূলের (স:) কাছ থেকে তিনি যা কিছু শুনবেন তা তার মনে একেবারেই গেঁথে থাকবে। কেননা অপেক্ষার পরে যে বস্তু লাভ করা যায় তার কদর অনেক বেশি হয়।

হযরত আবুজার গিফারীর উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) এক নম্বর অছিয়ত ছিল তাকওয়া সম্পর্কে। তাকওয়ার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে হযরত মুয়ায ইবনে জাবালের (রা:) হাদিসে বিস্তারিত এসেছে। হযরত আবুজারের (রা:) জন্য রসূলের (স:) দ্বিতীয় অছিয়ত এই ছিল যে, হে আবুজার! তোমার সাথে যদি কেউ দুর্ব্যবহারও করে তাহলেও তুমি তার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কেননা হযরত আবুজার রসূলের (স:) একজন ছাহাবী হওয়ার কারণে তিনি রসূলের (স:) দ্বীনের একজন উত্তম দা'য়ীও ছিলেন। আর দা'য়ীর সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম গুণ হল উত্তম আচরণ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন :

إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ -

অর্থ : আর তুমি (দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে) উত্তম আচরণ কর, তাহলে তুমি দেখতে পাবে, তোমার দুশমন বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। আবুজারের (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) তৃতীয় অছিয়ত ছিল যে, হে আবুজার! তুমি কারও কাছে কিছু চাইবেনা। এমনকি কি তুমি সোয়ারীর উপরে আছ এমন অবস্থায় যদি তোমার হাতের ছড়িটা পড়ে যায় তাহলে তুমি সোয়ারীর উপর থেকে নেমে সেটাকে হাতে তুলে নিবে। ছড়িটা তুলতে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না। আল্লাহর প্রিয় রসূল (স:) উপরোক্ত অছিয়তের মাধ্যমে আমাদেরকে কারও কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ গ্রহণ করার চেয়ে অনুগ্রহ বিতরণ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

(২৫) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَلَيْدُ الْعُلَيَّا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ

السُّفْلَى - (بخارى - مسند امام احمد)

(২৫) অর্থ : রসূল (স:) বলেছেন, নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত অনেক উত্তম। অর্থ গ্রহণকারীর হাত থেকে প্রদানকারীর হাত অনেক উত্তম। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

রসূল (স:) আরও বলেছেন,

وَمَنْ يَسْتَغْنِي يَغْنِهِ اللَّهُ - (بخارى)

অর্থ : আর যে মুখাপেক্ষিহীন থাকতে চায় আল্লাহ তাকে মুখাপেক্ষিহীন রাখেন। (বুখারী')

আবুজারের (রা:) জন্য হযুরের ৪র্থ অছিয়ত ছিল আমানত সম্পর্কে। হযুর (স:) বলেন, হে আবুজার! تَقْبِضُ أَمَانَةً! তুমি কখনও আমানতের খেয়ানত করবেনা। আমানত প্রসঙ্গে হযুর (স:) অন্য এক হাদীসে বলেছেন,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ -

অর্থ : যে আমানতের হেফযত করেনা সে ঈমানদার নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

(২৬) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)

قَالَ آيَةُ الْمَنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

وَإِذَا أُكْتِبَ خَانَ - (بخارى مسلم)

(২৬) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন হল তিনটি : যখন সে কথা বলে মিথ্যা

বলে। যখন ওয়াদা করে তা পালন করেনা। আর তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে তার সে খেয়ানত করে। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবুজারের উদ্দেশ্যে রসূলের ৫ম অছিয়ত ছিল বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে। আসলে বিচার-ফয়সালা খুবই কঠিন কাজ। এজন্যই রসূল (স:) বলেছেন, “যাকে বিচারক করা হল তাকে বিনা ছুরিতে জবাই করা হল।” বিচারককে আমানতদার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, মোয়ামালাফাহম যেমনি হতে হয় তেমনি হতে হয় তাকে স্থির চরিত্র সম্পন্ন। হযরত হযরত আবুজারের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে ছুর নিষেধ করেছিলেন।

হযরত আবুজারের (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) আরও ৮টি অছিয়ত

(২৮) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِأَبِي ذَرٍّ (رض) أَى أَخِي إِيَّيْ
مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا زُرِ الْقُبُورَ
تَذَكَّرْ بِهَا الْآخِرَةَ بِالنَّهَارِ أَحْيَانًا، وَلَا تُكْثِرْ مِنْهَا وَأَغْسِلِ
الْمَوْتَ فَإِنَّ مَعَالَجَةَ جَسَدٍ خَاوٍ مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ وَصَلَّ عَلَى
الْجَنَائِزِ لَعَلَّ ذَلِكَ يَحْزَنُ قَلْبَكَ فَإِنَّ الْحَزِينَ فِي ظِلِّ اللَّهِ
تَعَالَى مَعْرُضٌ لِكُلِّ خَيْرٍ وَجَالِسٌ الْمَسَاكِينِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ إِذَا
لَقَيْتَهُمْ وَكُلُّ مَعَ صَاحِبِ الْبَلَاءِ تَوَاضَعًا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِيمَانًا بِهِ
وَالْبِسْ الْخَشِينَ الضِّيقَ مِنَ الثِّيَابِ لَعَلَّ الْعِزَّ وَالْكَبْرِيَاءَ
لَا يَكُونُ لَهَا فِيكَ مَسَاحٌ وَتَزَيَّنْ أَحْيَانًا لِعِبَادَةِ رَبِّكَ فَإِنَّ
الْمُؤْمِنَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ تَعَفُّفًا وَتَكْرُمًا وَتَجَمُّلًا، وَلَا تُعَذِّبْ شَيْئًا
مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ بِالنَّارِ - (الجامع الصغير)

(২৯) অর্থ : রসূল (স:) হযরত আবু জারকে (রা:) উদ্দেশ্য করে বলেন, প্রিয় ভাই, আমি তোমাকে বিশেষভাবে কিছু অছিয়ত করছি। তুমি তা বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তাহলে হয়ত আল্লাহ তোমাকে তার

দ্বারা কল্যাণ দান করবেন। দিবা ভাগে কখনও কখনও কবর জিয়ারতের মাধ্যমে তুমি আখেরাতের কথা স্মরণ করবে। তবে তা (কবর জিয়ারত) অধিক বার করবে না। তুমি মৃত ব্যক্তিকে গোসল कराবে। কেননা প্রাণহীন দেহ পরিচর্যার মাধ্যমে সর্বোত্তম নছিহত হাসিল হয়। আর তুমি মৃতের জানাযায় উপস্থিত হবে, এতে তোমার মন চিন্তিত হবে। কেননা চিত্তাশীল ব্যক্তি আল্লাহর ছায়া ও কল্যাণের আবাসস্থল। তুমি মিসকিনের সাথে উঠা-বসা করবে। আর প্রতিবার সাক্ষাতে তাকে সালাম দিবে। আর তুমি বিনয়াবনত অবস্থায় আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান সহকারে বিপদগ্রস্ত লোকের সাথে বসে খাবে। তুমি সংকীর্ণ কাপড় পরবে, তাহলে অহমিকা ও সম্মানবোধ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবেনা। আর আল্লাহর ইবাদতের জন্য কখনও কখনও তুমি উত্তম লেবাস পরবে। মুমিন ব্যক্তি কখনও কখনও পবিত্রতা, মর্যাদা ও সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে তা পরিধান করে থাকে। আর আল্লাহর কোন সৃষ্টি জীবকে আগুনে পোড়িয়ে শাস্তি দিবেনা। (আল জামি আস সাগীর)

ব্যাখ্যা : রসূল (স:) তাঁর বিশিষ্ট ছাহাবীদের যে কজনকে বেশী বেশী অছিয়ত করেছেন, হযরত আবুজার গিফারী (রা:)। হলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আলোচ্য হাদীসটিতে রসূল (স:) হযরত আবুজার গিফারীকে মোট আটটি বিষয়ের অছিয়ত করেছিলেন। এই ৮টির মধ্যে ১ম ৩টি ছিল মৃতের সাথে সংশ্লিষ্ট। পরবর্তী ৩টি ছিল দরিদ্র বা দরিদ্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট। ৭ম অছিয়তটি ছিল আল্লাহর নিয়ামত উপভোগের ব্যাপারে। আর ৮মটি ছিল আল্লাহর সৃষ্টিকে শাস্তিদানের পদ্ধতির ব্যাপারে।

১ম অছিয়ত

আবুজার, তুমি দিবাভাগে কখনও কখনও কবর জিয়ারত করবে। রসূল ১ম দিকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে তিনি কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। তবে এ অনুমতি পুরুষের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। আর রাত্রে কবর জিয়ারত করতে নিরোৎসাহিত করেছেন।

আলোচ্য অছিয়তে দেখা যায় হযরত আবুজারকে রসূল (স:) দিবাভাগে কবর জিয়ারত করতে বলেছেন। আর মাঝে-মধ্যেই কবর জিয়ারত করতে বলেছেন যাতে নিজের পরিণতি ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা স্মরণ করে পাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।

২য় অছিয়ত

২য় অছিয়ত ছিল মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবার ব্যাপারে। প্রাণহীন লাশকে গোসল করাতে গিয়ে নিশ্চয়ই নিজের অনুরূপ পরিণতির কথা মনে করে পাপ কাজ থেকে বিরত ও অধিকতর নেক কাজে আগ্রহী হবে।

৩য় অছিয়ত

৩য় অছিয়ত ছিল মৃত ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়ার ব্যাপারে। উপরোক্ত ৩টি কাজই আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পছন্দনীয় এবং তিনি উক্ত কাজ সম্পাদনকারীকে যথেষ্ট ছওয়ার দান করবেন।

৪র্থ ও ৫ম অছিয়ত

৪র্থ ও ৫ম অছিয়ত ছিল দরিদ্রদের সাথে উঠাবসা করা ও বিপদগ্রস্তদের সাথে বসে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে। উপরোক্ত উভয় কাজেই দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তরা যেমন খুশী হয় তেমনি নিজের মনে অহমিকা ভাব সৃষ্টি হতে পারেনা। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীনও তাকে দরিদ্র ও বিপদগ্রস্ত বান্দার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে অশেষ ছওয়ার দান করবেন।

৬ষ্ঠ ও ৭ম অছিয়ত

৬ষ্ঠ ও ৭ম অছিয়ত ছিল লেবাস-পোষাক প্রসঙ্গে।

আল্লাহর প্রিয় নবী (স:) তাঁর প্রিয় ছাহাবী হযরত আবুজার গিফারীকে সাধারণ লেবাস পরতে বলেছেন। আবার কখনও কখনও আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়াস্বরূপ আল্লাহকে খুশী করার জন্য উত্তম লেবাস পরিধান করতে বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
وَلَا تُسْرِفُوا - (الاعراف - ৩২)

অর্থ : তোমরা প্রতি নামাযের সময় উত্তম লেবাস পরিধান কর, আর খাও ও পান কর, তবে বাহুল্য ব্যয় করোনা (সূরা আরাফ : ৩২)

আল্লাহ আরও বলেন :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ - (الاعراف - ৩৩)

অর্থ : হে নবী! আপনি জিজ্ঞেস করুন, কে হারাম করেছে উত্তম লেবাস যা মানুষের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, আর কেইবা হারাম করেছে তাদের জন্য উত্তম খাদ্য? (সূরা আরাফ : ৩৩)

৮ম অঙ্কিত

হযরত আবুজার গিফারীর উদ্দেশ্যে হযুরের ৮ম অঙ্কিত ছিল, আল্লাহর কোন সৃষ্টি জীবকে যেন আগুনে পোড়ানোর শাস্তি না দেয়া হয়। মানুষের জন্য যেসব জীব পীড়াদায়ক বা ভয়াবহ, যেমন শাপ, বিচ্ছু, বোলতা-ভীমরুল ইত্যাদিকে মারা বৈধ। কোন কোন ক্ষেত্রে মারা অধিকতর ছওয়াবের কাজ। তবে এসব জীবকে পুড়িয়ে মারা যাবে না। অন্যভাবে মারতে হবে।

হযরত আবুজার গিফারীর (রা:) উপরে হযুরের এসব অঙ্কিতের প্রভাব এত ছিল যে, তিনি সারা জীবনই খুব সাদা-সিধে জীবন যাপন করেছেন এবং সম্পদের মোহ তাঁকে সামান্যতমও আকৃষ্ট করতে পারেনি।

জনৈক ছাহাবীর উদ্দেশ্যে রসূলের ৫টি অছিয়ত

(২৮) قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) أَوْصِنِي فَقَالَ أَوْصِيكَ
بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ مَعَهُ الْإِجَابَةَ وَعَلَيْكَ بِالشُّكْرِ فَإِنَّ مَعَهُ الزِّيَادَةَ
وَأَنْهَاكَ عَنِ الْمَكْرِ فَإِنَّهُ لَا يَحِقُّ الْمَكْرَ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَعَنِ
الْبُغْيِ فَإِنَّهُ مِنْ بُغْيٍ عَلَيْهِ نَصْرَهُ اللَّهُ وَإِيَّاكَ وَأَنْ تَبْغُضَ مُؤْمِنًا
أَوْ تُعَيِّنَ عَلَيْهِ - (فى كتاب حافظ ابن عبد البر)

(২৮) অর্থ : এক ব্যক্তি (ছাহাবী) রসূলের কাছে আবেদন করল যে, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার উদ্দেশ্যে কিছু অছিয়ত করুন। রসূল (স:) বললেন, তোমাকে আমি (আল্লাহর কাছে) দোয়া করার অছিয়ত করছি। কেননা (আল্লাহ) দোয়া কবুল করেন। তোমাকে শোকরের অছিয়ত করছি। কেননা শোকর (আল্লাহর) নিয়ামত বৃদ্ধি করে। আমি তোমাকে কুট-কৌশল থেকে নিষেধ করছি। কেননা তা দ্বারা সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর আমি তোমাকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করছি। কেননা যার সাথে সীমা লংঘনের আচরণ করা হয় তাকে আল্লাহ সাহায্য করেন। খবরদার তুমি কোন মুমিনের সাথে যেমন শত্রুতা করবেনা, তেমনি তার ক্ষতিও করবেনা।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত অছিয়ত হাফেযে হাদীস ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিটি অছিয়ত কোরআন-সুন্নার অনুকূলে থাকায় প্রসিদ্ধ কোন হাদীসের কিতাবে এ অছিয়তের উল্লেখ না থাকলেও ফাযায়েলে আমলের পর্যায় হাফেয ইবনে আব্দুল বার উপরোক্ত অছিয়তসমূহ বর্ণনা করেছেন।

রাগ না করা ও গালি না দেয়ার ব্যাপারে জনৈক ছাহাবীকে রসূলের অছিয়ত

(২৭) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ
(ص) أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبُ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبُ -
(بخاری)

(২৯) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী করীমকে (স:) বললেন, হযুর আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। হযুর বললেন, তুমি কখনও রাগ করবেনা, লোকটি বার বার অছিয়ত করার কথা বলতে থাকলে হযুরও বার বার বলছিলেন, তুমি কখনও রাগ করবেনা। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর প্রিয় রসূল সকলকে একই অছিয়ত করেন নি, বরং প্রশ্নকারীর অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময় প্রশ্নকারীকে অছিয়ত করেছেন। কখনও কখনও প্রিয় নবী (স:) কোন কোন ছাহাবীকে সঞ্জোধন করে নিজেই বিভিন্ন বিষয় অছিয়ত করেছেন। আবার কখনও কখনও ছাহাবী নিজেই হযুরের কাছে অছিয়ত কামনা করায় কামনাকারীর উদ্দেশ্যে হযুর অছিয়ত করেছেন। আলোচ্য হাদীসের অছিয়ত ছিল ছাহাবীর আকাংখার জওয়াব।

রাগ অনেক সময় মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে। ফলে অনেক অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে যায়, যার জন্য পরে অনুতপ্ত হতে হয়। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে গোস্তা সংবরণকারী ও ক্রটি ক্ষমাকারীর প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন:

وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ. (আল عمران - ১৩২)

অর্থ : যারা গোঁস্বা সংবরণ করে এবং লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়,
আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদেরকে ভালবাসেন।

(সূরা আল-ইমরান : ১৩৪)

আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে আরও বলেন:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا
مَآغُضُوبًا هُمْ يَعْفِرُونَ. (الشورى - ৩৮)

অর্থ : আর আমার যেসব বান্দারা অশ্লীল কাজ ও কবীরা গুনাহসমূহ
হতে বেঁচে থাকে আর গোঁস্বার মাথায় লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়।

(সূরা শূরা : ৩৭)

গোঁস্বা প্রসঙ্গে নিম্নে আর একটি হাদীস পেশ করা হল:

(৩০) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)
قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ إِنَّهَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ
نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (بخارى - مسلم)

(৩০) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল (স:) ইরশাদ
করেছেন, কুস্তীতে জিতে বীর হওয়া যায়না। প্রকৃত বীর হল সে যে রাগের
মাথায় নিজের নফসকে সামলাতে পারে। (বুখারী-মুসলিম)

পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে রসূলের (স:) অছিয়ত

(৩১) وَعَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبَ عَنِ النَّبِيِّ (ص)
 إِنَّ اللَّهَ يُؤْصِيكُمْ بِأَبَائِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُؤْصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ
 اللَّهَ يُؤْصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُؤْصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ
 اللَّهَ يُؤْصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ - (ابن ماجه، مسند امام احمد)

(৩১) অর্থ : মিকদাম বিন মাদিকারাভ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, অবশ্য আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন। অবশ্য আল্লাহ অছিয়ত করেছেন, তোমাদের মায়াদের ব্যাপারে, আল্লাহ অছিয়ত করেছেন তোমাদের মায়াদের ব্যাপারে, অছিয়ত করেছেন তোমাদের মায়াদের ব্যাপারে। আরও অছিয়ত করেছেন নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে (ইবনে মাজাহ, মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ইমাম বুখারীও আদাবুল-মুফরাদে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : হাদীসে প্রিয় নবী (স:) আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে পিতা-মাতা ও নিকটতমদের ব্যাপারে যে অছিয়ত করেছেন তার উল্লেখ করেছেন। এখানে রসূল (স:) নিজের অছিয়তের কথা বলেননি। অবশ্য রসূলও আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া নিজ থেকে কোন অছিয়ত করেননি।

পিতা-মাতা সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ
وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَمِيْنٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ط إِلَىٰ
الْمَصِيرِ. (لقمان- ۱۴)

অর্থ : আমি মানব জাতিকে অছিয়ত করেছি তাদের পিতা-মাতার ব্যাপারে। তার মা তাকে কষ্টের পরে কষ্ট করে বহন করেছে আর তাকে বুকের দুধ পান করিয়ে লালন-পালন করেছে পূর্ণ দু'বছর। সুতরাং আমার শোকর আদায় কর, আর শোকর আদায় কর পিতা-মাতার। পরিণামে তোমাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।

(সূরা লোকমান : ১৪)

পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে আল্লাহ রাক্বুল আলামীন কোরআনে আরও বলেছেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۚ
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَىٰ
الْمُتَّقِينَ- (البقرة- ۱৮০)

অর্থ : মৃত্যুকালে তোমরা যদি কোন মাল (সম্পদ) রেখে যাও, তাহলে তোমাদেরকে পিতা-মাতা ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের জন্য ইনসাফ মোতাবেক ঐ মালে অছিয়ত ফরজ করা হল। মুত্তাকিনদের জন্য এটাকে হক করে দেয়া হল। (সূরা বাকারা : ১৮০)

অবশ্য মিরাসের আয়াত বা হুকুম নাযিল হওয়ার পর ওয়ারিসদের জন্য অছিয়ত বাতিল হলেও ওয়ারিসের বাইরে নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে বাতিল হয়নি।

পিতা-মাতার অধিকার প্রসঙ্গে উপরে হযরত মুয়ায বিন জাবালের

হাদীসে বিস্তারিত এসেছে। সম্মানিত পাঠকদেরকে সেটা পড়ে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

পিতা-মাতার হকের পরেই হল নিকট আত্মীয়দের হক। কোরআন হাদীসের পরিভাষায় এদেরকে আকরাব বলা হয়েছে। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বারবার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও তাকে দৃঢ় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ
نِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء- 1)

অর্থ : হে মানব মন্ডলী!, তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন। আর ঐ একই ব্যক্তি হতে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর এই উভয়ের মাধ্যমে অজস্র পুরুষ ও নারী সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা ঐ আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা (পরস্পর পরস্পরের) হক কামনা করে থাক, আর আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। (সূরা নিছা : ১)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ গোটা মানব মন্ডলীকে উদ্দেশ্যে করে সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখা ফরয এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম বা গুনাহে কবীরা। রসূলের হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। আত্মীয়দের পরস্পরের হকের শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে রসূল (স:) একটি মূলনীতি বাতিয়েছেন, তা হল: - **الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ**

অর্থাৎ সম্পর্কের দিক দিয়ে যে যত নিকটে তার হক তত বেশী।

আত্মীয় হওয়ার কারণে আপন ভাই এবং চাচাতো ভাই উভয়েরই হক আছে। তবে আপন ভাইয়ের হক চাচাতো ভাইয়ের হকের চেয়ে বেশী। অনুরূপভাবে আপন চাচা এবং চাচাতো চাচার হক।

রসূল (স:) পবিত্র হাদীসে উল্লেখ করেছেন:

(৩২) وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) ... قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ - (ترمذی)

(৩২) অর্থ : হযরত সালমান বিন আমের (রা:) নবী করীম (স:) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মিসকিনকে কেউ কিছু দান করলে শুধু দানের ছওয়াবই পাবে। আর আত্মীয়কে দান করলে দানের ছওয়াব এবং আত্মীয়তার হক আদায় করার ছওয়াব পাবে। (তিরমিযি)

রসূল (স:) আর এক হাদীসে বলেন:

(৩৩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ (ص) وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى مِلَّتِهِ وَيَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (الترغيب)

(৩৩) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, একদা রসূল (স:) বলেন, হে মুহাম্মদের (স:) উম্মতগণ! আমি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি আমাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ সেই ব্যক্তির

দান কিছুতেই কবুল করবেন না, যে তার অভাবী এবং তার অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী আত্মীয়কে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে দান করে। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, ঐ ব্যক্তির দিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ফিরেও তাকাবেন না। (আত-তারগীব)

হাকীম বিন হিয়াম (রা:) হতে আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে:

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ - قَالَ (ص) عَلَى ذِي الرَّحِمِ
الْكَاشِحِ - (دارمی)

অর্থ : একদা এক ব্যক্তি রসূলকে (স:) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে কোন দানটি সবচেয়ে বেশী প্রিয়? হযুর (স:) জওয়াবে বললেন, দুর্ব্যবহারকারী আত্মীয়কে যা দান করা হয়। (দারেমী)

ব্যাখ্যা : কোরআন ও হাদীসের উপরোক্ত নির্দেশনাবলী যদি সবাই মেনে চলে তাহলে গোটা মানব সমাজই একটি অভিন্ন কল্যাণকর সমাজে পরিণত হয়। কেননা দুনিয়ায় কোন মানুষই আত্মীয় ছাড়া নেই।

প্রতিবেশীদের হক প্রসঙ্গে রসূলের (স:) অছিয়ত

(৩২) وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ (ص)
مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُؤْمِنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُرِّيهِ -
(بخاری، مسلم)

(৩৪) অর্থ : হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, প্রতিনিয়তই জিবরাঈল (আ:) প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে আমাকে অছিয়ত করতেন। এমনকি আমার ধারণা হয়েছিল যে, হযরত প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানান হবে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে আল্লাহর রসূল কোন ছাহাবীকে অছিয়ত করেননি। বরং জিবরাঈল (আ:) স্বয়ং রসূলকে অছিয়ত করেছেন। আর এ অছিয়ত জিবরাঈল (আ:) একবার দুইবার করেননি। বরং বারবার করেছেন। যার ফলে রসূলের ধারণা এসেছিল যে, হযরত আল্লাহ প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করবেন।

(৩৫) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي (ص)
بِثَلَاثٍ - أَسْمَعُ وَأَطِيعُ وَلَوْ لَعَبْدٍ مُّجَدِّعِ الْأَطْرَافِ وَإِذَا
صَنَعْتَ مَرَقًا فَانْكَثِرْ مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتِكَ مِنْ جِيرَانِكَ
فَأَصِْبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ وَصَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَمَهَا - (مسلم)

(৩৫) অর্থ : হযরত আবুজার (রা:) বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু

আমাকে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছেন। অংগহীন কোন দাসকেও যদি আমির করা হয় তার আনুগত্য করতে। আর সালুন পাকালে পরিমাণে একটু বেশী পাকাতে যাতে করে আমি প্রতিবেশীকে তা হতে উত্তমভাবে দিতে পারি। আর তিনি আমাকে নামায ওয়াস্ত মোতাবেক আদায় করতে বলেছেন।

ব্যাখ্যা : হাদীসে খলিল বলতে রসূলুল্লাহকে (স:) বোঝান হয়েছে। আল্লাহর রসূল হযরত আবুজারকে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছিলেন। যার মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিবেশীর প্রতি বিশেষ আচরণের অছিয়ত ছিল।

কোরআনে হাকিমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তিন ধরনের প্রতিবেশীদের বর্ণনা দিয়ে তাদের প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ - (النساء ৩৬)

অর্থ : আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর পিতা-মাতার প্রতি ইহসান কর। ইহসান কর নিকট আত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের উপরে। আর ইহসান করবে আত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ব প্রতিবেশী ও সফর সঙ্গীর প্রতি। (সূরা নিছা : ৩৬)

ব্যাখ্যা : এখানে তিন শ্রেণীর প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। ১নং আত্মীয় প্রতিবেশী, ২নং অনাত্মীয় প্রতিবেশী ও ৩নং হল সফরকালীন সফরসংগী অর্থাৎ খন্ডকালীন প্রতিবেশী। আলোচিত তিন ধরনের প্রতিবেশীর সাথেই উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞ আলোচনা অন্যভাবে প্রতিবেশীকে তিন প্রকারে ভাগ করেছেন। (১) আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী, এর হক হল তিনটি। আত্মীয়ের হক, ইসলামের হক ও প্রতিবেশীর হক (২) অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। এর হল দু'টি হক : প্রতিবেশী হওয়ার হক ও মুসলমান হওয়ার হক। (৩)

অমুসলিম প্রতিবেশী। এর হক একটি, তাহল প্রতিবেশী হওয়ার হক।

হযরত নাফে ইবনে হারিস হতে প্রতিবেশী সম্পর্কে নিম্ন লিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে,

(৩৬) وَعَنْ نَافِعِ بْنِ حَارِثٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ
مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ
وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ - (ادب المفرد)

(৩৬) অর্থ : নাফে ইবনে হারিস (রা:) বলেন, রসূল (স:) বলেছেন, সেই মুসলিম ব্যক্তি ভাগ্যবান যার বাড়ী প্রসস্থ, যার প্রতিবেশী নেককার ও যার সোয়ারী উত্তম। (আদাবুল মুফরাদ)

রসূল (স:) আল্লাহর কাছে নিম্নে বর্ণিত দোয়া করতেন:

(৩৭) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ
(ص) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِى دَارِ الْمَقَامِ -

(৩৭) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, নবী করিমের (স:) দোয়ার মধ্যে এই দোয়াটিও शामिल ছিল। তিনি বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার বাসস্থান সংলগ্ন খারাপ প্রতিবেশী হতে আমাকে বাঁচাও।”

রসূল (স:) আর এক হাদীসে বলেন,

(৩৮) وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)
مَنْ أَذَى جَارَةٌ فَقَدْ أَذَانِي وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ - (الترهيب)

(৩৮) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:)

বলেছেন, যে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিল। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)

(৩৭) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قِيلَ لِلنَّبِيِّ (ص) يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَلَانَةَ تَقْوَى اللَّيْلِ وَتَصُومُ النَّهَارَ وَتَفْعَلُ وَتَتَصَدَّقُ وَتُوذِي جِيرَانَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَأَخِيرَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَقَالُوا فَلَانَةَ تَصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ وَتَتَصَدَّقُ بِأَثْوَارِ أَقْطٍ وَلَا تُوذِي أَحَدًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - (بخاری - ادب المفرد)

(৩৯) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূলকে (স:) এমন এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে রাত্রি জেগে নামায পড়ে এবং দিনে রোযা রাখে, আর সে ভাল কাজ করে এবং দান খয়রাতও করে। কিন্তু সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রসূল (স:) বললেন, ঐ মহিলার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামী। লোকরা বললেন, হযুর আর একজন মহিলা আছে সে ফরজ নামায পড়ে, কিছু দান খয়রাতও করে তবে সে কাউকে (প্রতিবেশীকে) কষ্ট দেয় না। হযুর বললেন, এই মহিলা জান্নাতী। (বুখারী আদাবুল মুফরাদ)

মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে রসূলের (স:) অছিয়ত

(৴০) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ الْجَشَمِيِّ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ (ص) فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَآتَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظًا ثُمَّ قَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَهْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ فَإِنَّ فَعْلَنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنَّ أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا (بخاری، مسلم)

(৴০) অর্থ : হযরত আমর বিন আহওয়াস জুসামি (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বিদায় হজ্জে রসূলের কাছ হতে (প্রথমত:) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও (জনতার উদ্দেশ্যে) ওয়াজ নছিহতের বাণী শুনালেন, অতঃপর রসূল (স:) বললেন, সাবধান, তোমরা আমার কাছ হতে মহিলাদের সাথে উত্তম আচরণের অছিয়ত গুনে নাও। তারা তো তোমাদের কাছে প্রায় বন্দিণীর মত। স্ত্রীত্বের অধিকার ছাড়া তোমরা তাদের (সবকিছুর) মালিক নও। তবে হাঁ তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় আর যদি এ ধরনের লিপ্ততা পাওয়া যায়, তাহলে তাদেরকে ঠিক পথে আনার জন্য বিছানা আলাদা কর। আর আহত না করে তাদেরকে

কিছু মারার শাস্তি দাও। যদি এতটুকুতে তারা ঠিক হয়ে যায় এবং আনুগত্য করে, তাহলে তাদের সাথে কঠোর আচরণের আর কোন বাহানা খুজবেনা। মনে রেখ, তোমাদের যেমন তোমাদের স্ত্রীদের উপরে অধিকার আছে, তেমনি তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের উপরে অধিকার আছে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসটি রসূলের (স:) বিদায় হজ্জের বিদায়ী ভাষণের একটি অংশ মাত্র। যে অংশে রসূল (স:) বিশেষভাবে মহিলাদের ব্যাপারে উম্মতকে অছিয়ত করেছিলেন। রাবীর বর্ণনায়ও এর ইংগিত আছে। যেমন তিনি বলেছেন, রসূল (স:) তাঁর ভাষণের সূচনায় আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করলেন। এরপর তিনি জনতার উদ্দেশ্যে নছিহত করলেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু বর্ণনাকারী ছাহাবী এখানে রসূল কোন ভাষায় আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন তা যেমন বলেননি, তেমনি তিনি উপস্থিতিকে সামনে রেখে কি কি নছিহত করেছিলেন তাও তিনি বর্ণনা করেননি। তিনি বিশেষ গুরুত্বের কারণে মহিলা সম্পর্কীয় ছয়ুরের অছিয়তের অংশটাই শুধু বর্ণনা করেছেন।

ইসলামের পূর্বে ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্ম নারীদেরকে চরমভাবে অধিকার বঞ্চিত রেখেছিল। আরবের জাহেলী সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করার নজিরও ছিল। এ ধরনের অবস্থার মধ্যে ইসলামের শেষ নবী এসে নারীদেরকে মুক্তির বাণী শুনালেন। পুরুষদের মানসিকভাবে যেমন নারীদের অধিকার দিতে প্রস্তুত করলেন। তেমনি নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কোরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান জারী করলেন। বিদায় হজ্জের বিদায়ী বক্তব্যও প্রমাণ করে যে, নারীদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূল কত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে মহিলাদের প্রশংগ বলতে গিয়ে পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - (نساء- ১৭)

অর্থ : তোমরা তাদের সাথে উত্তমভাবে জীবন যাপন কর ।

(সূরা নিছা:১৯)

আল্লাহ নারী-পুরুষের সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

هُنَّ لِبَاسٌ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ - (البقرة-١٨٤)

অর্থ : নারীরা তোমাদের লেবাসস্বরূপ আর তোমরাও নারীদের লেবাসস্বরূপ । (সূরা বাকারা : ১৮৭)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপারে এর চেয়ে ভাল উপমা আর হতে পারেনা । মানুষের পোষাক বা আচ্ছাদন ১নম্বরে তার অংগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, ২য় নম্বরে তার গোপনাঙ্গ আবৃত রাখে, আর ৩য় নম্বরে তার শরীরকে গ্রীষ্ম ও শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচায় । ঠিক অনুরূপভাবে স্ত্রী স্বামীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে এবং তাকে বিপদ-আপদ থেকে যতটা সম্ভব বাঁচায় । স্বামীও স্ত্রীর ব্যাপারে উপরোক্ত ভূমিকা পালন করবে । এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবন মধুময় ও কল্যাণকর হবে ।

কোরআন ও হাদীসে পিতা মাতার হকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মায়ের হক পিতার হকের চেয়ে অধিক বলে ঘোষণা দিয়েছে । কন্যা সন্তানকে উত্তমভাবে লালন-পালনকারী পিতা-মাতাকে আল্লাহর রসূল বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন ।

মহিলাদের সম্পর্কে প্রিয় নবীর (স:) দুটি হাদীস পেশ করে এ সম্পর্কীয় আলোচনা শেষ করব ।

(৩১) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(ص) أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ

خَيْرُكُمْ إِلَى نِسَائِهِمْ - (ترمذی)

(৪১) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:)

বলেছেন, ঈমানের দিক দিয়ে সেই পূর্ণতা লাভ করেছে যার চরিত্র উত্তম।
আর তোমাদের মধ্যে সে-ই ভাল যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল। (তিরমিযি)

(৴৴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَاصٍ (رض) أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ
الضَّالِحَةُ - (مسلم)

(৴৴) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন 'আছ (রা:) হতে
বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, দুনিয়া সবটাই সম্পদ, আর সবচেয়ে উত্তম
সম্পদ হল নেককার স্ত্রী। (মুসলিম)

মিসওয়াক সম্পর্কে রসূলের (স:) অছিয়ত

(২৩) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)
 قَالَ تَسَوَّكُوا فَإِنَّ السَّوَّكَ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاءَةٌ لِلرَّبِّ
 مَا جَاءَنِي جَبْرِيْلُ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسَّوَّكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ
 أَنْ يُفَرِّضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ
 عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ عَلَيْهِمْ وَإِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ
 خَشِيتُ أَنْ أَحْفَى مَقَادِمًا فِيَّ - (ابن ماجه)

(৪৩) অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমরা মিসওয়াক কর। কেননা মিসওয়াকের সাহায্যে যেমন মুখ পবিত্র হয়, তেমনি আল্লাহর সন্তুষ্টিও লাভ হয়। জিবরাইল (আ:) এসে নিয়তই আমাকে মিসওয়াকের জন্য অছিয়ত করতেন। এমন কি আমার আশংকা হয়েছিল যে, হয়তবা মিসওয়াক করা আমার ও আমার উম্মতের জন্য ফরজ করা হবে। আমার উম্মতের জন্য কঠিন হওয়ার আশংকা যদি না থাকত, তাহলে তাদের জন্য মিসওয়াক ব্যবহার ফরজ করে দিতাম। আর আমি এত অধিকবার মিসওয়াক ব্যবহার করি, যার ফলে আমার মুখের অগ্রভাগ আহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। (ইবনে মাজাহ)

মিসওয়াক সম্পর্কে রসূলের (স:) নিম্নে দু'টি হাদীস পেশ করা হল,

(২২) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(ص) لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ - (ابن ماجه)

(৪৪) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল (স:) বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য যদি কঠিন না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে প্রতি নামাযের ওয়াক্তে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

(٢٥) وَعَنِ الْعَبَّاسِ (رَضِيَ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا فَرَضَ عَلَيْهِمُ الْوُضُوْءَ - (بيهقي)

(৪৫) অর্থ : হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হলে প্রতি নামাযের ওয়াক্তে মিসওয়াক করা ফরজ করে দিতাম। যেমনভাবে অজু ফরজ করা হয়েছে। (বায়হাকি)

ব্যাখ্যা : হযরত জিবরাইলের (আ:) অছিয়তের হাদীসসহ মিসওয়াক প্রশংগে এত অধিক হাদীস এসেছে যার সংখ্যা অগণিত। এজন্যই সমস্ত ইমামদের ঐক্যমতে মিসওয়াক সূন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ১ম হাদীসে রসূলকে (স:) বারবার জিবরাইলের (আ:) অছিয়তের কারণে এক সময় রসূল ধারণা করছিলেন যে, হয়তো মিসওয়াক করাকে ফরজ করা হবে। এ দ্বারা মিসওয়াকের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা প্রমাণ হয়। কোরআনে করিমে আল্লাহ রক্বুল আলামীন বলেছেন:

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ - (البقرة- ২২২)

অর্থ : আল্লাহ রক্বুল আলামীন তওবাকারীকে ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন

লোকদেরকে ভালবাসেন। (সূরা বাকারা : ২২২)

হাদীস ও ফিকহের কিতাবে বহু পৃষ্ঠা জুড়ে তাহরাত বা পবিত্রতার ব্যাপারে আলোচনা এসেছে। রসূল (স:) বলেছেন,

(৴৶) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ - (مسلم)

(৪৬) অর্থ : পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক। (মুসলিম)

নামায ঠিকমত আদায়ের জন্য পবিত্রতাকে শর্ত করা হয়েছে। যেমন নামাযীর শরীর পবিত্র হওয়া, পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র হওয়া এবং যেখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে সে জায়গা পবিত্র হওয়া নামাযের ফরজসমূহের মধ্যে শামিল। শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংগের মধ্যে মুখ হল অন্যতম। মুখের সাহায্যে খেতে হয়, কথা বলতে হয় এবং নামাযে দাঁড়িয়ে কেয়াত, তসবীহ, দোয়া দরুদ ইত্যাদি পড়তে হয়। মুখের অন্যতম অংশ হল দাঁত। দাঁত পরিষ্কার না থাকলে মুখ পরিষ্কার থাকেনা। সাধারণত খাদ্যের কণা দাঁতের গোড়ালিতে আটকে থাকে। ঠিকমত মিসওয়াকের সাহায্যে দাঁতের গোড়ালি পরিষ্কার না করলে পচা খাদ্যের কণা পুনরায় খাদ্য গ্রহণের সময় পেটে গিয়ে বদ হজমের সৃষ্টি করে। মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং দাঁতের গোড়ালীতে রোগের সৃষ্টি করে। তাছাড়া দাঁতের সাথে হৃদ, চোখ ও ব্রেনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সুতরাং দিন ও রাতে বহুবার দাঁত পরিষ্কার করার তাকিদ আল্লাহর নবী তাঁর উম্মতকে দিয়েছেন।

রসূলের সময় যেহেতু ব্রাস ছিল না তাই রসূল (স:) এবং ছাহাবায়ে কেলাম গাছের ডালের মিসওয়াক ব্যবহার করতেন।

মিসওয়াক কতবার এবং কখন ব্যবহার করবে এ ব্যাপারেও হাদীস মঞ্জুদ আছে। যেমন উপরের বর্ণিত হাদীসে প্রতি অযুর সময় বা নামাযের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা:) বর্ণিত হাদীসে ঘরে প্রবেশের সাথে সাথে এবং ঘুম হতে জাগার পরপর হযুরের মিসওয়াক করার বিবরণ আছে। যেমন:

(৩৮) وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ شَرِيحٍ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
 قُلْتُ لِعَائِشَةَ (رض) بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ (ص) بَدَأَ إِذَا
 دَخَلَ الْبَيْتَ قَالَتْ بِالسُّوَاكِ -

(৪৭) অর্থ : হযরত মেকদাদ বিন সুরায়হ বিন হানি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা হযরত আয়েশাকে (রা:) জিজ্ঞেস করেছিলেন, হযুর ঘরে প্রবেশ করার পর প্রথম কি কাজ করতেন? তিনি জওয়াবে বললেন, হযুর পহেলা মিসওয়াক করতেন। (মুসলিম)

(৩৮) وَعَنِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ (ص)
 لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَنَهَارٍ فَاسْتَيْقَظَ إِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ
 يَتَوَضَّأَ - (بيهقي)

(৪৮) অর্থ : হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, নবী করীম (স:) দিনে বা রাতে যখনই ঘুম থেকে জাগতেন। অযু করার পূর্বে তিনি মিসওয়াক করে নিতেন।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত দু'টি হাদীসের মাধ্যমে অতিরিক্ত জানা গেল যে, হযুর নামাযের ওয়াক্ত ছাড়াও ঘরে প্রবেশ করে এবং ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করতেন।

কারো কারো মতে রোযার দিন বিকালে মিসওয়াক না করা উত্তম। এমত আসলে ঠিক নয়। এ প্রশংগে নিম্নে দু'টি হাদীস পেশ করা হল:

(৩৯) وَعَنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 (ص) يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَأَ أَحْصَى وَلَا أَعَدَّ - (بخاری،
 ابوداؤد، ترمذی)

(৪৯) অর্থ : হযরত আমের বিন রাবিয়া (রা:) বলেন, আমি রোযা অবস্থায় রসূলকে (স:) অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি। (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযি)

(৫০) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ قَالَ يَسْتَاكُ
الصَّائِمُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَأَخْرَهُ - (بخاری)

(৫০) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা:) বলেন, রোযাদার দিনের প্রথম অংশেও মিসওয়াক করবে এবং শেষ অংশেও। (বুখারী)

মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রিয় নবীর

উদ্দেশ্যে ৯টি অছিয়ত

(৫১) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَوْ صَانِي رِيِّ بِتِسْعٍ
بِالإِخْلَاصِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَبِالْعَدْلِ بِالرِّضَا وَالغَضَبِ
وَبِالْقَصْدِ بِالغِنَى وَالْفَقْرِ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَأَعْطَى
مَنْ حَرَمَنِي وَأَصِلُ مَنْ قَطَعَنِي وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا
وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظْرِي عِبْرَةً - (بهجة المجالس من ابن عبد البر)

(৫১) অর্থ : রসূল (স:) বলেছেন, আমার রব আমাকে নয়টি বিষয় অছিয়ত করেছেন। প্রকাশ্য কিম্বা গোপন সর্বাবস্থায় ইখলাসের অছিয়ত করেছেন। স্বাভাবিক কিম্বা গোস্বা উভয় হালাতে সুবিচারের অছিয়ত করেছেন। অছিয়ত করেছেন পরিমিত ব্যয়ের, ধনী থাকি কিম্বা গরীব থাকি। যে আমার উপর জুলুম করবে তাকে ক্ষমা করতে বলেছেন। যে আমাকে বঞ্চিত করবে তাকে দিতে বলেছেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেছেন। (আল্লাহ আরও অছিয়ত করেছেন) আমার চুপ থাকা যেন ধ্যানের কারণ হয়, জিহ্বা যেন নিয়ত জিকিরে থাকে এবং দৃষ্টি যেন উপদেশ গ্রহণ করে। (বাহজাতুল মাজালেস)

ব্যাখ্যা : উপরের এই হাদীসটি ছাড়া এই কিতাবে বর্ণিত সবগুলি হাদীসই কোন ছাহাবীকে সামনে রেখে উম্মতের জন্য রসূলের (স:)

অছিয়ত সংক্রান্ত । কিন্তু উপরের হাদীসটি রসূলের জন্য আল্লাহর অছিয়ত । উপরোক্ত হাদীসটি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাফেযে হাদীস ইবনে আবদুল বার তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব বাহজাতুল মাজালেস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন । হাদীসে নবী করীমকে (স:) স্বয়ং আল্লাহ যে অছিয়ত করেছেন তা শুধু নবী করিমের (স:) জন্য খাস নয় বরং উম্মতের জন্যও । তা নাহলে নবী করীম (স:) তা বর্ণনা করতেন না ।

ইলম শিক্ষার্থীদের প্রসংগে রসূলের (স:) অছিয়ত

(৫২) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ
(ص) قَالَ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَاءٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ
فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَأَقْنُوهُمْ -
(ابن ماجه)

(৫২) অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, অনতিবিলম্বে তোমাদের কাছে ইলম হাছিল করার জন্য দলে দলে লোক আসবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মারহাবা মারহাবা বলে অভিনন্দন জানাবে। আর বলবে, তোমাদের ব্যাপারে রসূল (স:) আমাদেরকে অছিয়ত করেছেন। আর তোমরা তাদেরকে ইলম শিখাবে।
(ইবনে মাজাহ)

(৫৩) وَعَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا أَبَا
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَنَا إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُونَكُمْ
مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا جَاءُوكُمْ
فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا - (ترمذى وابن ماجه)

(৫৩) অর্থ : আবু হারুন আবদী বলেন, আমরা যখন আবু সাইদ খুদরীর (রা:) কাছে যেতাম, তখন তিনি বলতেন, এস. এস তোমাদের প্রসংগে রসূলের (স:) অছিয়ত আছে। আমাদেরকে রসূল (স:) বলেছেন, লোকেরা তোমাদের (মদীনাবাসীদের) অনুসরণকারী হবে। আর, তারা দ্বীনের ইলম হাছিল করার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ হতে তোমাদের কাছে আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তোমরা তাদের সর্বোত কল্যাণ কামনা করবে। (অর্থাৎ সার্বিক ব্যবস্থাসহ তাদেরকে ইলমে দ্বীন শিখাবে।)

ব্যাখ্যা : ইলম শিখার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন ও তাঁর রসূল বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন। আল্লাহর সমস্ত নবীগণই ছিলেন আলেম। আল্লাহ স্বয়ং নবীদেরকে তালিম দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا جَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ - (النمل : ١٥)

অর্থ : অবশ্য আমি দাউদ ও সূলায়মানকে ইলম দান করেছিলাম। আর তারা (এর বিনিময়ে) বলেছিলেন, আমরা ঐ মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি তাঁর অসংখ্য মুমিন বান্দার উপর আমাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন। (সূরা নমল : ১৫)

রসূলুল্লাহকে (স:) উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন,

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا - (النساء : ١١٣)

অর্থ : তোমার উপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছি। আর তুমি যা জানতে না তা তোমাকে আমি শিখিয়েছি। আর তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ অপ্রতুল। (সূরা নিছা : ১১৩)

আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে আরও বলেন,

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ - (المجادلة - ১১)

অর্থ : যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে তাদের জন্যই হল মর্যাদা।
(সূরা মুজাদালাহ : ১১)

তিনি আরও বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

(الزمر-৯)

অর্থ : আপনি বলুন, কি হে যারা ইলম শিখেছে আর যারা ইলম শিখেনি এরা কি কখনও বরাবর হতে পারে? (সূরা যুমার : ৯)

রসূলের উপর সর্বপ্রথম কোরআনের যে পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়েছিল তা ছিল সূরা আলাকের অংশ এবং এই আয়াতসমূহে আল্লাহ রব্বুল আলামীন পড়া এবং ইলম ও কলমের কথা উল্লেখ করেছেন। কোরআনে করিমে একটি সূরার নাম সূরা কলম রাখা হয়েছে।

রসূল (স:) ইলম শিখা ও শিখাবার উপর গুরুত্ব দিয়ে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিম্নে রসূলের এ সম্পর্কীয় কয়েকটি হাদীস পেশ করা হল।

(৫৩) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحَوْتِ لِيُصَلُّوا

عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرِ - (الترمذی)

(৫৪) অর্থ : আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, একজন আবেদের উপর একজন আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর আমার মর্যাদা সমতুল্য। অতঃপর রসূল (স:) বললেন, স্বয়ং আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেশতাগণ এবং আসমান জমিনের সমস্ত অধিবাসীরা এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মাছ পর্যন্ত ইলম শিক্ষা দানকারীর জন্য দোয়া করে। (তিরমিযি)

ব্যাখ্যা : লক্ষ্য করার বিষয়, প্রথমত একজন আলেম আল্লাহর নিকট কি পরিমাণ মর্যাদার অধিকারী, হাদীসে রসূল (স:) তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি একজন আবেদ ব্যক্তির উপর একজন আলেমের মর্যাদা একজন সাধারণ উম্মতের উপর রসূলের (স:) মর্যাদার সমতুল্য বলেছেন। এর পর রসূল (স:) একজন ইলম বিতরণকারী শিক্ষকের ব্যাপারে যে কথা বলেছেন তা খুবই প্রনিধানযোগ্য। রসূল (স:) বলেছেন, মানুষকে সুশিক্ষা দানকারী একজন শিক্ষকের জন্য আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেশতাগণ এবং আসমান-জমিনের সমস্ত অধিবাসীগণ দোয়া করে থাকেন।

(৫৫) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ (ص) يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ
اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا
لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَاتَانِ فِي الْمَاءِ وَفَضَّلَ الْعَالِمُ
عَلَى الْعَابِدِ كَفَضَّلَ الْقَمَرَ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ
وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمُرِّيَّتُونَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا

وَأَنَّمَا وَّرَثُوا الْعِلْمَ فَمِنْ أَخْذِهِ أَخَذَ بِحِطِّهِ وَإِنِّرٍ - (ابوداؤد
وترمذی)

(৫৫) অর্থ : হযরত আবু দারদা (রা:) বলেন, আমি রসূলকে (স:) বলতে শুনেছি, যে লোক ইলম অর্জনের জন্য পথ ধরল, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। আর ফেরেশতাগণ ইলম অব্বেষণকারীর সম্মানে তাদের পর বিছিয়ে দেয়। তার জন্য আসমান-জমীনের অধিবাসীরা এমন কি পানির মধ্যে মাছ পর্যন্ত ইসতিগফার করে। একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবেদের উপরে যেমন চন্দ্রের মর্যাদা তারকারাজীর উপরে। আর আলেমগণ হল নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ (উত্তরাধিকারীদের জন্য) টাকা পয়সা রেখে যান না, রেখে যান ইলম। যিনি ইলম শিখলেন তিনি পূর্ণ নিয়ামত লাভ করলেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর প্রিয় পয়গম্বর আলেমদের পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

১নং বৈশিষ্ট্য হল: যে ইলম অর্জনের জন্য পথ অতিক্রম করবে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দিবেন।

২নং বৈশিষ্ট্য হল: ফেরেশতাগণ তার সম্মানে তাদের পাখা বিছিয়ে দেবে।

৩নং বৈশিষ্ট্য হল: আলেমের গুনাহ মাফির জন্য আসমান-জমিনের অধিবাসী এমনকি পানির মধ্যের মাছ পর্যন্ত ইসতিগফার করে।

৪নং বৈশিষ্ট্য হল: তারকাসমূহের তুলনায় চন্দ্রের যে মর্যাদা ঠিক অনুরূপভাবে আবেদ ব্যক্তির উপরে আলেমের মর্যাদা হবে।

৫নং বৈশিষ্ট্য হল: আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।

আলেমগণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে যে কত মর্যাদাবান উপরোক্ত হাদীস দু'টির ভাষ্যই তার বাস্তব প্রমাণ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্য মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য ইলম অপরিহার্য।

আল্লাহর নবীগণ সকলেই ছিলেন আলেম। আল্লাহ কোন ইলমবিহীন লোককে নবী বানাননি। প্রশ্ন হতে পারে হযরত আদম (আ:) কোথায় লিখাপড়া করেছেন, তাঁর পূর্বে তো পৃথিবীতে কোন মানুষ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। অনুরূপভাবে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদও (স:) তো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। মনে রাখতে হবে প্রথম নবী হযরত আদম (আ:) ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদকে (স:) আল্লাহ স্বয়ং নিজে তালিম দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ -
(البقرة - ৩২)

অর্থ : আল্লাহ আদমকে যাবতীয় বস্তুর নামের ইলম দান করে সে সব বস্তুর নাম ফেরেশতাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। (সূরা বাকারা : ৩২)

হযরত মুহাম্মদ (স:) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى -

অর্থ : সর্বশক্তিমান সত্ত্বা তাঁকে তালিম দিয়েছেন। (সূরা আন-নাজম : ৫)

আল্লাহ আরও বলেন:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا -
(سورة النساء - ১১৪)

অর্থ : আর আল্লাহ তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না। আপনার প্রতি আল্লাহর দয়া অসীম। (সূরা নিছা : ১১৪)

আল্লাহ তায়ালার শিখাতে সময়ের প্রয়োজন হয় না, মুহূর্তে তিনি অনেক কিছুই শিখিয়ে দিতে পারেন। এটাকে তাসাউফের পরিভাষায় ইলমে লাদুনী বলা হয়। এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাহলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইলমকে ভাগ করেননি বরং ইলমকে আম

অর্থাৎ সাধারণ রেখে ইলম শিখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ইলমে দ্বীন অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের ইলম যেমন ফরজ, তেমনি কোরআন হাদীসের ইলম মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে দুনিয়া পরিচালনার জন্য যে ইলম প্রয়োজন তা শিখাও ফরজ। আল্লাহ স্বয়ং আদমকে প্রথমেই যাবতীয় বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। কেননা এছাড়া খেলাফতের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। তা'ছাড়া অক্ষরজ্ঞান এবং ভাষাজ্ঞানও মানব জাতির জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিহার্য। সুতরাং বস্তুর ইলম এবং অক্ষর ও ভাষার ইলমও ফরজ। নবী করীম (স:) বদর যুদ্ধের কাফের বন্দীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানত তাদেরকে মুসলমানদের লেখা ও পড়া শিখানটা যুদ্ধের মুক্তিপণ হিসেবে ধার্য করেছিলেন। আর এটা তো জানা কথা, মুশরিকরা মুসলমানদেরকে দ্বিনি ইলম শিখায়নি। উপরের উভয় ঘটনাই প্রমাণ করে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ব্যাপারে ইলম হাসিল করা অপরিহার্য।

দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে অপরিহার্য ইলম হাসিল করা ফরজে আইন; আর উচ্চতর ইলম হাসিল করে কিছু সংখ্যক মুসলমানের বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরজে কেফায়া। লক্ষ্য করার বিষয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইলমকে ভাগ করে দেখাননি বরং আম রেখেছেন; যেমন আল্লাহ বলেন :

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ -

(الزمر - ৭)

অর্থ : যারা ইলম শিখেছে তারা আর যারা ইলম শিখেনি এরা কি এক হতে পারে? (সূরা জুময়া : ৯)

রসূল (স:) বলেছেন :

(৫৬) وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ - (بيهقي)

(৫৬) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম পুরুষ-মহিলার জন্য ইলম হাসিল করা ফরজ। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস এবং তার উপর বর্ণিত পবিত্র কোরআনে ইলমকে ভাগ করা হয়নি। এছাড়াও আল্লাহ কোরআনে দাউদ (আ:) সম্পর্কে বলেন:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمِّ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ - (انبیاء- ۸ۦ)

অর্থ : আমি তোমাদের জন্য দাউদকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করতে পারে। (সূরা আমবিয়া : ৮০)

সুলায়মান (আ:) আল্লাহর শোকর আদায় করতে গিয়ে বলেন, যা আল্লাহ নিম্নলিখিত ভাষায় কোরআনে বর্ণনা করেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْثَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ - (النمل : ۱۶)

অর্থ : হে মানবমন্ডলী! আল্লাহ আমাকে পাখীর ভাষা শিখিয়েছেন, আর তিনি আমাকে সবরকমের নিয়ামত দান করেছেন। অবশ্য এসব আল্লাহর দৃশ্যমান অনুগ্রহ। (সূরা নামল : ১৬)

এ ছাড়াও কোরআনে বর্ণিত আদমকে (আ:) বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহারের ইলম দান করা, রসূলের বদর যুদ্ধের শিক্ষিত মুশরিক বন্দীদের মুসলমানদেরকে শিক্ষাদানকে মুক্তিপণ ধার্য করা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, দ্বীন ও দুনিয়ার অপরিহার্য ইলম শেখা মুসলমানদের জন্য ফরজ। তবে অধিক ইলম (জ্ঞান) হাসিল করে বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরজে কেফায়া, ফরজে আইন নয়।

হযরত মুয়ায বিন জাবালের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) আরও ১০টি অছিয়ত

(৫৮) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَصِدْقِ الْحَدِيثِ وَوَفَاءِ الْعَهْدِ
وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ وَحِفْظِ الْجَارِ وَرَحْمَةِ الْيَتِيمِ
وَلَيْنِ الْكَلَامِ وَبَذْلِ السَّلَامِ وَحِفْظِ الْجَنَاحِ - (البيهقي)

(৫৭) অর্থ : হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছিলেন, মুয়ায, আমি তোমাকে দশটি বিষয়ের অছিয়ত করছি: (১) তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা, (২) সত্য কথা বলা, (৩) ওয়াদা পূরণ করা, (৪) আমানত যথাস্থানে পৌছে দেয়া, (৫) খেয়ানত পরিহার করা, (৬) প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখা, (৭) ইয়াতিমের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা, (৮) নম্র কথা বলা, (৯) ব্যাপকভাবে সালাম প্রদান করা ও (১০) বিনয়াবনত হওয়া। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : কিতাবের শুরুতে হযরত মুয়াযের (রা:) উদ্দেশ্যে হযরত মুয়াযের ১০ দফা অছিয়াতের বিবরণ ব্যাখ্যা সহকারে এসেছে। উপরোক্ত হাদীসে হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে প্রিয় রসূলের আরও দশ দফা অছিয়াতের বিবরণ দেয়া হল। পূর্বেই বর্ণিত হাদীসের দশদফা হতে ১ম দফা ব্যতীত আর ৯ দফাই সম্পূর্ণ নূতন। পূর্বের হাদীসে ও বর্তমান আলোচিত হাদীসে তাকওয়ার অছিয়াতটি কমন, অর্থাৎ উভয় হাদীসে এসেছে। বাকী বর্তমান আলোচিত হাদীসে নয় দফা অছিয়াত নূতন প্রকৃতির, তবে সবকটি অছিয়াতই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

২নং হল সত্য কথা বলা, আল্লাহ রব্বুল আলামীন সত্য বলাকে ফরজ

করেছেন এবং মিথ্যা বলাকে হারাম ও গুনাহ কবিরা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَكُونُوا مَعَ الصَّٰلِحِينَ - (القرآن)

অর্থ : তোমরা সত্যবাদীদের সাথে অবস্থান করবে। অর্থাৎ তোমরা সত্য কথা তো বলবেই, বরং সত্যবাদীদের সাথে অবস্থান করবে। মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে পরিহার করবে।

রসূল (স:) এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন,

(৫৮) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ إِنَّ

الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبُرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ

الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتُبَ إِلَيْهِ صِدْقًا - (بخارى مسلم)

(৫৮) অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, সত্যবাদিতা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে ধাবিত করে, আর নেক কাজ লোকদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। কোন লোক নিয়তই যখন সত্য কথা বলতে থাকে, তখন সে আল্লাহর কাছে সিদ্দীক হিসেবে পরিগণিত হয়। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : সত্যবাদিতা মানুষের এমন একটি গুণ যা অব্যাহতভাবে মানুষকে নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়। আবহমান কাল থেকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

৩, ৪ ও ৫ নং অছিয়ত ছিল ওয়াদা পালন করা, আমানতের হেফযত করা ও খেয়ানত পরিহার করা প্রসংগে। এ ব্যাপারে নিম্নে আল্লাহর রসূলের একটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে,

(৫৭) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ
 أَرْبَعٌ مَنْ كَانَ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ
 مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَّعَمَهَا إِذَا أُوتِيَتْ
 خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَرَ فَجَرَ - (بخاری ، مسلم)

(৫৯) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, চারটি কুস্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে সন্দেহাতীতভাবে খাঁটি মুনাফিক। আর এর কোন একটি যদি কারও মধ্যে থাকে, তাহলে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত ধরে নিতে হবে তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব আছে। উক্ত চারটি কুস্বভাব হল:

- (১) তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে সে তার খিয়ানত করে।
- (২) সে যখন কথা বলে তা মিথ্যা বলে,
- (৩) ওয়াদা করলে সে তা ভংগ করে,
- (৪) ঝগড়ার সময় অশালীন কথাবার্তা বলে। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসে ৬নং অছিয়ত ছিল প্রতিবেশীর হক প্রসংগে। প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে উপরে এক জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। অত্র হাদীসে ৭নং অছিয়ত ছিল ইয়াতিমের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন প্রসঙ্গে। ইয়াতিম হল সেই, অপ্রাপ্ত বয়সে যার পিতা মারা গেছে অথবা পিতা মাতা উভয়েই প্রাণ হারিয়েছে। ইয়াতিমের প্রতি দয়া প্রদর্শনের এবং উত্তম আচরণের তাকিদ করে কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ও হাদীসে আল্লাহর রসূল বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। রসূলের নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি এক্ষেত্রে খুবই প্রণিধানযোগ্য।

(৬০) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا - (بخاری ، مسلمی)

(৬০) অর্থ : হযরত সাহাল ইবনে সায়াদ (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমি এবং ইয়াতিম প্রতিপালনকারী এভাবেই বেহেশতে পাশাপাশি অবস্থান করব। একথা বলে তিনি তাঁর শাহাদত ও মধ্যাঙ্গুল সামান্য ফাঁক করে ইংগিত করলেন। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : ইয়াতিম প্রতিপালনকারী আল্লাহ রব্বুল আলামিনের যে কত প্রিয়, তারই দিকে ইশারা করলেন আল্লাহর রসূল (স:)। অর্থাৎ মহান আল্লাহ ইয়াতিমের প্রতিপালককে বেহেশতে নবীর (স:) কাছাকাছি অবস্থানের সুযোগ দিবেন।

প্রিয় রসূল (স:) আর এক হাদীসে বলেন,

(৬১) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ - يُحَسِّنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ - (ابن ماجه)

(৬১) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, রসূল (স:) বলেছেন, মুসলমানদের বাসস্থানের মধ্যে ঐ বাসস্থানটি সবচেয়ে উত্তম যে বাসস্থানে কোন ইয়াতিম বাস করে এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা হয়। আর মুসলমানদের সেই বাসস্থানটি সবচেয়ে খারাপ যেখানে কোন ইয়াতিম বাস করে, আর তার সাথে খারাপ আচরণ করা হয়।

(ইবনে মাজাহ)

হযরত মুয়াযের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) আলোচ্য হাদীসে ৮ম অছিয়ত ছিল নম্র কথা বলা। অর্থাৎ লোকদের সাথে কথাবার্তায় কঠোরতা পরিহার

করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। কেননা মুসলমান মাত্রই দাওয়াত দানকারী। সে আল্লাহর পথে অন্যকে দাওয়াত দিবে। আর দা'যীর ভাষা হবে মিষ্টি ও হৃদয়গ্রাহী। যাতে তার হৃদয়গ্রাহী ভাষা অন্যকে আকৃষ্ট করতে পারে।

হাদীসে ৯ম অর্ছিয়ত ছিল ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ রসূল (স:) বলেন, মুয়ায তুমি ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করবে। রসূল (স:) এক হাদীসে বলেন,

(৬২) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبْنِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ (رَض) قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ،
أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ
تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ - (ترمذی)

(৬২) অর্থ : হযরত আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা:) বলেন, আমি রসূলকে (স:) বলতে শুনেছি, হে লোকেরা! ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় কর। লোকদেরকে খানা দাও, আত্মীয়তার হক আদায় কর, আর এমন সময় নামায পড় যখন লোকেরা ঘুমে থাকে। তাহলে শান্তি সহকারে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। (তিরমিযি)

রসূল (স:) অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন,

(৬৩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(ص) لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى
تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلِكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا
السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - (مسلم)

(৬৩) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর ঈমানদার হওয়ার জন্য (মুমিনদের) পরস্পর পরস্পরকে মহব্বত করতে হবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা পথ বাতাব, যে পথ অবলম্বন করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত বাড়বে। তা'হল তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করবে। (মুসলিম)

কাকে সালাম দিবে এ প্রসঙ্গে রসূলের নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য,

(৬২) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ - قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ
وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ -
(بخاری، مسلم)

(৬৪) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ছয়রকে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামে কোন কাজটি সর্বোত্তম? রসূল (স:) বললেন, লোকদেরকে খাওয়াও, আর পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম দাও। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ছয়র পরিচিত ও অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত আব্বাসের (রা:) উদ্দেশ্যে

রসূলের ৯টি অছিয়ত

(৬৫) وَعَنْ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَوْصِنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَقِمِ الصَّلَاةَ وَادِّ الزَّكَاةَ وَصُمْ

رَمَضَانَ وَحُجَّ وَأَعْتَمِرْ وَبِرِّ وَالِدَيْكَ وَصِلْ رَحِمَكَ وَأَقِرِّ

الضَّيْفَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (الحاكم)

(৬৫) অর্থ : হযরত আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলকে (স:) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে কিছু অছিয়ত করুন, রসূল (স:) বললেন, তুমি নামায কায়েম কর। যাকাত দাও, রমযানের রোযা রাখ, হজ্ব ও উমরা আদায় কর, পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ কর, নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, অতিথিদের সম্মান কর, লোককে ভাল কাজে নির্দেশ দাও, মন্দ কাজ হতে বিরত রাখ, আর যেখানেই থাক না কেন ন্যায় ও সত্যের সাথে থাক।

ব্যাখ্যা : হযরত আব্বাস (রা:) ছিলেন রসূলের (স:) আপন চাচা। তিনি মক্কা শরীফের ধনবান ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। তিনি রসূলের কাছে অছিয়তের আবদার জানালে পরে রসূল (স:) তাঁকে নয়টি বিষয়ের অছিয়ত করলেন। যার মধ্যে প্রথম চারটি ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে ফরজ করা ৪টি আনুষ্ঠানিক ইবাদত। উক্ত ৪টি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে নামায ছাড়া আর বাকী তিনটি মুমিনদের জন্য হিজরতের পরে মদীনা শরীফে বিভিন্ন সময় ফরজ করা হয়। আর হজ্বও ফরজ করা হয় আরও কয়েক বছর পরে। এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এই অছিয়ত ছিল হিজরতের পরে ও রসূলের মাদানী

জিন্দেগীর শেষের দিকে। আলোচ্য হাদীসে ৫ম অছিয়তটি হল পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ প্রসঙ্গে। আর ৬ষ্ঠটি ছিল রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের হক প্রসঙ্গে। এ দুটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা এই কিতাবের এক অংশে আগেই এসেছে। সুতরাং এখানে আর এর পুনরাবৃত্তি করা হল না। তবে শেষের তিনটি বিষয়ের (অর্থাৎ ৭ম, ৮ম ও ৯ম) আলোচনা ইতিপূর্বের লেখায় কোথাও আসেনি। তাই এই তিনটি বিষয় একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এর ১মটি হল, মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে। মেহমানদের প্রসঙ্গে নিম্নে রসূলের (স:) দুটি হাদীস পেশ করা হল:

(৬১) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِأْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ - (بخاری - مسلسر)

(৬৬) অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন আত্মীয়দের হক আদায় করে। আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি হয় ভাল কথা বলবে না হয় চুপ থাকবে। (বুখারী, মুসলিম)

(৬৮) وَعَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْعَدَوِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَلْيُكْرِمُوا صَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ
يَوْمًا وَلَيْلَتَةً - (بخاری، مسلم)

(৬৭) অর্থ : হযরত আবু সূরাইহ আল আদাবী (রা:) বলেন, আমি রসূলকে (স:) এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন মেহমানকে জায়েযা দিয়ে সম্মান করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! জায়েযা কি? হযরত (স:) বললেন, একদিন ও এক রাত। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উপরে বর্ণিত দুটি হাদীসেই আল্লাহর প্রিয় রসূল (স:) মেহমানকে মেহমানদারী করে সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতিথিসেবা আবহমান কাল থেকে সকল ধর্মে ও মানব সমাজে একটি উত্তম কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ইসলামেও অতিথিসেবাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রসূল (স:) বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি অবশ্যই মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন করবে। রসূল (স:) এও বলেছেন যে, বিশেষ খানা-পিনা দ্বারা মেহমানকে একদিন একরাত সেবা করবে। এক হাদীসে উল্লেখ আছে, মেহমানকে তিন দিন তিন রাত উত্তম খানা-পিনা দ্বারা সেবা করবে। এর পরে যা করা হবে তা মেহমানী নয় সদকা অর্থাৎ সাধারণ অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য হবে। কেউ কেউ হাদীসে উল্লেখিত জায়েযার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, মেহমান যখন বিদায় হবে তখন তার সাথে সফরে খাওয়ার জন্য একদিন ও রাতের খাবার দিয়ে দিবে। মোট কথা ইসলামে মেহমানের সেবা ও পরিচর্যার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে রসূল (স:) তাঁর প্রিয় ছাহাবীকে মেহমানের খেদমতের অছিয়ত করেছেন।

আলোচ্য হাদীসে নবম এবং শেষ অছিয়তটি ছিল আমার বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের ব্যাপারে; অর্থাৎ সং কাজের নির্দেশ দান ও অন্যায়

কাজ হতে লোককে বিরত রাখা প্রসংগে। এ কাজটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। যেমন আল্লাহ বলেন,

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (سورة توبة : ٤١)

অর্থ : মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উভয়ই পরসম্পরের বন্ধু, তাদের কর্তব্য হল, লোকদের সংকাজের নির্দেশ দান ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা। (সূরা তওবা : ৭১)

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে আরও বলেন,

الَّذِينَ إِذَا مَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ
الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ - (سورة الحج - ٢١)

অর্থ : যদি আমি তাদেরকে (মুমিনদেরকে) পৃথিবীর কোন অংশে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলে তারা সেখানে নামায কায়েম করবে, যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে এবং সং কাজের নির্দেশনা দান করবে ও অন্যায় কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে। (সূরা হজ্ব : ৪১)

রসূলের একটি হাদীস এ প্রসংগে নিম্নে দেয়া হল,

(٦٨) وَعَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ
(ص) قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلَتَنْهَوَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُؤْشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ

عَنْ أَبِي مَنِئَةٍ فَتَنَ عَمُوْنَهُ فَلَا يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ - (ترمذى)

(৬৮) অর্থ : হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে। নতুবা আল্লাহর পক্ষ হতে অচিরেই তোমাদের উপরে আজাব নাযিল হবে। অতঃপর (তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য) তোমরা দোয়া করবে। কিন্তু তোমাদের সে দোয়া কবুল করা হবে না। (তিরমিযি)

হযরত আব্বাসের (রা:) উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) ৮ম অছিয়তটি ছিল আমার বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার প্রসঙ্গে।

যার বিবরণ উপরে দেয়া হয়েছে। আর সর্বশেষ অর্থাৎ ৯ম অছিয়তই ছিল হকের সাথে অবস্থান সম্পর্কে। অর্থাৎ হুযুর (স:) হযরত আব্বাসকে (রা:) উদ্দেশ্য করে বললেন, যখন অন্যদের হক হতে পদস্বলন ঘটবে তখনও তুমি হকের সাথে দৃঢ় অবস্থান নিবে। অর্থাৎ কোন অবস্থায়ই যেন তোমার হক থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিই না ঘটে।

খলিফাদের উদ্দেশ্যে রসূলের (স:) অছিয়ত

(৬৭) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ
 أَوْصِيَّ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَوْصِيَهُ بِجَمَاعَةِ
 الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْظُمَ كَبِيرُهُمْ وَيَرْحَمَ صَغِيرُهُمْ وَيُوقِّرَ
 عَالِمَهُمْ وَأَنْ لَا يَضُرَّ بِهِمْ فَيَنْزِلَهُمْ وَلَا يُوحِشَهُمْ فَيَكْفُرَهُمْ
 وَأَنْ لَا يَغْلِقَ بَابَهُمْ دُونَهُمْ فَيَأْكُلُ قَوِيَّهُمْ ضَعِيفَهُمْ -
 (بيهقى جامع صغير)

(৬৯) অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেছেন, আমি আমার পরবর্তী খলিফাদেরকে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার অছিয়ত করতেছি। অছিয়ত করতেছি আমি তাদেরকে মুসলমান জনগণ সম্পর্কে। তারা যেন বড়দেরকে সম্মান করে, ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ করে এবং আলেমদেরকে মর্যাদার চোখে দেখে। আর তাদের এমন ক্ষতি করবে না যাতে তাদেরকে লোকেরা লাঞ্চিত করে। আর তাদেরকে এমন ভীত-সন্ত্রস্ত করবে না যাতে তারা বিদ্রোহ করে। খলিফারা যেন তাদের প্রবেশদ্বার জনগণের জন্য রুদ্ধ করে না রাখে। যার ফলে সবলেরা দুর্বলকে নির্মূল করবে। (বায়হাকী, জামে সগীর)

ব্যাখ্যা : হাদীসে খলিফা বলতে রসূলের খলিফা (স্থলাভিষিক্ত) বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ যারা রসূলের পরে উম্মতের দায়িত্ব প্রাপ্ত আমির হবেন। রসূল (স:) তাদের দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যাপারে নিজের জীবদ্দশায়ই সাবধান করে গেছেন। প্রথমত: আল্লাহর প্রিয় নবী খলিফাদেরকে তাকওয়া

অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা তাকওয়ার ভিত্তিতে নিরূপণ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ -

অর্থ : অবশ্য আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক মর্যাদাশীল যে সর্বাধিক মুত্তাকী।

উম্মতের কাভারী বা পরিচালক সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তির হওয়া উচিত। অতঃপর খলিফা সাধারণ মুসলমানদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে, রাসূল (স:) তার নির্দেশ দিয়েছেন। খলিফারা যেন বড়দেরকে সম্মান করে, ছোটদের প্রতি স্নেহের আচরণ করে এবং আলেমদেরকে যেন সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে। রসূলের উপরোক্ত অছিয়ত বিশেষভাবে খলিফাদের জন্য হলেও, সমস্ত উম্মতের জন্যই এটা প্রযোজ্য। যেমন রসূল (স:) হাদীসে বলেছেন:

(٤٠) وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ لَمَرَ

يُوقِّرُ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا - (ترمذی)

(৭০) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, হযুর (স:) বলেছেন, যে বড়দেরকে সম্মান করে না আর ছোটদেরকে স্নেহ করেনা, সে আমার উম্মত নয়। (তিরমিযি)

জনগণ যাতে খলিফার আচরণে রুগ্ন হয়ে বিদ্রোহ না করে সে ব্যাপারে রসূল (স:) সাবধান করেছেন। আরও সাবধান করেছেন জনগণের সমস্যা সম্পর্কে যেন তারা উদাসীন না থাকে। বরং জনসাধারণ যাতে তাদের সমস্যা খলিফা পর্যন্ত পৌছাতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা।

আনসারদের প্রসঙ্গে রসূলের (স:) অছিয়ত

(৷) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) يَقُولُ مَرَّ أَبُو بَكْرٍ
وَالْعَبَّاسُ (رض) بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ وَهُمْ
يَبْكُونَ فَقَالَ مَا يَبْكِيكُمْ؟ قَالُوا ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ (ص)
مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ فَخَرَجَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةً
بُرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعُدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَكَمِدَ
اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَوْصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي
وَعَيْبَتِي وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ
فَاتَّبِعُوا مِنْ مَحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مَسِيئَتِهِمْ - (بخاری)

(৭১) অর্থ : হযরত আনাস বিন মালিক (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত আবু বকর ও হযরত আব্বাস (রা:) আনসারদের একটি সমাবেশের কাছ থেকে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন আনসাররা কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কেন কাঁদছেন? বললেন, আমাদের সাথে হযুরের মজলিসসমূহের কথা মনে করে আমরা কাঁদছি। তাঁরা এ ঘটনার কথা হযুরের কানে পৌঁছে দিলেন। হযুর তৎক্ষণাতই একখনা রুমাল মাথায় বেঁধে বের হয়ে পড়লেন এবং সেখানে হাজির হয়ে মিশরে উঠলেন। এর পর আর হযুর মিশরে উঠার সুযোগ পাননি। হযুর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। অতঃপর বললেন, আমি

তোমাদেরকে আনসারদের ব্যাপারে অছিয়ত করছি। কেননা তারাই আমার খাদ্য ও আবাসনের ব্যবস্থাকারী ছিল। তারা তাদের দেনা (দায়িত্ব) পুরোপুরি শোধ করেছে। কিন্তু তাদের পাওনা বাকী রয়ে গেছে। তোমরা তাদের উত্তম কাজের মূল্যায়ন করবে এবং তাদের ক্রটিসমূহ ক্ষমার চোখে দেখবে। (বুখারী)

অপর এক রেওয়াজাতে বা বিবরণে আছে, হযুর (স:) বললেন, হে জনমন্ডলী! মদীনায় অন্য লোকদের আধিক্য ঘটবে আর আনসারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। এমনকি তাদের সংখ্যা খাদ্যে লবণ পরিমাণের ন্যায় হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে-ই দন্ডমুন্ডের মালিক হবে সে যেন আনসারদের নেক কাজের মূল্যায়ন করে এবং তাদের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দেয়।

ব্যাখ্যা : হাদীসের বিবরণ হতে বুঝা যায়, হযুরের তিরোধানের মাত্র কয়েকদিন আগে এ ঘটনা ঘটেছিল। কেননা, রাবী বলেন, এরপর আর হযুর মিস্বরে উঠে বক্তব্য দেয়ার সময় বা সুযোগ পাননি। এটা ছিল হযুরের বিদায় হজ্জ হতে ফিরে আসার পরবর্তী ঘটনা। হযুরের হাব-ভাব ও কথাবার্তা থেকে আনসাররা অনুভব করছিলেন হযুর আর মাত্র কয়েকদিনই আমাদের মধ্যে আছেন। সুতরাং আমরা আর হযুরকে আমাদের মজলিসে পাচ্ছি না। একথা মনে করে আনসারগণ কাঁদছিলেন। হযরত আবু বকরের মাধ্যমে এ খবর প্রিয় নবী (স:) শুনে তৎক্ষণাতই আনসারদের সমাবেশে এসে মিস্বরে উঠে বক্তব্য দিলেন। যে বক্তব্য উপরে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। বক্তব্যটি মসজিদে নববীতে ছিল বিধায় হযুর মিস্বরে উঠে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। হযুর বললেন, ইসলামের জন্য আনসারদের এত অবদান যার দেনা এখনও পরিশোধ হয়নি। তারাই দুনিয়ায় সর্বপ্রথম আশ্রয়হীন মুসলমানদের খাদ্য ও আবাসন দিয়েছিলেন। আর তারাই ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গা করে দিয়েছিলেন।

হযুর এই বলে খলিফা বা শাসকদের অছিয়ত করলেন যে, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত হতে মুসলমানরা এসে মদীনায় বসতি স্থাপন করবে। ফলে তাদের তুলনায় আনসারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। সুতরাং সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে তারা যেন তাদের হক হতে বঞ্চিত না হয়।

আনসারদের সম্পর্কে হযূরের উপরোক্ত অছিয়ত আনসারদের মর্যাদার সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষী।

ইমাম বুখারী হযরত আনাস (রা:) হতে একটি হাদীস নিম্নলিখিত মর্মে বর্ণনা করেছেন:

(২) وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ دَعَا النَّبِيَّ (ص) الْأَنْصَارَ
إِلَى أَنْ يَقْطَعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ تُقْطَعَ
لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا قَالَ إِمَّا لَا فَاصْبِرُوا حَتَّى
تَلْقَوْنِي فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي آثَرَةٌ - (بخاری)

(৭২) অর্থ : হযরত আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর নবী (স:) আনসারদেরকে ডাকলেন এবং তাদেরকে বাহরাইনকে গণিমত হিসেবে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আনসারগণ বললেন, না হজুর, আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে অনুরূপ কিছু না দিয়ে আমাদেরকে দিবেন না। হযূর বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যখন অমত করছ তা হলে তোমরা সবর কর ঐ পর্যন্ত যে পর্যন্ত না আমার সাথে হাওয়ে কাওসারে তোমাদের সাক্ষাত হয়। কেননা, আমার পরে খুব শীগগিরই তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : আনসারগণ তাঁদের মুহাজির ভাইদের প্রতি যে অত্যধিক শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন উপরোক্ত হাদীস তার প্রমাণ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কোরআনে করিমে আনসারদের এ উত্তম আচরণের প্রশংসা এভাবে করেছেন:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءَ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ - (الحشر - ৯)

অর্থ : মুহাজিররা আসার পূর্বেই যারা মদীনায় অবস্থান করত ও ঈমান এনেছিল তারা তাদের মুহাজির ভাইদেরকে মহব্বত করে ।

(সূরা হাশর : ৯)

(২৩) وَعَنْ بَرَاءَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَقَالَ (ص) أَيُّضًا اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ - (بخاری)

(৭৩) অর্থ : হযরত বার্বা বিন আয়েব (রা:) বলেন, আমি রসূলকে (স:) বলতে শুনেছি, মুমিন মাত্রই আনসারদেরকে মহব্বত করে । আর মুনাফিকরা আনসারদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে । যারা আনসারদেরকে ভালবাসে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন । আর যারা আনসারদেরকে ঈর্ষা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি নারাজ । হুজুর (স:) আরও বললেন, হে আল্লাহ! আনসাররা আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় । (বুখারী)

ছাহাবীদের প্রসঙ্গে কিছু কথা :

আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাজির ও আনসার নির্বিশেষে তাঁর সমস্ত ছাহাবীকে মহব্বত করার জন্য যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন । সুতরাং উম্মতের জন্য ছাহাবাদেরকে মহব্বত করা ওয়াজিব ।

ছাহাবী কারা :

ঈমানের সাথে যিনি বা যারা রসূলের (স:) ছোহবত বা সাহচর্য পেয়েছেন তাঁরাই হলেন ছাহাবী । অবশ্য ছাহাবীর আভিধানিক অর্থ হল সংগী বা সাথী । কারো কারো মতে যিনি ঈমানের সাথে একবার মাত্র রসূলকে দেখেছেন তিনিও ছাহাবী । অবশ্য শব্দের তাৎপর্য সাহচর্য বুঝায় ।

ছাহাবী শব্দ আম। যারাই ঈমানের সাথে প্রিয় রসূলের (স:) সাহচর্য পেয়েছেন তাঁরা সকলেই ছাহাবী। তবে ছাহাবীদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য আছে। যেমন মুহাজির ও আনসারদের অগ্রবর্তী ছাহাবীদের স্বয়ং আল্লাহ প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ - (سورة
التوبة - ١٠٠)

অর্থ : মুহাজির ও আনসাদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী, আর যে সমস্ত লোক উত্তমভাবে তাদের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছে, আল্লাহ এদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট আর এরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। (সূরা তওবা : ১০০)

ব্যাখ্যা : সাবেকুন আউয়ালুন কারা এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, এরা হলেন তারা, যারা ২য় হিজরী সনে কেবলা পরিবর্তনের সময় রসূলের (স:) সংগে ছিলেন। আবার কেউ বলেছেন, ২য় হিজরী সনে ইসলামের ১ম যুদ্ধ বদর যুদ্ধে রসূলের (স:) সংগে যে ৩১৩ জন ছাহাবী ছিলেন তারা। কারও কারও মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে সোলেহ হোদায়বিয়ার সময় যে ১৪ শত জানবাজ ছাহাবী রসূলের (স:) হাতে আমৃত্যু জিহাদের শপথ নিয়েছিলেন তাঁরাই হলেন “সাবেকুন”। আবার কারও কারও মতে মক্কা বিজয়ের আগে যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন তাঁরা সাবেকুন। উপরোক্ত সব শ্রেণীর ব্যাপারেই আল্লাহ কোরআনে প্রশংসা করেছেন। মোটকথা মর্যাদার তারতম্য সহকারে সকল ছাহাবীকেই ভালবাসতে হবে। আর পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে মুহাজিরীন ও আনসারদের অগ্রবর্তীদেরকে। নিঃসন্দেহে উম্মতের মধ্যে এরাই ছিলেন সর্বোত্তম ঈমান ও চরিত্রের অধিকারী।

ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে রসূলের (স:) অছিয়ত

(৫৩) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ

أَوْصِيكُمْ بِأَصْحَابِي خَيْرًا ثَمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ - (كنز العمال)

(৭৪) অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল (স:) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে আমার ছাহাবী এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে উত্তম আচরণের অছিয়ত করছি। (কানজুল উম্মাল)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে রসূল (স:) ছাহাবী এবং তাঁদের সংগ প্রাণ্ড তাবেয়ীনের সাথে উত্তম আচরণ করার জন্য উম্মতকে অছিয়ত করেছেন। রসূল (স:) অন্য হাদীসে ছাহাবীদের সাথে অসৌজন্য আচরণের পরিণতির ব্যাপারেও সাবধান করেছেন। যেমন রসূল (স:) ইরশাদ করেছেন:

(৫৫) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي

لَا تَتَّخِذْهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحَبِّي أَحَبَّهُمْ

وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي

وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ

يَأْخُذَهُ - (ترمذی)

(৭৫) অর্থ : রসূল (স:) বলেছেন, আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার তিরোধানের পরে তোমরা তাদেরকে

নেশানা বানিও না। ছাহাবীদেরকে যে মহব্বত করবে সে আমার মহব্বতের কারণেই তাদেরকে মহব্বত করবে। আর ছাহাবাদেরকে যে ঈর্ষা করবে সে আমার প্রতি ঈর্ষা রাখার কারণেই তাদেরকে ঈর্ষা করবে। যে ছাহাবীদেরকে কষ্ট দিবে সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিবে সে অবশ্যই ধরা পড়ে যাবে। (তিরমিযি)

ছাহাবায়ে কেরাম প্রসংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা:) একটি হাদীস নিম্নে দেয়া হল:

(৫৬) وَعَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ لِمِهْرَانَ إِحْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا إِيَّاكَ وَالنَّظَرَ فِي النَّجْوَى فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَيَّ الْكَمَانَةَ وَإِيَّاكَ وَالْقَدَرَ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزَّنْدَقَةِ وَإِيَّاكَ وَشَتْرَ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ (ص) فَيَكْبِتُكَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِكَ فِي النَّارِ - (بخاری)

(৭৬) অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি মেহরানকে বলেছিলেন, তুমি আমার কাছ থেকে তিনটি বিষয় শুনে নিয়ে তা পালন করবে। তুমি নক্ষত্র হতে ভালমন্দ গ্রহণ করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবে। কেননা পরিণতিতে তা তোমাকে গণকদের পর্যায় নিয়ে যাবে। তুমি তাকদীর প্রসংগে আলোচনা হতে দূরে থাকবে। কেননা এ আলোচনা শেষ পর্যন্ত তোমাকে জিন্দিক বানিয়ে দিতে পারে। তুমি মুহাম্মদের (স:) কোন ছাহাবীকে গালি দেয়া থেকে বিশেষভাবে পরহেয করবে। নতুবা আল্লাহ তোমাকে উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (বুখারী)

ছাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার ব্যাপারে ২য় খলিফা হযরত উমরের (রা:) একটি অছিয়ত নিম্নে পেশ করা হল:

(৬৬) قَالَ عُمَرُ (رض) أَوْصَى الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلَى أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأَوْصِيَهُ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مَحْسِنِهِمْ وَأَنْ يَعْفُوا عَنْ مُسِيئَتِهِمْ - (بخاری)

(৭৭) অর্থ : হযরত উমর (রা:) বলেন; আমি আমার পরবর্তী খলিফাকে মুহাজিরীনে আউয়ালীন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। তাদের অধিকার সম্পর্কে যেন সচেতন থাকে, আর তাদের মর্যাদার যেন হেফাযত করে। আমি পরবর্তী খলিফাকে আনসারদের সাথে উত্তম আচরণের অঙ্গীকার করছি। যারা পূর্বাচ্ছেই ঈমানদারদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। খলিফারা যেন তাদের ন্যায় কাজের স্বীকৃতি দেয় এবং ক্রটিসমূহ মাফ করে দেয়। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : ২য় খলিফা হযরত উমর (রা:) ঘাতকের অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়ে যখন মৃত্যু পথযাত্রী তখন তিনি তাঁর পরবর্তী খলিফাকে রসূলের সাথে হিজরত করে প্রথম দিকে যেসব ছাহাবীরা সবকিছু ছেড়ে মদীনায় এসেছেন সেসব মুহাজিরদের এবং এদেরকে যেসব আনসাররা মদীনায় মর্যাদার সংগে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তাঁদের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখার এবং তাঁদের সাথে উত্তম আচরণের অঙ্গীকার করেছিলেন।

সমাপ্ত

